* * সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

শুক্রবার, ১৬ পৌষ, ১৩৭৭ (১১ পৌষ, ১৮৯২ শক) Friday, January 1, 1971

ESTD 1878 REGD NO C 1089

৪৯ বর্ষ, ২৯১ সংখ্যা

মূল্য—২০ পয়সা (20 Paise)

সেচের জন্য নির্ভরশীল
ভারত
ইঞ্জিন ও পাম্প
অ্যাসোসিয়েটেড আয়রন এণ্ড স্টীল কো: প্রা: লি:
১৫/এন, ব্লক-এ, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫৩
ফোন-৪৫-০৪৪৯

কে, হোড়
আয়ুর্বেদীয়
চুল উঠা বন্ধ করে মহাভৃঙ্গরাজ তৈল মাথা ঠাণ্ডা রাখে

গোপাল সেন হত্যায় দেশজুড়ে ধিক্কার

শহীদ

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের হত্যাকে নিন্দা করে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, "অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সেনের হত্যাকে নিন্দা করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। অধ্যাপক সেন কর্তব্যরত অবস্থায় শিষ্টতা করুণা বজায় রেখে মৃত্যুবরণ করে শহীদ হয়েছেন। এরূপ বর্বর হত্যার পিছনে কোন আদর্শ কাজ করছে না। সাহসের সংগে এরূপ হত্যার বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি সংহত করতে হবে। তাঁর পরিবারবর্গকে, বন্ধু ও সহকর্মী এবং প্রিয় ছাত্রগণের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করি।"

শেষ যাত্রা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উপাচার্য গোপাল সেনের মৃতদেহ নিয়ে শোক মিছিল চলেছে কেওড়াতলা শ্মশানের দিকে। —নিজস্ব-চিত্র

হাজার হাজার লোকের স্বতঃস্ফূর্ত শোকমিছিল

স্টাফ রিপোর্টার

সাম্প্রতিককালে শোকযাত্রা কম দেখিনি, কিন্তু বৃহস্পতিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে উপাচার্য অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সেনের মরদেহ বহন করে হাজার হাজার ছাত্র, শিক্ষক ও সাধারণ লোকের স্বতঃস্ফূর্ত যে মিছিল কেওড়াতলার মহাশ্মশানে গেল, তার কোনও তুলনা দেখিনি। যে কলকাতায় উচ্ছৃংখলতা এবং হিংস্রতাই রোজকার রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই কলকাতারই শীতার্ত অপরাহ্ণে এই অগণিত কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, নর এবং নারী সুশৃংখলতার সঙ্গে মৌন মুখে আততায়ীর হাতে নিহত, যেন বৃদ্ধ এক শিক্ষক মাত্রই নন, আমাদের মৃত বিবেককেই বহন করে নিয়ে চলেছে চিতাশয্যায় তুলে দেবার জন্য। সম্ভবত এই আশায়, এই মৃত্যু যেন হতভাগ্য জাতির বিবেককে আবার সঞ্জীবিত করে তোলে।

এই মিছিলে কোনও চাঞ্চল্য ছিল না, মৌন হৃদয়গুলিতে যদিও নির্বোধ এই হিংসার বিরুদ্ধে অহরহ তীব্র ধিক্কার ধ্বনিত হচ্ছিল, কিন্তু মিছিলের বাইরে, কলকাতার মহাকরণে, বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায়, ভারতের অন্যান্য স্থানে চলছিল বিরাট আলোড়ন। এই খুনের ঘটনায় বিচলিত কে নয়? প্রধানমন্ত্রী বিচলিত, রাজনৈতিক নেতারা বিচলিত, মহাকরণে সরকারি অফিসাররাও বিচলিত হয়ে উঠেছেন। পৌরসভার অধিবেশন মুলতুবি রাখা হয়।

বৃহস্পতিবার রাজভবনে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে সমস্ত পরিস্থিতি আলোচিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে [illegible] নির্ধারণের জন্য রাজ্যপাল এক জরুরি সম্মেলন ডেকেছেন।

রাজ্য সরকার এই খুনের কিনারার জন্য যদিও বদ্ধপরিকর, তবু এইদিন অধিক রাত্রি পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

শোক মিছিল

অশ্রুসজল হাজার হাজার লোকের সামনে বৃহস্পতিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক গোপাল সেনের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। দীর্ঘ মিছিল করে অধ্যাপক সেনের মৃতদেহ কেওড়াতলা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়।

সারাদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে, তাঁর বাড়ির সামনে, রাস্তার দু' ধারে এবং শ্মশানে অগণিত মানুষ একদিকে চোখের জল মুছেছেন অন্যদিকে তীব্র ধিক্কার দিয়েছেন অজ্ঞাত আততায়ীদের উদ্দেশে।

এদিন কলকাতা করপোরেশনের বিশেষ অধিবেশনে অধ্যাপক গোপাল সেনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে অধিবেশন মুলতুবী ঘোষণা করা হয়।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক ও ছাত্র সংস্থার পক্ষ থেকে অধ্যাপক সেনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয় এবং ওই ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তিদানের দাবি জানানো হয়।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র এবং শিক্ষকদের এক সভায় শোক প্রস্তাব গ্রহণের পর এদিন বেলা দেড়টায় ছুটি হয়ে যায়।

অধ্যাপক সেনের বড় ভাই ডাঃ এন এন সেন খবর পেয়ে বাঙ্গালোর থেকে বিমানে এখানে পৌঁছান সন্ধ্যা নাগাদ। বিমানবন্দর থেকেই তিনি চলে যান কেওড়াতলা শ্মশানে। ছোট ভাই শ্রীনবেন্দু সেন তাঁর সঙ্গেই থাকতেন।

অধ্যাপক সেনের নিহত হওয়ার সংবাদ পাওয়ার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তাঁর বাড়িতে একে

পঞ্চম পৃষ্ঠায় চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

আজ স্মরণসভা

বিশিষ্ট শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সংসদ, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (যাদবপুর) ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ জনসাধারণকে আজ, ১ জানুয়ারি, বিকাল ৩টায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে শোকসভায় যোগ দিতে আহ্বান জানান।

গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাসবাদী কাজ প্রতিহত করতে এগিয়ে আসুন

হিংসাশ্রয়ী কয়েকজন গুপ্তঘাতকের হাতে বৃহস্পতিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছাত্রবন্ধু অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সেনের মৃত্যুতে শুধু বাংলা দেশই নয়, সমগ্র ভারত বিস্মিত, স্তম্ভিত ও আলোড়িত হয়েছে। রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক মহল একদিকে যেমন এই হত্যাকাণ্ডকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি বাংলার জনসাধারণকে সমস্ত মতামতের ঊর্ধ্বে উঠে গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রতিহত করার জন্য সাহসভরে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

মহারাষ্ট্রের সাকরাবাদে অনুষ্ঠিত প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের একাদশ জাতীয় সম্মেলনে দলের চেয়ারম্যান শ্রী এন জি গোরে বলেন, অধ্যাপক গোপাল সেনকে ছুরি মেরে হত্যা গণতন্ত্রের প্রতি, দেশের বিশ্বাসের প্রতি চ্যালেঞ্জ।

মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূর বলেন, "এই মৃত্যু গভীর বেদনা, দুঃখ, ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয়।" সি পি এম-এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত রাজ্যপাল ও তাঁর উপদেষ্টাগণকে আততায়ীদের খুঁজে বের করে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অনুরোধ জানান।

স্টাফ রিপোর্টার জানান, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সেনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে বৃহস্পতিবার কলকাতা পৌরসভার বিশেষ অধিবেশন মুলতুবী হয়ে যায়।

সভার শুরুতেই মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূর এসম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেন, সারাজীবন শিক্ষাজগতের একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে কাজ করার পর কর্মব্যস্ত উপাচার্যরূপে তিনি জীবনের শেষদিন গুপ্তহত্যার জঘন্য বলি হয়ে পরলোকগমন করলেন। এই মৃত্যু গভীর বেদনা, দুঃখ, ক্ষোভ ও পরিতাপের

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

অর্থহীন আদর্শের মোকাবিলা করুন

—বি বি ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি

নববর্ষের প্রাক্কালে বৃহস্পতিবার রাত্রে রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র থেকে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের উদ্দেশে এক বক্তৃতায় বলেছেন যে, এই রাজ্যকে রক্ষার জন্য আমরা সর্বতোভাবে লড়াই শুরু করেছি, কিন্তু জানিনা কত তাড়াতাড়ি সাফল্য আসবে। আমরা যে ক'জন প্রশাসন চালাচ্ছি, তাঁরা শুধু লক্ষ্য পথ দেখাতে পারি। তবে লক্ষ্যে পৌঁছানটা প্রত্যেক নাগরিকের উপর নির্ভর করছে। ক্ষেতে, কারখানায়, অফিসে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব যেমন পালন করবেন, তেমনি অর্থহীন

তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

'মহাগুরুনিপাতের পাপ ঘটেছে'

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সেনকে যেভাবে কয়েকজন কাপুরুষ আততায়ী হত্যা করেছেন, তাকে বাংলার সাহিত্যিক, শিল্পী, কবি, শিক্ষাব্রতী, সমাজকর্মী এবং সাংবাদিকেরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ধিক্কার দিয়ে এক বিবৃতি দিয়েছেন। এই বিবৃতিতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, ত্রিগুণা সেন, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী, সুবোধ ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সুধাংশুকুমার বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ, সুভাষ [illegible] প্রমুখ বিশিষ্ট লেখক ও শিক্ষক

পঞ্চম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

আজ আট পারটির সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের বৈঠক

রাজনৈতিক সংবাদদাতা

প্রধানত সি পি আই, বিদ্রোহী পি এস পি এবং বলশেভিক পারটির উদ্যোগে আজ শুক্রবার বিকালে আট পারটির সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের এক বৈঠক হবে বলে স্থির হয়েছে।

বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীসুশীল ধাড়া বলেন: এই বৈঠকে একমাত্র আলোচ্য বিষয় অন্তর্বর্তী নির্বাচন। অজয়দার বাড়িতে এই বৈঠক হবে। আট পারটি হিসাবেই ওঁদের সঙ্গে আমরা বৈঠকে বসছি।

এদিকে এই বৈঠক নিয়ে অবশ্য আট পারটিতে কিছুটা মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এস ইউ সি নাকি প্রশ্ন তুলেছেন, আট পারটি বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে কথা বলবে কিনা এবং বললে কী কথা বলবে সেটা আট পারটিতে স্থির হওয়ার আগেই এই ধরনের বৈঠকের আয়োজন করা হল কেন?

আগে আট পারটির নিজস্ব বৈঠক

এ সম্পর্কে ফরওয়ারড ব্লকের কী বক্তব্য এইদিনই তা জানা যায়নি। কারণ, দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅশোক ঘোষ সহ অধিকাংশ নেতাই এদিন কলকাতার বাইরে ছিলেন। আজ কলকাতা ফিরবেন।

আজ সকালেই তাই বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে বসা নিয়ে আট পারটির নিজস্ব এক বৈঠক বসছে। জোট হিসাবে এইখানেই তাঁরা এই প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

অবশ্য, আট পারটির সঙ্গে আলোচনায় বসছেন বলেই কিন্তু এটা ধরে নেওয়া ভুল হবে যে বাংলা কংগ্রেস ও নব কংগ্রেসের মৈত্রীতে কোনও ভাঁটা পড়েছে।

বাংলা কংগ্রেস ও নব কংগ্রেসের আলাপ আলোচনা যথারীতি এগোচ্ছে এবং নব কংগ্রেস বিধানসভার খুব বেশী আসন দাবি না করলে দুই পারটি আরও কয়েকটি ছোট পারটির সঙ্গে মিলিত হয়ে

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

বিধানসভার নির্বাচন হবে কিনা ৭ জানুয়ারির মধ্যে জানা যাবে

স্টাফ রিপোর্টার

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন আদৌ হবে কিনা সাত জানুয়ারির মধ্যেই তা নিশ্চিত জানতে পারবেন বলে রাজ্য নির্বাচন দফতর নিঃসংশয়। সম্ভবত ওই দিনই আনুষ্ঠানিকভাবে এই রাজ্যের নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হবে। এদিকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় দফতর জানিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের বর্তমান অবস্থা আদৌ বিধানসভা নির্বাচনের অনুকূল নয়।

সাতই জানুয়ারির মধ্যে সমস্ত জেলা শাসক নিজ নিজ জেলার পোলিং বুথের একটি তালিকা টাঙিয়ে দেবেন। ওই বুথ সম্পর্কে কোন দলের আপত্তি আছে কিনা জেলা শাসকরা (যাঁরা জেলার নির্বাচনী অফিসারও) দশ জানুয়ারি পর্যন্ত তা

তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

নানা জায়গায় আরও চার জন নিহত

স্টাফ রিপোর্টার

জলপাইগুড়িতে বুধবার রাতে এস এস পি নেতা শ্রীননী চক্রবর্তী খুন হয়েছেন বলে বৃহস্পতিবার মহাকরণে রাজ্য পুলিশের সদর দফতরে খবর আসে। বৃহস্পতিবার হাওড়ায় একজন সি পি এম কর্মীও নিহত হয়েছেন। যাদবপুরের গড়িয়ায় একটি পুকুর থেকে এদিন সকালে একজন শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। এটিও একটি খুনের ঘটনা বলে পুলিশ জানায়। মধ্যমগ্রামে ৬০ বছর বয়স্ক এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহও পুলিশ উদ্ধার করেছে।

জলপাইগুড়ির এস এস পি নেতা শ্রীচক্রবর্তীকে রাত্রি সাড়ে আটটায় তাঁর বাড়ির সামনেই খুন করা হয়। তিনি তখন বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ একদল যুবক তাঁকে আক্রমণ করে। তাঁর মাথায় লোহার ডাণ্ডা এবং শরীরের কয়েক জায়গায় ছুরি মারা

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বাড়ি চড়াও হয়ে ৫ হাজার টাকা লুঠ

স্টাফ রিপোর্টার

বৃহস্পতিবার দুপুরে একদল যুবক কলকাতার শ্যামপুকুর থানার অভয় মিত্র স্ট্রীটের একটি বাড়িতে চড়াও হয়ে পাঁচ হাজার টাকা লুঠ করে নিয়ে যায়।

দুপুর পৌনে তিনটা নাগাদ অভয় মিত্র লেনের একজন ধনী ব্যক্তির বাড়িতে হঠাৎ জন ছয়েক যুবক চড়াও হয়। তাদের কারও হাতে ছিল ভোজালি কারও হাতে পাইপগান। ওই বাড়িতে তখন গৃহস্বামী ছিলেন না। ছিলেন তাঁর দুজন কর্মচারী—একজন খাজাঞ্চি ও একজন পাহারাদার।

ওই যুবকদল ভোজালি ও পাইপগান দিয়ে কর্মচারী দুজনকে ভয় দেখিয়ে বলে: চিৎকার করলেই খুন করা হবে।

ভয়ে আর তাঁরা কোন কথা বলেন নি। এরপর খাজাঞ্চির হেফাজত থেকে পাঁচ হাজার টাকা লুঠ করে যুবকদল উধাও হয়ে যায়।

শ্যামপুকুর থানা এই লুঠের তদন্ত করছে কিন্তু কেউ গ্রেফতার হয়নি।

শুভ নববর্ষ

স্টাফ রিপোর্টার

বৃহস্পতিবার রাত বারোটা। বন্দরে জাহাজের ভোঁ আর নগরে গিরজায় ঘণ্টাধ্বনি ও বাজির আওয়াজে নতুন বছরের পুণ্য জন্ম লগ্ন ঘোষিত হল।

বড়দিনের জের টেনে চৌরঙ্গী পাড়ার রূপসী রাত্রি এদিন আরও উজ্জ্বল। নাচ-গান হৈ-হুল্লোড় দোকান পসরা বুঝি ঝলমল। আলোর রোশনাইতে শীতের কুয়াশার আবরণ ছিন্ন ভিন্ন। অপরূপ সাজে হোটেল রেস্তোরাঁ জমজমাট। পান ভোজনের রকমারি সমারোহ।

উচ্ছ্বাসের রেশ বাইরেও, একে অন্যকে ধরে 'হ্যাপি নিউ ইয়ার'-এর আলিঙ্গন, শুভেচ্ছা বিনিময়। এই উৎসব মুখর ক্লান্ত রাত্রি শেষে নববর্ষের অরুণোদয়। পুরাতন জীর্ণ বছরের সঙ্গে পুরাতন দেওয়াল পঞ্জীর ছিন্ন পাতাও লুটিয়ে পড়বে মহাকালের পদতলে। বিদায় '৭০, সুস্বাগতম '৭১।

যাদবপুর থানা এলাকায় ১৪৪ ধারা

স্টাফ রিপোর্টার

বৃহস্পতিবার রাত থেকে সমগ্র যাদবপুর থানা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

তিলজলা এবং কসবা এলাকারও এই আদেশ বলবৎ হয়েছে।

ওড়িশা সরকারের সংকট

জনকংগ্রেসের সমর্থন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত: শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ

ভুবনেশ্বর, ৩১ ডিসেম্বর—ওড়িশা জনকংগ্রেস আজ রাজ্যের স্বতন্ত্র পরিচালিত কোয়ালিশন সরকারের প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবার সিদ্ধান্ত [illegible] আগামী ৪ জানুয়ারি এ সম্পর্কে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ঐ দিন জনকংগ্রেস পরিষদ দল ও কার্যনির্বাহক পরিষদের বৈঠক বসবে বলে দলের সেক্রেটারি ও সেচমন্ত্রী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পট্টনায়ক আজ সাংবাদিকদের জানান। ওড়িশার শিক্ষামন্ত্রী শ্রীবনমালী পট্টনায়ক (জনকংগ্রেস) ইতিমধ্যেই কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। গত রাত্রে তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিংদেও (স্বতন্ত্র) ও বিধানসভায় জনকংগ্রেস দলের নেতা শ্রীপবিত্রমোহন প্রধান সমীপে।

শ্রীপট্টনায়ক বলেন, দলের সকল মন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীরা তাঁদের পদত্যাগপত্র একত্রভাবে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিংদেওর কাছে পেশ করবেন। জনকংগ্রেস নেতা ও রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপবিত্রমোহন প্রধানের মাধ্যমে এই সকল পদ- [illegible]

তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ওড়িশা বিধান সভা এখনই ভাংগা হবে না

—সিংদেও

ভুবনেশ্বর, ৩১ ডিসেম্বর—ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী আর এন সিংদেও আজ রাত্রে সাংবাদিকদের কাছে বলেন, স্বতন্ত্র পরিচালিত কোয়ালিশন সরকার ও রাজ্য বিধানমণ্ডলী ভাংগার কোন সিদ্ধান্ত এখনই নেওয়া হবে না। তিনি আরও বলেন, স্বতন্ত্র দল যে-কোনও পরিণতির সম্মুখীন হতে প্রস্তুত আছেন। —ইউ এন আই

রোভার
লাকি কুপন
প্রতিযোগিতার
শেষ তারিখ
২৮.২.৭১
পর্য্যন্ত
বাড়িয়ে দেওয়া হোল।

নববর্ষে
রোভার
সাইকেল
কিনে
স্কুটার জিতুন।
মোট ৭৫টী আকর্ষণীয় পুরস্কার।

নতুন বছরে সম্পদ বৃদ্ধি হোক

এভারেষ্ট সাইকেলস্ লিমিটেড
গৌহাটী ● কলিকাতা ● বারাণসী ● পাটনা ● কটক

বরকে দিন রোভার
সে জিতুক একটী স্কুটার!

নতুন বছরের
নতুন উপহার
ক্যাশ সার্টিফিকেট
...এতে লগ্নী ক'রে আপনার সঞ্চয় থেকে আয়
অনেক বাড়িয়ে তুলুন।

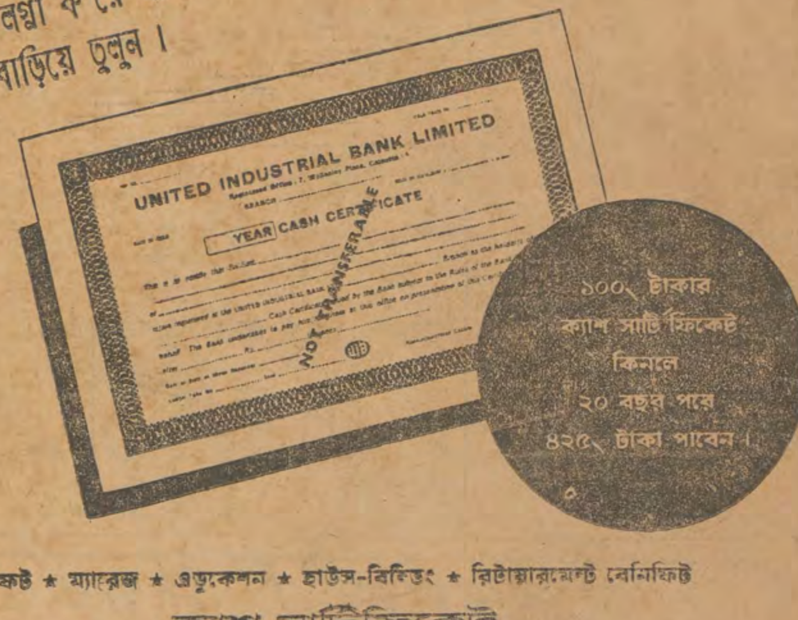

গিফট ★ ম্যারেজ ★ এডুকেশন ★ হাউস-বিল্ডিং ★ রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট
ক্যাশ সার্টিফিকেট
৫, ৭, ১৫ ও ২০ বছরের মেয়াদী ১০৲ ১০০৲ ৫০০৲ ও ১০০০৲ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।
পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন:
ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
রেজিষ্টার্ড ও হেড অফিস: ৭, ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা-১ ★ ফোন: ২৩-৯৭৮৪ (৩ লাইন)
অথবা যে কোন নিম্নলিখিত ব্রাঞ্চ:
কলিকাতা মেইন ★ বালিগঞ্জ ★ ভবানীপুর ★ বৌবাজার ★ বড়বাজার ★ ভূপেন বোস অ্যাভেন্যু ★ চৌরঙ্গী
কলেজ স্ট্রীট ★ দম দম ★ হাটখোলা ★ মিশন রো ★ নেতাজী সুভাষ রোড ★ বিডন স্ট্রীট ★ শ্যামবাজার
স্ট্রাণ্ড রোড ★ বসিরহাট ★ গড়িয়া ★ চন্দননগর ★ কুচবিহার ★ পাটনা ★ খড়্গপুর।
Progressive/UIB-8.70

আনন্দবাজার পত্রিকা
বিমান মাশুল (অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা
Tele. — ANANDABAZAR Cal
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO 2536 G.P.O

কর্মখালি

ইলেকট্রিক অয়্যারিং করিতে সক্ষম (লাইসেন্স নিষ্প্রয়োজন) ১ জন মেকানিক ও ১ জন মোটর মেকানিক আবশ্যক। বেতন প্রথম ৬ মাস ৭৫, মাত্র। শিক্ষান্তে উন্নতি। বক্স নং ২৬৬৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৪৮৫৮)

দুর্গাপুরে ফার্টিলাইজার টাউনশিপ প্রাইমারী স্কুলের জন্য দুইজন হিন্দী শিক্ষক এবং একজন বাংলা শিক্ষক আবশ্যক। প্রার্থীদের অন্তত ম্যাট্রিক/স্কুল ফাইনাল ও জুনিয়র বেসিক কোর্স পাস হওয়া আবশ্যক এবং অন্তত তিন বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকা চাই। শিক্ষাগত উচ্চতর যোগ্যতা ও উচ্চতর শ্রেণীতে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের আবেদন অগ্রাধিকার পাইবে। বয়স অনুর্ধ্ব ৪০ বৎসর, বিশেষ ক্ষেত্রে বয়সের সীমাবাধা না হইতেও পারে। মহিলা প্রার্থিগণও আবেদন করিতে পারেন। বেতন রাজ্য সরকারের স্কেল অনুযায়ী। ইহা ছাড়া বিনা ভাড়ায় থাকিবার ও বিনা পয়সায় চিকিৎসার সুবিধা দেওয়া হইবে। ১০ই জানুয়ারি, ১৯৭১ পর্যন্ত আবেদনপত্র এই ঠিকানায় গ্রহণ করা হইবে : শ্রী এম এন সরকার, চেয়ারম্যান, অ্যাড হক স্কুল কমিটি, ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া, দুর্গাপুর-১১। (৩৫০০)

শিক্ষক-শিক্ষিকা

মাঁলা নেতাজী বিদ্যালয় (উচ্চ বিদ্যালয়) পোঃ গণেশপুর, হাওড়ার জন্য তিনজন শিক্ষক প্রয়োজন—সংস্কৃতে অনার্স, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স, এবং এম কম। তিন দিনের মধ্যে আবেদন করুন। (৩৬৮৫)

শিক্ষয়িত্রী চাই—ট্রেন্ড, কোজ স্কুলে অভিজ্ঞতাসহ; দমদম (কলি-২৮) স্কুলের জন্য। বক্স নং ৩৫৬৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৩৪৩৯)

অভিনেতা-অভিনেত্রী

পরিচালকের নিকট ১ বৎসর শিক্ষান্তে নূতন ছবিতে নায়ক নায়িকা পার্শ্বচরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ। ভর্তি বিকাল ৫—৭টা। "সিডিএস" রঙমহলের বহির্ভাগস্থ দ্বিতল। (সি ৫৩৪৭)

এজেন্ট-ক্যানভাসার্স

আমাদের কারখানায় প্রস্তুত বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বিক্রয় করিবার জন্য এজেন্ট চাই। যোগাযোগ করুন, ফোনঃ ৪৫-৯৫১০/৪৫-৯৮৮৫। (সি ৫০৪৮)

কর্মপ্রার্থী

কলিকাতায় নিজস্ব বাড়ী সিকিউরিটিতে (ব্যাচেলর) ভারতের যে কোন স্থানে কাজ চাই। ২০বি, হলধর বর্ধন লেন, কলিঃ-১২। (সি ৫১৫১)

বাঙ্গালী যুবক। মোটর চালকের কাজ চাই। অভিজ্ঞতা আছে। লিখুন। এস পানি। ২৪, ডি এল রায় স্ট্রীট, কলি-৬। (সি ৫৩৯১)

পেয়িং গেস্ট

মাঃ ৮৫, মহিলাদের আবাসিক ব্যবস্থা আছে। ১৫।১, যতীন্দ্রমোহন এভিঃ, কলি-৬ (বিডন স্ট্রীটের ক্রসিং) ৫৫-৫৫৮৭। (সি ৫৪১৪)

পাত্র চাই

পাত্রী বৈদ্য ধন্বন্তরি (২২) হাঃ সেঃ অনুত্তীর্ণা সুশ্রী, শ্যামবর্ণা—উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৩৬১০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৪০৫)

মাহিষ্য, ধনী ডাক্তারের কন্যা (২০) বি এ, মধ্যমবর্ণার সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৩৬০৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৪০৩)

তিলী পাত্র চাই

বি এ পাঠরতা (১৮), গৃহকর্মনিপুণা, ফর্সা, সুশ্রী ১·৫৭ মিঃ সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর কন্যার জন্য উপযুক্ত কলিকাতা বা হাওড়া সহরাঞ্চলের পঃ বঃ পাত্র চাই। বক্স নং ৩১৬৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫০৬১)

মোদক, সুন্দরী, স্কুল ফাঃ, সঙ্গীতজ্ঞার কায়স্থ অধ্যাপক/ইঞ্জিনিয়ার (৩২-৩৫), দ্বিতীয়টি সুশ্রী, গ্রাজুয়েট শিক্ষিকার সুচাকুরে (৩৬-৪০) চাই। বক্স নং ৩১৩৮ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৫০৪১)

সুবর্ণবণিক পাত্র চাই

পাত্রী ২০ গৌতম ১·৬০ মিঃ (৫'-৩") বি-এ, ছাত্রী গৃহকর্মনিপুণা, সুশ্রী, লাবণ্যময়ী উঃ শ্যামবর্ণা সেলাই ও গীটার জানে, উচ্চ অসবর্ণেও চলিবে। বক্স নং ৩৬৬৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৪৫৮)

পাত্র চাই

কায়স্থ ধনী ব্যবসায়ীর (২৩) গ্র্যাজুয়েট, ফর্সা, কন্যার উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৩৫০৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৩৭১)

পাত্রী চাই

সুদর্শন পঃ বঃ কায়স্থ অধ্যাপকের (৩১/৬০০,) ১·৭৩ মিঃ উভয়বঙ্গের ২৫ মধ্যে সুন্দরী পাত্রী চাই। শিক্ষিকা/অধ্যাপিকা অগ্রগণ্যা। ফটোসহ বিস্তারিত লিখুন, পি চৌধুরী, ৪১৪, বসুনগর, পোঃ—মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা। (সি ৫১২৮)

বসু (৩০) ব্যাঙ্ক (৫০০,), আঃ গ্রাজুয়েট, স্ববাটী। সুদর্শনা শিক্ষিতা/চাকুরীরতা চাই। বক্স নং ৩৫২৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৩৯০)

কুন্ডু ৩৮/৩৫০ আই এস-সি মান, সুশ্রী পাত্রীই বিবেচ্য, শিক্ষিকা চাকুরিয়া অগ্রগণ্য, ৮১৩এ, লেক টাউন, কলি-৫৫। (সি ৫২৩৫)

স্বাস্থ্যবান (৩০) ব্যবসায়ী (১০০০,) বসু (স্কুঃ ফাঃ) পাত্রের স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী/সুশ্রী স্কুঃ ফাঃ/হাঃ স্কেঃ পশ্চিমবঙ্গীয় (যশোহর-খুলনা সহ) পাত্রী চাই। পাত্রীই বিবেচ্য। দাবী নাই। বক্স নং ৩৫৩০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৩৯৭)

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

পাতিপুকুর, পানিহাটী ১ তলা দুই ছোট্ট বাড়ী ২৫০০০, ১৪০০০,। বক্স নং ৩৪১৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৩০২)

উঃ কলিঃ ২॥০ কাঠা জমি বিক্রয় বরাহনগর বাজার ৬টি বাস রুট গঙ্গা ২ মিঃ। বক্স নং ৩২৭০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫১০৬)

কুসুমালয় পাকাবাড়ী স্যানিটারী পায়খানা, ইলেকট্রিক ও টিউবওয়েলের সুবিধাযুক্ত। তৈরী মূল্য ২৮ হাজার। সত্বর ক্রয়েচ্ছুকের জন্য ৩০% কম। ১৪, চন্দ্র মণ্ডল লেন—২৬। ফোন ৪৬-৩৫৩৪। (৩২৬৩ এ)

ক্রয়-বিক্রয়

ইংরাজি ও বাংলা প্রিন্টিং টাইপ নতুন অবস্থায় বিক্রয়। ফোন ৩৫-৩৯৬০। ১৪ রামমোহন রায় রোড, কলি-৯। (বিও ৩৪৪১)

ছোট চালু সাবানের কারখানা সাজ-সরঞ্জাম সহ সত্বর বিক্রয়, লিখুন। বক্স নং ৩৩৮৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫১৯১)

বাড়ী-ঘর-ফ্ল্যাট ভাড়া

বিবাহ ইত্যাদি উৎসব ব্যাপারে গড়িয়া-হাট জংশনস্থলে জমি সংলগ্ন বাড়ী। যোগাযোগ করুন—সুধীর রায়, ৪১/সি একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯। (৩৪০৮ এ)

দক্ষিণ কলিকাতায় শিখগুরুদোয়ারের নিকটে ত্রিতলে ৪ ঘরের (২টা ছোট) কভার্ড/খোলা বারান্ডা, প্রচুর আলো, হাওয়া, জল, গ্যাস ও ফোনের সুবিধাযুক্ত এবং চারতলায় ১টা বড়, ১টা ছোট ঘর, রান্নাঘর, বারান্ডা ও ছাদ এবং উপরোক্ত সকল সুবিধাসহ ২টি নূতন ফ্ল্যাট ভাড়া দিব। পোস্ট বক্স ১০৪১১, কলিকাতা ২৬। (সি ৫২১৭)

পাইকপাড়ায় ৮ই/১এ বীরপাড়া লেন ১ ঘরের প্রচুর জলযুক্ত ফ্ল্যাট ৮৫, শ্যামবাজার ১০ মিঃ। (সি ৫১৩০)

ব্যক্তিগত

লতিফ প্রিসিসন ওয়ার্কস, ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকগণকে নববর্ষের অভিনন্দন জানাইতেছেন। (সি ৫৩৭৭)

টাইপরাইটার

যেকোন প্রকারের টাইপরাইটার ক্রয় ও মেরামত করি। ম্যাক্সিম মার্ট। ১০৯বি কেশব সেন স্ট্রীট। (দ্বিতলে) কলি-৯। (সি ৫৪৪১)

সর্বপ্রকার পুরাতন টাইপরাইটার মেশিন ক্রয় ও মেরামত করি। অরুণবাবু, ৪৫, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলি-৯। ফোন—৩৫-৬৩৭৪। (সি ৫০৮৭)

ফটোগ্রাফি

সার্টিফিকেট, মার্কশীট এবং সবরকম দলিলপত্রের ফটোস্ট্যাট করা হয়। শিশির স্টুডিও, স্থাপিত—১৯৪১। ১৩৩ এ, এস পি মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-১৫৬৯। (সি ৫১২১)

ব্যবসা-বাণিজ্য

"**নূতন ফসল আমলকী ও বয়েরা মজুত** ষ্টক হইতে নিয়মিত পাওয়া যাইবে"। ইষ্টার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল করপোরেশন, ১৪২।১, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১। (সি ৫৪০১)

দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য গ্রহরত্নসমূহ মূল্যতালিকা পাঠান হয়। জেমস স্টোর্স প্রাইভেট লিঃ। চুনি, পান্না মুক্তা, প্রবাল, গোমেদ, রক্তমুখী নীলা, ক্যাটস আই হীরা, পোখরাজ। ১১২নং মনোহরদাস স্ট্রীট, কলি-৭। ফোন ৩৩-৫১৪৩। (৩২৬৪ এ)

অফিস-গুদাম-দোকান

মোটর গাড়ীর জন্য সব সাইজের সুরক্ষিত পাকা গ্যারাজ ও বড় গুদাম ঘর। "রায়", ৯৯-সি, গড়পার রোড, কল-৯। (সি ৫৩৬৫)

পশুপক্ষী

মুগীপালনে ১৫ বৎসরের হাতেকলমে অভিজ্ঞ 'পোল্ট্রীর সফলতার' লেখক সত্যেন বিশ্বাসের সহজ সুন্দর ইংরাজী বই বাহির হইতেছে। বিশ্বাস পোল্ট্রী, চম্পাহাটী। (সি ৫১৩৩)

ঋণ-লগ্নী

সহজ শর্তে কলিকাতায় বাড়ি ও জমি এবং মফঃস্বলের বাস্তুজমি, কোলিয়ারী, সিনেমা অথবা ব্যবসায় ইত্যাদিতে ঋণের প্রয়োজনে সত্বর লিখুন। বক্স নং ২৭৩৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৪৬৩৯)

হোটেল ও রেস্তোরা

নিউ মলয় গ্রীল

হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, স্টেশন রোড দুর্গাপুর-১ আহার ও বাসস্থানের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান এবং ঘরোয়া পরিবেশ। (সি ৫৩০৪)

অশোকা হোটেল, হাওড়া

ফোন : ৬৬-৪৯০৮

(আহার ও বাসের একটি অভিজাতপূর্ণ স্থান)

নূতন পরিচালনাধীনে উন্নততর পরিবেশ ও আরামের ব্যবস্থাসহ অশোকা হোটেল পুনরায় আপনাদের সেবায় নিয়োজিত হইল। (সি ৫১৭৬)

"হোটেল ডি-লুক্স" ৩৪-৯০৯৮

১৪৫ আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলি-৯। দৈনিক/মাসিক থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা। ৩৪-৯০৯৮। (সি ৪৯৭৪)

সঙ্গীত ও কলা

রবি বসুর সুকণ্ঠে রবীন্দ্রগীতি শুনুন/শিখুন; আজ জন্মদিনে প্রণাম,—ভক্ত-শিষ্যবৃন্দ,—"সুরবিতান" ৮৩, মনসাতলা-২৩। (সি ৫২০৫)

সি, সি, আই :—আধুনিকে সুরকার অনুপম মুখার্জি, গীটারে মনোজ ব্যানার্জি, দোতারায় ফণিভূষণ ভট্টাচার্য। পিয়ানোয় রবীন্দ্রসংগীতে সুনীল ঘোষ। ৯১ একডালিয়া রোড, ৪৬-০৪৪৯। (সি ৪৮৬০)

"রম্যবীণা"য় রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্রগীতি ও গীটার ক্লাশে ভর্তি চলছে। ফোন ৫৫-১৪৩৭ ১২এ, লাটুবাবু লেন, কলি-৬, বিডন স্ট্রীট ডাকঘরের বিপরীতে। (সি ৪৭৪৩)

ভানুতীর্থ

রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষায়তন। ৩৯৮, পূর্ণ দাস রোড, কলিকাতা-২৯, সুপরিকল্পিত পাঠক্রমে রাগসংগীত সহযোগে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষাদান কোরছেন শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস। রাগসংগীত ও শিশুদের শিক্ষাদান কোরছেন শ্রীসুনীল বসু (রাগসংগীত), শ্রীমতী দীপ্তি বিশ্বাস (রবীন্দ্রসংগীত) ও শ্রীমতী নমিতা মুখার্জী (রাগসংগীত)। অগ্রসরমান ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। যেকোন দিন সকাল ৮-১০টার মধ্যে এবং বিকালে ৪-৭টার মধ্যে উপরের ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন বা পত্রদ্বারা যোগাযোগ করুন। ফোনে যোগাযোগের সময় সকাল ৮-১০টা। ৪৬-০০৭৬। (৩২৬৭ এ)

তীর্থ ও প্রমোদ-ভ্রমণ

বাস ভাড়া। পিকনিক ভ্রমণ বা মাসিক ভিত্তিতে ২২ ও ১৪ সিটার নূতন লাক্সারী বাসের জন্য ফোন ৪৬-৭২২০। (বিও ৩৪৩৩)

লাক্সারি বাসে 'রাজস্থান' ভ্রমণ করুন। আহারাদি সহ ১৪০,। তারক সরকার, ১৭/১—৩/২/১৯৭১, ৪২/বি, বাদুড়বাগান স্ট্রীট, কলি-৯। (সি ৫৩৪১)

কুণ্ডু স্পেশ্যালে

আরামে, আনন্দে ও নিরাপদে ভ্রমণ করুন। (১) জাহাজযোগে আন্দামান প্রমোদ ভ্রমণ—২৬/১। শিবরাত্রি উপলক্ষে (২) রামেশ্বরধাম, কন্যাকুমারিকা সহ দক্ষিণ ভারত—১৪/২। (৩) পশুপতিনাথ (নেপাল) ট্রেনে/বাসে/বিমানে/—২০/২। দোলযাত্রা উপলক্ষে (৪) দ্বারকাধাম ও রাজস্থান—৪/৩। (৫) বৃন্দাবনধাম ও উত্তর ভারত—৯/৩। বুকিং চলিতেছে। ৪০/১, স্ট্র্যান্ড রোড, কলিকাতা-১। ফোন : ২২-৭২৪৭। (৩০১১ এ)

সর্বভারত তীর্থ দর্শন

(১) সমুদ্র সৈকতে ফ্রেজারগঞ্জ—১৭, (২) বিষ্ণুপুর জয়রামবাটী কামারপুকুর ১৫,—১০।১ (৩) গঙ্গাসাগর মেলা ৬৫,।৫৫,।৪৫, ১২।১৩।১ (৪) দক্ষিণ ভারত—৪২৫, ১৭।১ বুকিং চলিতেছে। ঘোষ স্পেশ্যাল, ৩৪, স্ট্র্যান্ড রোড, কলি-১ ফোন ২২-৮৬৬৬। (সি ৫৩২১)

ট্যুরিস্ট বাসে ৯/১/৭১ মুর্শিদাবাদ, ১০/১/৭১ বিষ্ণুপুর, ১৬/১/৭১ শান্তিনিকেতন, ২১/১/৭১ রাজগীর, নালন্দা ইত্যাদি ভ্রমণ। ভারত-ভ্রমণ, ১৪/২, ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট, (রুম নং ৫৮); ২২-১০২৯। (৩৪০০ এ)

শোক-সংবাদ

বিখ্যাত নারায়ণগড় রাজ পরিবারের অমূল্য চন্দ্র পাল (সেজবাবু) গত বুধবার ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৭০ পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে পুত্রকন্যাগণ আত্মীয়স্বজন উপস্থিত ছিলেন। (সি ৪৯৯২)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকদের এম এ, এম-কম, এম এস-সি (অঙ্ক)-র প্রথম শ্রেণীর নোট, ক্লাস ও সাজেসন্স। সেন্ট্রাল করসপন্ডেন্স কলেজ, ৭৩, হ্যারিসন রোড, কলিঃ-৯। (সি ৫৩০৬)

এম, এ (ইংলিশ) ফার্স্ট ক্লাশ

নোটস/ক্লাস; পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, সেন্ট জেমস, ৪৭, গরচা রোড, কলিকাতা-১৯। (সি ৫৩২৪)

বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ
'ক্র্যাফট ইনস্ট্রাক্টরস' ট্রেনিং সেন্টার
ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

ক্র্যাফট ইনস্ট্রাক্টরস ট্রেনিং কোর্সে (উড ও মেটাল) ভর্তির জন্য দরখাস্ত ৯ জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত প্রিন্সিপাল, বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, পোঃ অঃ বোটানিক গার্ডেন, হাওড়া-৩-এর অফিসে গৃহীত হইবে। কোর্সটির মেয়াদ ১-২-৭১ হইতে ৩১-৭-৭১ পর্যন্ত ছয় মাস এবং ট্রেনিং সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীগণ মাল্টিপারপাজ স্কুলে ক্র্যাফট ইনস্ট্রাক্টর হিসাবে নিয়োগের যোগ্য হইবেন। যে কোন কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ১টার মধ্যে উপরোক্ত অফিসে প্রাপ্তব্য নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত করিতে হইবে। আবেদনকারিগণকে অবশ্যই (১) স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা বা ইহার সমতুল পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া থাকা চাই এবং কোন স্বীকৃত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশন অথবা কোন প্রখ্যাত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মে এক বৎসরের ট্রেনিং সাফল্য সহকারে সম্পূর্ণ করিয়া থাকা চাই অথবা (২) টেকনিক্যাল স্ট্রীমে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া থাকা চাই। আবেদনকারীদের জন্য সর্বনিম্ন বয়ঃসীমা ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখে ১৮ বৎসর। ট্রেনিং কালে ট্যুইশন ফী লাগে না।

৩৯১১(৩)আইপিআর/এ/৭০ (৩৩৫৬)

শ্রীগোপাল বিদ্যাভবন

কে জি হইতে হাঃ সেঃ বোর্ডিং ও বাস আছে। ১১৯, নিয়োগীপাড়া রোড, বরানগর, কলিকাতা; ফোনঃ ৫৬-৩৩৯০। (সি ৪৭০৫)

সেন্ট পলস কলেজ
কলিকাতা-৯

এতদ্দ্বারা জানানো হইতেছে যে অনিবার্য কারণবশতঃ পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোমবার ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৭১ সাল কলেজ ও হস্টেল খোলা সম্ভব হইতেছে না। মঙ্গলবার ১২ই জানুয়ারী ১৯৭১ সাল কলেজ হস্টেল খুলিবে। হস্টেলের ছাত্রগণ সোমবার ১১ই জানুয়ারীর পূর্বে হস্টেলে আসিবে না। (২৯৮৪)

বিকাশ ভারতী ব্লুমস ডে
(সেন্ট্রাল বোর্ড অব এডুকেশন, নিউ দিল্লী কর্তৃক অনুমোদিত)

ইংরাজী মাধ্যম আবাসিক বিদ্যালয়। পোঃ গড়শালবনী, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর। নার্শারী হইতে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের ভর্তির জন্য উপরোক্ত ঠিকানায় বা অবৈতনিক সম্পাদক, ২০/১বি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলি-১এ লিখুন। (সি ৫১৮৪)

নন্দলাল ঘোষ বি. টি. কলেজ

আগামী ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৭১ সোমবার মধ্যাহ্ন ১২টায় যথারীতি কলেজ খুলিবে। ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক। (সি ৫৪৫২)

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাস আগামী এম বি বি এস (সর্ব-বিষয়ে) পরীক্ষার আবাসিক পরীক্ষার্থী পরীক্ষার্থিনীর জন্য খোলা রহিয়াছে। এই পরীক্ষা পূর্ব নির্ধারিত ৬ই জানুয়ারী হইতেই আরম্ভ হইবে। সংশ্লিষ্ট আবাসিক ছাত্র ছাত্রিগণ ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষের সহিত সত্বর যোগাযোগ করুন।

অধ্যক্ষ
বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ। (৩৬৬৫)

হেরম্বচন্দ্র কলেজ ও প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ

প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ ও হেরম্বচন্দ্র কলেজের সম্মিলিত বার্ষিক স্পোর্টস ২রা ও ৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১১-৩০টা হইতে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতিযোগিগণকে ২।১।৭১ তারিখ মাঠে বেলা ঠিক ১১-৩০টায় অ্যাথলেটিক সেক্রেটারির নিকট হইতে নিজ নিজ নম্বর সংগ্রহ করিতে বলা হইতেছে। (৩৪৪১)

ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ল
নোটিস

প্রথম বর্ষ এল এল বি ক্লাসের দ্বিতীয় টার্ম এবং নূতন দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার্ষিক এল এল বি ক্লাস পূর্বে ঘোষিত ৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৭১-এর পরিবর্তে ১১ই জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ সোমবার হইতে শুরু হইবে। (৩৪৩৯)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

বৈদ্যনাথ ইনস্টিটিউশন কে জি

৪—৬ বৎসরের শিশুর জন্য, মাসে ১০, হরিমোহন দত্ত রোড, দমদম ক্যান্ট। (বিও ৩৪৪০)

আলিপাস কে. জি. ও নার্সারী স্কুল

সুপরিবেশ ইংলিশ মিডিয়াম। স্কুল বাস। ৪এ, নর্দান এভিনিউ (পাইকপাড়া) ফোন : ৫৬-৪০৭৯। (সি ৫৪০২)

ক্যালকাটা প্রিপ্যারেটরী কলেজ

স্কুল বিভাগে স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত এবং সমতুল্য পরীক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্তি চলিতেছে। টেস্টের সুব্যবস্থা। এ কে চ্যাটার্জী, প্রিন্সিপ্যাল, ৮০, পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৭। ফোন : ৪৪-৬২১৫। (সি ৫০৯৪)

ইংরাজীতে কথা শিখুন

অভিজ্ঞা বিদেশিনী মহিলার সাহায্যে। ফ্রেন্ডস কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট। ৮/৩এ, ডাঃ সুন্দরী মোহন এভিনিউ। কলি-১৪। (সি ৫০৫৭)

চিলড্রেন্স হ্যাপী হোম

কিন্ডারগার্টেন হইতে অষ্টম শ্রেণী। বোর্ডিংয়ে রাখবার সুবন্দোবস্ত আছে। বাসেরও ব্যবস্থা আছে। ৬২, আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, কলকাতা-৯। ফোন : ৩৪-৫৯১০। (সি ৫১২০)

অল্পশিক্ষিত ও বয়স্কদের

ঘরে বসিয়া শর্ট কোর্সে এস-এফ পাশের "ষ্টাডি-কোচ"। ১২।১ পর্যন্ত পাশান্তে বেতনে ভর্তি। বঙ্গবাণী টিউটোরিয়াল; ২৬২, বি, টি, রোড, কলি-৩৬। (সি ৫২০৭)

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৭

নিম্নবর্ণিত পাঠক্রমসমূহে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা যাইতেছে : এম এ (ক) ইংরাজী (খ) ইতিহাস (গ) দর্শন (ঘ) সংস্কৃত (ঙ) বাংলা (চ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান (ছ) কণ্ঠসংগীত (জ) যন্ত্রসংগীত (ঝ) নৃত্য (ঞ) নাটক। বিঃ দ্রঃ—নাটক ও নৃত্য এবং সঙ্গীত যথাক্রমে সান্ধ্য ও দিবা শাখার পাঠক্রম। অন্যান্য সকল বিষয়ই দিনে এবং রাত্রেও পড়ান হয়। ভর্তির জন্য ফর্ম মার্কশীট দেখাইয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। আবেদনের শেষ তারিখ পরে বিজ্ঞাপিত হইবে। (৩৩০৪)

ইংরাজি, বাংলা এবং হিন্দি শেখার সুবর্ণ সুযোগ। শিশুদের বোর্ডিং। ১৯৫০ সালে স্থাপিত সুখ্যাত বি কে বি ইনস্টিটিউট, ১১৪।৪।১ হাজরা রোড, কলিঃ ২৬। ফোন ৪৭-২৩২৫। (সি ৪২৫১)

স্কটিশ চার্চ কলেজ
কলিকাতা-৬

কলেজ ৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখের পরিবর্তে ১১ই জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখে খুলিবে। তবে লাইব্রেরি (বই ইস্যু করা বাদে) সহ কলেজ অফিসের কাজ ৪।১।৭১ তারিখ হইতেই চলিবে। স্বাঃ বি দাস, প্রিন্সিপ্যাল, স্কটিশ চার্চ কলেজ। (৩৫০৩)

আবাসিক বিদ্যালয়

শ্রীরাম বিদ্যাপীঠ (২য়—১০ম)। সরকার অনুমোদিত। নৈহাটির নিকট পল্লীর শান্ত পরিবেশ। চার্জ ৫৫,—৭৫,। পোঃ মাদরাল (কাঁকিনাড়া), ২৪ পঃ। (সি ৫১৬৫)

Professors coach college students, moderate rates. Professors' Center, 56, Harish Mukherjee Road-26, 6 to 8 p.m. C-5100

ঔষধ ও চিকিৎসক

বিবাহের পূর্বে অথবা পরে কোন প্রকার দুর্বলতা অথবা জটিল ব্যাধি অনুভব করিলে এবং পরিবার পরিকল্পনার বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎ করুন। স্পেশাল ক্লিনিক, ১২৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৭, ফোন : ৩৪-৩৮৫৮। (৩৫৯০ এ)

দাঁত বাঁধান ২, দাঁত তোলা ১,

ফুলসেট ৫০,। সিটি ডেন্টাল হাসপাতাল। ২৪, বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট-১২। (৩৩৯৯ এ)

নাম ঠিকানা পরিবর্তন

বিবাহ রেজিস্ট্রেশন অফিস ১/১/৭১ হইতে ৮/৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ এই ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইল। শ্রীগিরিজাশঙ্কর ভাদুড়ী, ম্যারেজ অফিসার। (সি ৫৪৬১)

কোম্পানী নোটিস

দি ইন্ডিয়ান আয়রণ অ্যান্ড স্টীল কোম্পানি লিমিটেড

১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের ৬৪০ বি ধারা অনুসারে সদস্যগণের নিকট জেনারেল নোটিস

মিঃ আর সি দত্ত, আই সি এস-এর স্থলে ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০ হইতে কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টর্স-এ ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে একজন ডিরেক্টর হিসাবে মিঃ এইচ সি সারিন, আই সি এস-কে মনোনয়নের ফলে উদ্ভূত কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টর্স-এর গঠনবিধিতে পরিবর্তন সম্পর্কে ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের ৪০৯ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লাভের জন্য কোম্পানি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট একটি দরখাস্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

দি ইন্ডিয়ান আয়রণ অ্যান্ড স্টীল কোং লিঃ
মার্টিন বার্ণ লিঃ
এস কে সেনচৌধুরী
সেক্রেটারী
সেক্রেটারিজ
রেজিস্টার্ড অফিস
১২ মিশন রো,
কলিকাতা-১
তারিখ ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৭০
(৩৫৮৯ এ)

নোটিশ

নোটিস
এয়ার সারকো
(ফেডার্স লয়েড এয়ারকন্ডিশনারের অনুমোদিত সার্ভিস হাউস)

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ৬৩, পার্ক স্ট্রীট এনট্রান্স ৪এ, রয়েড স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ঠিকানাস্থিত আমাদের অফিস এবং ৯, রয়েড স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ঠিকানাস্থিত সার্ভিস স্টেশন ১ জানুয়ারি ১৯৭১ তারিখে খুলিবে এবং ২ জানুয়ারি ১৯৭১ তারিখ হইতে পুনরায় কাজ শুরু হইবে। খোলার তারিখ হইতে তিনদিন মধ্যে সমস্ত কর্মীকে কাজে যোগদান করিতে হইবে। নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ তিন দিনের মধ্যে যাঁহারা কাজে যোগদান করিবেন না তাঁহাদিগকে সার্টিফিকেট অব পোস্টিং-এ পৃথক পৃথকভাবে নোটিস দেওয়া হইবে, নোটিস বোর্ডেও নোটিস টাঙাইয়া দেওয়া হইবে এবং একটি কপি ইউনিয়নকে দেওয়া হইবে। পৃথক পৃথক নোটিস ইস্যুর তারিখ হইতে ১৫ দিন মধ্যে যে সমস্ত কর্মী কাজে যোগদান করিবেন না তাঁহারা স্বেচ্ছায় চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া ধরা হইবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহার পদের উপর আর কোন দাবি রাখিতে পারিবেন না।

তাঁহারা অবশ্য ১৬ এপ্রিল ১৯৭০ তারিখ পর্যন্ত তাঁহাদের বকেয়া মজুরি এবং না পাওয়া ওভারটাইম ভাতা (কিছু থাকিলে) পাইবেন।

পরিচালনমণ্ডলীর আদেশ অনুসারে
আই এস এল খান্না
ম্যানেজার

তারিখ, কলিকাতা ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭০
(দ্রষ্টব্যঃ আমাদের পরিবর্তিত টেলিফোন নম্বরঃ ২৪-৯৮৩১ (৫টি লাইন) ২৪-৯৮৩৩ (অফিসের পর)
(৩৫৯৬ এ)

নোটিস
লয়েড সেলস করপোঃ
ফেডার্স লয়েড এয়ারকন্ডিশনারের জন্য সোল সেলিং এজেন্টস

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ৪-এ রয়েড স্ট্রীট (প্রবেশপথ ৬৩ পার্ক স্ট্রীট), কলিকাতা-১৬ ঠিকানায় অবস্থিত লয়েড সেলস করপো'এর অফিস ১লা জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখে খোলা হইবে এবং ২রা জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে ইহার কাজ শুরু হইবে। কর্মিগণকে খোলার তারিখের ৩ দিনের মধ্যে ডিউটিতে হাজিরা দিতে হইবে এবং যেসকল কর্মী উপরে নির্ধারিত ৩ দিনের মধ্যে ডিউটিতে হাজিরা দিবেন না তাঁহাদের প্রত্যেককে সার্টিফিকেট অফ পোস্টিং মারফত নোটিস দেওয়া হইবে এবং ইউনিয়নে একটি কপি প্রেরণ সহ অফিসের নোটিস বোর্ডে উক্ত নোটিস টাঙাইয়া দেওয়া হইবে। প্রত্যেককে নোটিস ইস্যু করার তারিখ হইতে পনর দিনের মধ্যে যে সকল কর্মী ডিউটিতে হাজিরা দিবেন না তাঁহারা স্বেচ্ছায় চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সন্তোষজনক কৈফিয়ত না দিলে তাঁহার চাকরিতে আর কোন অধিকার থাকিবে না। তবে তাঁহারা ১৬ই এপ্রিল, ১৯৭০ তারিখ পর্যন্ত তাঁহাদের বকেয়া মজুরি/বেতন এবং অপ্রদত্ত ওভারটাইমের টাকা (যদি থাকে) পাওয়ার অধিকারী হইবেন।

পরিচালকমণ্ডলীর আদেশ অনুসারে
এস রক্ষিত
ম্যানেজার

তারিখ, কলিকাতা,
৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭০
আমাদের নূতন টেলিফোন নম্বর টুকিয়া রাখুন :
২৪-৯৮৩১ (৫টি লাইন)
২৪-৯৮৩৩ (অফিসের পর)
(৩৫৯৭ এ)

পাবলিক নোটিস

আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকার
হাওড়া অঞ্চল
বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে যে, আগামী ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৭১ তারিখ হইতে হাওড়া অঞ্চলের ৫২, ৫৮, ৫৩, ৫৭, ৫১, ৫৬, ৫৪ ও ৫৭এ নং রুটের বাসগুলি সেন্ট অ্যালোয়াসাস স্কুলের সংলগ্ন নবনির্মিত হাওড়া বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়াইবে। ৫৫, ৫৯, ৬১ ও ৬২নং রুটের বাসগুলির ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থা বজায় থাকিবে। উপরোক্ত ব্যবস্থার ফলে হাওড়া আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৭১ তারিখ হইতে হাওড়া সহরগামী বাসগুলি নিম্নলিখিত সংশোধিত রুট অনুসরণ করিবেঃ—

রুট নং	সংশোধিত রুট
(ক) ৫১, ৫৬ ও ৫৪	এইচ আই টি রোড, আবুল কালাম আজাদ রোড হইয়া বর্তমান রুট বরাবর।
(খ) ৫৩/৫৭	এইচ আই টি রোড, হরিমোহন বোস রোড, জি টি রোড, চাঁদমারী ব্রিজ হইয়া বর্তমান রুট বরাবর।
(গ) ৫২/৫৮	এইচ আই টি রোড, হরিমোহন বোস রোড, জি টি রোড, চাঁদমারী ব্রিজ ও চার্চ রোড হইয়া বর্তমান রুট বরাবর।
(ঘ) ৫৭এ	এইচ আই টি রোড, হরিমোহন বোস রোড, জি টি রোড হইয়া বর্তমান রুট বরাবর।

হাওড়া স্টেশনগামী সকল বাস বর্তমান রুট অনুসরণ করিবে।

স্বাঃ আর কে সাহা
সচিব
আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকার,
হাওড়া অঞ্চল।

হাওড়া,
২৮।১২।৭০
৩৯৫৭(২) আই পি আর/এ/৭০
(৩৪১৭)

টেন্ডার

টেন্ডার নোটীশ

নিম্নলিখিত মঞ্জুরীকৃত প্ল্যান ও বায়বরাদ্দে মেটেল রোড নির্মাণকার্যের জন্য চেয়ারম্যান খড়ার মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা মেদিনীপুর পঃ বঙ্গের সমস্ত শ্রেণীর ঠিকাদারদের নিকট হইতে অত্র নোটীশ প্রকাশের তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করিতেছেন। টেন্ডারে নিম্নলিখিত প্রতি স্কীমের জন্য ১০·০০ করিয়া "টেন্ডার ফি" লাগিবে। কার্যের বিস্তারিত বিবরণ এই অফিসের কার্যকালে পাওয়া যাইবে। টেন্ডার গ্রহণের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে কার্য শেষ করিতে হইবে।

মেটেল রোড নির্মাণ

১। পঞ্চু প্রামাণিকের বাড়ী হইতে পরামাণিকপাটী (উদয়গঞ্জ)—টাকা ৬,৭০০·০০।
২। কায়স্থপাড়া (উদয়গঞ্জ) হইতে বনবুড়ী মন্দির—টাকা ১৫,৪০১·২০ পঃ মোট টাকা—২২,১০১·২০ পঃ। (৩৫৮৬)

হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট
১৯৭০-৭১ সালের ২৭নং টেন্ডার নোটিস

"রাস্তার কাজ ও ওয়াটার মেনস সহ পিলখানায় বস্তি উন্নয়ন (২য় পর্যায়)" কাজের জন্য চেয়ারম্যান, হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, ১৯, গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড (সাউথ), হাওড়া কর্তৃক সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে। অনুমিত বরাদ্দ ৩,৩৬,৪৩০, টাকা। বায়নার পরিমাণ ও টেন্ডারের কাগজপত্রের দাম যথাক্রমে ৬৭২৯, টাকা ও ১০, টাকা।

সর্বশেষ বিক্রয় কর ও আয়কর পরিশোধের সার্টিফিকেট দেখাইয়া যে সমস্ত প্রকৃত ঠিকাদার হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইবেন, কেবল তাঁহাদের নিকট টেন্ডারের কাগজপত্র ২৮-১-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত বিক্রয় করা হইবে। টেন্ডার একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার কর্তৃক ২৯-১-৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে। (৩৫৮৪)

দি কল্যাণী স্পিনিং মিলস লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
৬৭, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১
টেন্ডার নোটিস নং ৬৭

কলিকাতা বন্দর এবং/বা রেলওয়ে ইয়ার্ড হইতে তুলার চালান ক্লীয়ারেন্স এবং তাহা কল্যাণী এবং/বা হাবরাস্থ আমাদের মিলে (যে ক্ষেত্রে যেরূপ) পরিবহনের জন্য ১৯৭১ সালের জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসর কালের জন্য "ক্লীয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট" নিয়োগের নিমিত্ত সীলকরা তিন প্রস্থে টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে। সীল-করা খামে টেন্ডার ১৫।১।৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং সেইদিন অপরাহ্নে উপস্থিত টেন্ডারদাতাদের প্রতিনিধিদের সমক্ষে খোলা হইবে। কাজের শিডিউল, এইরূপ "ক্লীয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট" নিয়োগের শর্তাবলী দি কল্যাণী স্পিনিং মিলস লিমিটেডের অনুকূলে ৩, টাকার (অফেরতযোগ্য) পোস্টাল অর্ডার পেশ করিলে এই অফিসে পাওয়া যাইবে। কোন কারণ না দর্শাইয়া যে কোন টেন্ডার অগ্রাহ্য করার অধিকার সংরক্ষিত।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(৩৪৪২)

দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিঃ
ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অফিস
দুর্গাপুর
১৯৭০ সালের ৮নং টেন্ডার নোটিস

দুর্গাপুরস্থ দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিঃ হাসপাতালের আভ্যন্তরীণ রোগীদের এক বৎসরের জন্য আহার্য দ্রব্যাদি সরবরাহের নিমিত্ত নির্ভরযোগ্য, প্রকৃত, সঙ্গতিপন্ন ও অভিজ্ঞ ঠিকাদারগণের নিকট হইতে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড, দুর্গাপুর-১ কর্তৃক কোম্পানির টেন্ডার ফরমে সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে।

কাজের বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ :—

কাজের নাম	কাজের অনুমিত বরাদ্দ	বায়নার পরিমাণ	টেন্ডার কাগজপত্রের মূল্য
দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড হাসপাতালের আভ্যন্তরীণ রোগীদের পথ্যের জন্য কাঁচা মালপত্র সরবরাহ	আনুমানিক ৫৪,৫১৩, টাকা (চুয়ান্ন হাজার পাঁচ শত তের টাকা)।	১,০৯০, টাকা (এক হাজার নব্বই টাকা)।	১০, টাকা (দশ টাকা) অফেরতযোগ্য

১২ জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড-এর অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে টেন্ডার কাগজপত্রের মূল্য বাবদ ১০, টাকা (দশ টাকা) আদায় দিয়া যে-কোন কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ১-৩০টার মধ্যে দুর্গাপুরস্থ দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড-এর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের অফিসে টেন্ডারের বিশদ স্পেসিফিকেশন পাওয়া যাইবে।

টেন্ডারদাতাগণকে কাজ সম্পাদনের সামর্থ্য সম্পর্কে সন্তুষ্ট করার জন্য কাগজপত্র পেশ করিতে হইবে। তাঁহাদের নিকট টেন্ডারের কাগজপত্র ইস্যু করার পূর্বে তাঁহাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার পরিচয়পত্রাদি এবং বিক্রয়কর ও আয়কর পরিশোধের মূল সার্টিফিকেট পেশ করিতে হইবে।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড, দুর্গাপুর কর্তৃক তাঁহার অফিসে টেন্ডার ১৩ জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং সেই দিনই বেলা ৩-৩০টায় উপস্থিত টেন্ডারদাতাদের সমক্ষে খোলা হইবে।

স্বাঃ এম আর বসু
২৮।১২।৭০
অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার
দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড
(৩৪৩৮)

টেন্ডার নোটিস

একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, ক্যালকাটা সেন্ট্রাল ডিভিঃ ১, সি পি ডব্লিউ ডি, ২৩৪/৪, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-২০ কর্তৃক ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য সি পি ডব্লিউ ডি-এর অনুমোদিত ও যোগ্য ঠিকাদার এবং এম ই এস, রেলওয়ে এবং রাজ্য পি ডব্লিউ ডি-এর যথোপযুক্ত তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীলকরা আইটেম রেট টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে।

কাজের নাম	অনুমিত বরাদ্দ	বায়নার পরিমাণ
১। ৭০-৭১ সালে কলিকাতার ২৯, জে এন রোডে এ/আর এবং এম/ও এস এইচ বিল্ডিং অংশ।	৩৬,৪২০, টাকা	৯১১, টাকা

৮-১-৭১ তারিখ টেন্ডার খোলা হইবে। বায়নার টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক/স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া/ট্রেজারীতে জমা দিতে হইবে এবং প্রাপ্ত চালান টেন্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে অথবা ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া কর্তৃক গ্যারাণ্টী প্রদত্ত কোন শিডিউল্ড ব্যাঙ্কের 'ডিপোজিট অ্যাট কল রসিদ' আকারে জমা দেওয়া যাইবে।

শর্তাদি ও টেন্ডার ফরম ৫, টাকা (ফেরতযোগ্য নহে) মূল্যে ৭-১-৭১ তারিখ পর্যন্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের অফিস, ক্যালকাটা সেন্ট্রাল ডিভিঃ ১, সি পি ডব্লিউ ডি, ২৩৪/৪, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-২০ ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

যে সমস্ত ঠিকাদার উপরোক্ত প্রণালীতে বায়নার টাকা জমা দেন নাই তাঁহাদের টেন্ডার সরাসরি অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে।

স্বাঃ অস্পষ্ট
একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার
ক্যালকাটা সেন্ট্রাল ডিভিসন নং ১,
সি পি ডব্লিউ ডি, কলিকাতা
(৩৫৮৫)

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশন
নোটিস

নিম্নলিখিত কাজের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রকৃত ইলেকট্রিক্যাল ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীলকরা তিন প্রস্থে প্রস্তাব আহ্বান করা যাইতেছে। "............জন্য প্রস্তাব" কথাগুলি উপরে লিখিত পৃথক পৃথক খামে প্রস্তাব ২৮-১-৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টার মধ্যে ৫ এস এন ব্যানার্জি রোড, কলি-১৩ ঠিকানাস্থ কলিকাতা করপোরেশনের ডেঃ কমিশনার-২ সমীপে দাখিল করিতে হইবে। প্রস্তাব খোলার তারিখ হইতে অন্তত ছয় মাসকাল উল্লেখিত দর গ্রহণার্থ খোলা রাখিতে হইবে। সফলকাম প্রস্তাবদাতাকে গ্রাহ্য প্রস্তাবের মোট মূল্যের ৫% পরিমিত অর্থ জামীন হিসাবে জমা রাখিতে হইবে। সাধারণ শর্তাবলী, কাজের বিস্তারিত তফসীল, নকশা ইত্যাদি স্বয়ং আসিয়া আবেদন জানাইলে ৪-১-৭১ তারিখ হইতে ৫ এস এন ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-১৩ ঠিকানাস্থ ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারের অফিসে পাওয়া যাইবে।

১। সি এম ও হইতে মল্লিকঘাট পি এস পর্যন্ত নির্ধারিত রুট বরাবর জয়েন্টিং ইত্যাদিসহ সম্পূর্ণ ৩×১৮৫ বর্গ মিঃ মিঃ ৬-৬ কেভি গ্রেড এ-পি-এল-এস-টি-এস অ্যালুমিনিয়াম কেবল্ সরবরাহ ও সংস্থাপন ... ... এক দফা
২। মল্লিকঘাট পি এস হইতে টালা পি এস পর্যন্ত —ঐ— —ঐ— —ঐ— ... ... এক দফা
৩। দুইটি ৩×১৮৫ বর্গ মিঃ মিঃ অ্যালুঃ এ-পি-এল-এস-টি-এস কেবল্-এ চালনার উপযোগী জয়েন্টিং ইত্যাদিসহ সম্পূর্ণ একটি ২-ওয়ে এইচ টি সুইচ মল্লিকঘাট পাম্পিং স্টেশনে সরবরাহ ও সংস্থাপন ... ... এক দফা

সেক্রেটারি
কলিকাতা করপোরেশন
৩০।১২।৭০
(৩৫০১)

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

টেণ্ডার

"নদীয়া জেলায় মাইষবাথান-মুরুটিয়া রোডে ভৈরবের উপর আর সি বক্স-টাইপ ব্রিজ নির্মাণ"-এর জন্য সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার, রোড কনস্ট্রাকশন সার্কেল নং ২, পি ডব্‌লউ (রোডস) ডিপার্ট, 'ভবানী ভবন', আলিপুর, কলিকাতা-২৭ কর্তৃক সংগতিপন্ন, অভিজ্ঞ, প্রকৃত ঠিকাদার এবং পি ডবলিউ ডি-র ১ম শ্রেণীর রেজিস্টার্ড রোড অ্যাণ্ড বিল্ডিং ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার (২য় কল) আহবান করা যাইতেছে। অনুমিত ব্যয়ঃ ৩,২১,৪৫০ টাকা। বায়নার পরিমাণ ঃ ৬,৪২৯ টাকা। বিস্তারিত টেণ্ডার নোটিস, স্পেসিফিকেশন, শর্তাবলী ইত্যাদি উপরোক্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার/কৃষ্ণনগর/বহরমপুর / মালদহ / শিলিগুড়ি / কোচবিহারস্থিত যথাক্রমে এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, পি ডবলিউ (রোডস) ডিপার্ট নদীয়া / মুর্শিদাবাদ / মালদহ / দার্জিলিং / কোচবিহার কনস্ট্রাকশন ডিভিশন-এর অফিসে শনিবার বেলা ১১টা হইতে বেলা ২টার মধ্যে এবং অন্যান্য কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ৪টার মধ্যে দেখা যাইবে। টেণ্ডারের কাগজপত্র ইত্যাদি ৫ জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত ফি আদায় দিয়া এবং আই টি ও এস টি পরিশোধের বৈধ সার্টিফিকেট দেখাইয়া কেবল এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে ক্রয় করা যাইবে। টেণ্ডার উপরোক্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার অফিসে ৬ জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে।

৩৯১৭(২) আই পি আর/এ/৭০ (৩৩৫৪)

কলিকাতা পুলিশ পরিবহণ বহরের জন্য ৪০টি (চাল্লশটি) ১২৩" হুইলবেস নর্মাল কণ্ট্রোল ডজ স্যাসীর উপর অয়্যারলেস ভ্যান বডি নির্মাণের জন্য সাধারণ কাগজে সীলকরা টেণ্ডার আহবান করা যাইতেছে। বিশদ স্পেসিফিকেশন এবং অন্যান্য আবশ্যক তথ্য এবং বিবরণের জন্য ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতাগণ যে-কোন কাজের দিন অফিসের কার্যকালে ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ, ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্ট, ১৮, লালবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১-এর সহিত যোগাযোগ করিতে পারেন। সম্পূর্ণভাবে তৈরী ৪০টি (চাল্লশটি) অয়্যারলেস ভ্যানের ডেলিভারী অবিলম্বে দিতে হইবে। ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতাগণ তাঁহাদের টেণ্ডারে ডেলিভারীর সূচী সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিবেন। ডেলিভারীর সূচী পালনে অসমর্থ হইলে তাঁহাদের বায়নার টাকা ও জামীন জমা বাজেয়াপ্ত হইবে। টেণ্ডারদাতাদিগকে টেণ্ডারের সঙ্গে কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের অনুকূলে দায়াবদ্ধ "রাজস্ব জমা" খাতে মোট চুক্তির ২½%-এর সমপরিমাণ অর্থ বায়নার টাকা হিসাবে জমা দেওয়ার নিদর্শক একটি ট্রেজারী চালান এবং আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ মূল সার্টিফিকেট দিতে হইবে; অন্যথায় টেণ্ডার বিবেচিত হইবে না। মনোনীত ঠিকাদারকে অর্ডার প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৭ দিন মধ্যে ঠিকার শর্ত যথাযথভাবে পূরণের জন্য কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের অনুকূলে যথাযথভাবে দায়াবদ্ধ কেবল পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক পাস বুকে জামানত জমা হিসাবে চুক্তির মোট মূল্যের ১০% জমা রাখিতে হইবে এবং ঠিকার একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়া দিতে হইবে; অন্যথায় টেণ্ডারের সহিত জমা দেওয়া বায়নার টাকা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে এবং কোন নোটিস না দিয়া অর্ডার বাতিল হইবে। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার তাঁহার বিবেচনানুযায়ী মনোনীত ঠিকাদারের তরফ হইতে ঠিকার কোন শর্ত ভঙ্গ করা হইলে ঠিকা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করিতে পারেন এবং বায়নার টাকা ও জামীনের টাকা বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন। কোন কারণ না দর্শাইয়া যে কোন টেণ্ডার গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করার এবং কোন চুক্তিতে আবদ্ধ না হওয়ার অধিকারও সংরক্ষিত। টেণ্ডার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের (কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের মারফৎ) শিরোনামে "কলিকাতা পুলিশ পরিবহণ বহরের জন্য অয়্যারলেস ভ্যান বডি নির্মাণের নিমিত্ত টেণ্ডার" কথাগুলি উপরে লিখিত সীলকরা খামে শ্রী পি এস মজুমদার, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, কলিকাতা পুলিশ, ১৮, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১ বরাবরে পাঠাইতে হইবে। টেণ্ডার ১৯৭১ সালের ৭ জানুয়ারী মধ্যাহ্ন ১২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে।

৩৯০৮(৩) আই পি আর/এ/৭০ (৩৪৯৮)

ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন

৫, নীলগঞ্জ রোড, বেলঘরিয়া
কলিকাতা-৫৬

টেণ্ডার নোটিস

জেনারেল ম্যানেজার, ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন, ৫, নীলগঞ্জ রোড, বেলঘরিয়া, কলিকাতা-৫৬ বিভিন্ন আকারের স্টীম ব্যাগ সরবরাহের জন্য "সেকশনাল ১/৪" সার্কেল স্টীম ব্যাগের জন্য টেণ্ডার" কথাগুলি উপরিলিখিত সীলকরা টেণ্ডার আহবান করিতেছেন।

স্পেসিফিকেশন সহ টেণ্ডারের শর্তাদি উপরোক্ত ঠিকানায় কণ্ট্রোলার অব স্টোর্স-এর অফিসে শনিবার ব্যতীত যে-কোন কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ৩টার মধ্যে প্রতি প্রস্থ বাবদ অফেরতযোগ্য ৫, টাকা (পাঁচ টাকা) নগদ মূল্যে পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার ২০-১-৭১ তারিখ পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং পরদিন বেলা ১২টায় কণ্ট্রোলার অব স্টোর্স-এর অফিসে উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের সমক্ষে খোলা হইবে।

সর্বনিম্নদরের বা যে-কোন টেণ্ডার অংশতঃ বা পূর্ণতঃ গ্রাহ্য করা বাধ্যতামূলক নহে। (৩৪৯৯)

সেক্রেটারি, অ্যামোনিটি কমিটি ১৪২ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-১৪ ডীলারদের নিকট হইতে ১৫-১-৭১ তারিখের মধ্যে "পুরাতন/ব্যবহৃত ও অকেজো লৌহ সামগ্রী, পিতল ও অ্যালুমিনিয়ম সামগ্রী, স্যালাইন বোতল বাই-সাইকেল, মাইক্রোস্কোপ, স্টেরিলাইজার, রেফ্রিজারেটর, পেপার সহ এক্স-রে ফিলম বিবিধ দ্রব্য, তোষক, লিনেন দ্রব্য ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য টেণ্ডার" কথাগুলি উপরেলিখিত সীলকরা টেণ্ডার আহবান করিতেছেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন। (সি ৫১২৪)

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

টেণ্ডার

গুডস ট্রাফিক বোঝাই, খালাস এবং অন্যভাবে হ্যাণ্ডলিংয়ের জন্য জামালপুরে শ্রমিক সরবরাহার্থ সীলকরা টেণ্ডার আহবান করা যাইতেছে। কলিকাতায় এই রেলওয়ের চীফ ক্যাশিয়ারের নিকট প্রত্যেকটি বাবদ ৫, টাকা (অফেরতযোগ্য) জমা দিয়া প্রাপ্ত রসিদ দেখাইলে ২১-১-৭১ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত কাজের দিন নিম্নবর্ণিতের নিকট টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার ২২-১-৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং ঐদিন বেলা ২টায় খোলা হইবে। এই ঠিকা তিন বৎসরের জন্য হইবে এবং সফলকাম টেণ্ডারদাতাকে ৯-২-৭১ তারিখ হইতে জামালপুরে এই কাজের ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

ডিভিশনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট/হাওড়া

জি ১০|২|পিআরও|এইচডব্লিউএইচ-৫৯ (৩৪৯০)

টেণ্ডার

১৫৬টি অকেজো ট্রেনলাইটিং ফ্যান রিকণ্ডিশন করিবার মতো যথেষ্ট ওয়ার্কশপ সুবিধার অধিকারী, প্রকৃত ও অভিজ্ঞ ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে টেণ্ডার আহবান করা যাইতেছে। টেণ্ডার ২৫-১-৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত গৃহীত এবং সেইদিন বেলা ২-৩০টায় খোলা হইবে। আসানসোলস্থিত ডি এস অফিসের অফিস সুপার (জি)-এর নিকট প্রত্যেকটির জন্য ৫, টাকা (অফেরতযোগ্য) জমা দেওয়ার রসিদ দাখিল করিয়া ২১-১-৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত আসানসোলস্থিত এই রেলওয়ের ডি ই ই (টি ডি জি)-এর নিকট হইতে টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। বায়নার পরিমাণ ২৭১, টাকা। টেণ্ডার ফরম ডাকে প্রেরিত হইবে না।

ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট/
আসানসোল

জি ১০/৪/পিআরও/এএসএন-১২ (৩৬৫১)

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

টেণ্ডার

রাঁচি, হাটিয়া ও ভাগা স্টেশনে গুডস, পার্সেল ও বুক করা লাগেজ হ্যাণ্ডলিং এবং গেজ ট্রানশিপমেণ্ট পয়েণ্টের ব্রেকে সহ ভোজুডি, মহুদা, রাধানগর, চৌরাশি ও বাঁকুড়া (বি জে) স্টেশনসমূহে গুডস-এর আংশিক হ্যাণ্ডলিং-এর জন্য সীলকরা টেণ্ডার (টেণ্ডার নং সি ৩৬৫/৭১) আহবান করা হইতেছে।

টেণ্ডার ২০-১-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে। বিবরণী সহ টেণ্ডার ফরম ১৯-১-৭১ তারিখ পর্যন্ত স্টেশন মাস্টার, রাঁচি, অ্যাসিঃ কমাঃ সুপার, এসপ্লানেড ম্যানসনস, সিটি বুকিং অফিস, দঃ পূঃ রেলওয়ে কলিকাতা এবং ডিভিসনাল সুপার (কমাঃ), আদ্রা নিকট হইতে নগদে ৫, টাকা আদায় দিয়া ও আবেদনক্রমে ডাকযোগে পাওয়ার জন্য মানিঅর্ডারযোগে ৭, টাকা (অফেরতযোগ্য) পাঠাইয়া পাওয়া যাইবে।

বায়নার পরিমাণ ঃ ২০০০, টাকা (প্রকৃত কর্মীদের রেজিস্টার্ড কো-অপারেটিভ সোসাইটির ক্ষেত্রে ৫০০, টাকা)।

ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এর, কোনরূপ কারণ না দেখাইয়া যে কোন বা সকল টেণ্ডার অগ্রাহ্য করার অথবা কাজ বণ্টন করিয়া দেওয়ার বা হ্রাস করার অথবা টেণ্ডার আংশিকভাবে গ্রাহ্য করার অধিকার সংরক্ষিত।

ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কমার্সিয়াল)
আদ্রা

পিআর/এসই/পিএ/১/সি—৫৮ (৩২৩৭)

বিধান সভার নির্বাচন হবে কিনা ৭ জানুয়ারী জানা যাবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শুনবেন। তারপর ১৩ জানুয়ারি বুথের চূড়ান্ত তালিকা ঠিক হবে।

বৃহস্পতিবার মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষের সঙ্গে রাজ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রী বি এস, রাঘবনের এ নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। নির্বাচনকালে শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা এবং কত লোক দরকার হবে তা নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে।

অবস্থা নির্বাচনের অনুকূল নয়

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা পুলিশ একযোগে এক গোপন রিপোরটে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গের এখন যেমন আইন শৃঙ্খলার অবস্থা তাতে করে বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা উচিত হবেনা। একারণে কেন্দ্রীয় সরকারও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচন সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত। পুলিশ রিপোরটে নাকি বলা হয়েছে যে যদি পশ্চিমবঙ্গে শুধু লোকসভার নির্বাচন হয় তাহলে সংঘর্ষ বা হিংসাত্মক কার্যকলাপের প্রকোপ খুব বেশী হবেনা কারণ প্রত্যাশিত হাঙ্গামাকারীরা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন সম্পর্কেই বেশী আগ্রহী, সংবিধান অনুসারে পশ্চিমবঙ্গকে বাদ দিয়ে লোকসভার নির্বাচন হতে পারেনা তাই পশ্চিমবঙ্গের লোকসভার জন্য ঐ ঝুঁকিটুকু না নিয়ে উপায় নেই বলে ঐ রিপোরটে বলা হয়।

রেলওয়ে

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে

নোটিস

১-১-৭১ তারিখ হইতে তিন মাসের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে কাটিহার ও তিনসুকিয়ার মধ্যে চলাচলের জন্য একটি পার্সেল ট্রেন যথা ২৯ আপ/৩০ ডাউন প্রবর্তিত হইবে। এই ট্রেনগুলিতে যাত্রী লওয়া হইবে না। ট্রেনগুলির সংক্ষিপ্ত সময় তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

২৯ আপ		৩০ ডাউন
২-৩০ ছাঃ	কাটিহার জং	পৌঃ ২-০০
১১-৩৫ পৌঃ		ছাঃ ১৬-১৫
১২-৩৫ ছাঃ	শিলিগুড়ি জং	পৌঃ ১৫-১৫
১৯-১০ পৌঃ		ছাঃ ৮-৩০
২০-৩৫ ছাঃ	আলিপুরদুয়ার জং	পৌঃ ৬-১৫
৬-৩০ পৌঃ		ছাঃ ১৯-২৫
৭-০০ ছাঃ	রঙ্গিয়া জং	পৌঃ ১৮-৫৫
৯-০৫ পৌঃ		ছাঃ ১৭-১০
১১-২০ ছাঃ	গৌহাটী	পৌঃ ১৫-৩০
১৯-০৫ পৌঃ		ছাঃ ৭-৫০
২০-৩৫ ছাঃ	লামডিং জং	পৌঃ ৬-০৫
৩-৩০ পৌঃ		ছাঃ ২২-৪০
৩-৫৫ ছাঃ	মারিয়ানি জং	পৌঃ ২২-১৫
৬-০২ পৌঃ		ছাঃ ২০-১৮
৬-১৭ ছাঃ	শিমালুগুড়ি জং	পৌঃ ২০-০৩
১০-২৫ পৌঃ		ছাঃ ১৫-৫৫
—	ছাঃ তিনসুকিয়া	—

বিশদ সময় তালিকার জন্য স্টেশন মাস্টারগণের সহিত যোগাযোগ করা যাইবে।

চীফ অপারেটিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
মালিগাঁও, গৌহাটী-১১

ডি/৫/৮-৩ (৩৬০৪)

ওড়িশা সরকারের সঙ্কট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যে কোন দিনে পেশ করা হতে পারে।

শ্রীপট্টনায়কের বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে বৈঠকের আগে জনকংগ্রেসের মন্ত্রীরা ও নেতাগণ রুদ্ধদ্বার কক্ষে এক বৈঠকে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে আলোচনা করেন।

শ্রীপট্টনায়ক বলেন, জনকংগ্রেস মনে করে যে রাজ্য বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া উচিত এবং নতুন করে জনগণের রায় নেওয়া আবশ্যক।

কেন্দুপাতা ব্যবসার কেলেংকারির জন্যই জনকংগ্রেস কোয়ালিশন ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে তিনি জানান।

এক প্রশ্নের জবাবে শ্রীপট্টনায়ক বলেন, এই সরকারের প্রতি আমাদের সমর্থন নেই। অতএব বিধানসভা বাতিলের পর 'কেয়ারটেকার' সরকারে থাকার আর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তিনি দলের সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে দিয়েছেন বলে জানান। তবে এই সিদ্ধান্তে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি কিছু বলতে অস্বীকার করেন।

সেচমন্ত্রী আরও বলেন, জনকংগ্রেস আগামী নির্বাচনে একটি দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

নব কংগ্রেসের সঙ্গে কোনরূপ নির্বাচনী সমঝোতা করা হবে কিনা এ সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপট্টনায়ক জানান, এ ব্যাপারে এখনও কিছু ভাবা হয়নি।

সাংবাদিক বৈঠকে দলের অপর সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্র মহান্তিও উপস্থিত ছিলেন।

স্বতন্ত্র দলের বৈঠক ৫ জানুয়ারি

'বর্তমান সংকট' সম্পর্কে আলোচনা করতে এবং এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে স্বতন্ত্র দলের রাজ্য কার্যনির্বাহক সমিতির ও পরিষদ দলের এক বৈঠক ৫ জানুয়ারি হবে বলে জানা যায়।

—পি টি আই

সোমবার হোসিয়ারি মালিকদের প্রতিবাদ দিবস

স্টাফ রিপোরটার

আগামী সোমবার হোসিয়ারি শিল্পের মালিকরা প্রতিবাদ দিবস পালন করবেন। ওই দিন হোসিয়ারি শিল্পের কোন কাজ হবে না।

বৃহস্পতিবার ভারত সভা হলে এক সভায় ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, সুতোর দাম অত্যধিক বেড়ে যাওয়ার দরুন এই শিল্পে চরম সংকট দেখা দিয়েছে। কলকাতার কিছু সুতো ব্যবসায়ী দাম বাড়িয়ে দিয়ে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করছেন। তবে হোসিয়ারিকে সুতো সরবরাহ করে সুতো কলগুলি।

পশ্চিমবঙ্গে তালিকাভুক্ত হোসিয়ারির সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশ। তাছাড়া তালিকার বাইরে আছে দেড় হাজারের মত। কর্মী সংখ্যা দু হাজারের কাছাকাছি। কলকাতাতেই এই শিল্পের পত্তন হয়। এই শিল্প থেকে বিদেশী মুদ্রা আসে চার লক্ষ টাকার মত।

অর্থহীন আদর্শের মোকাবিলা করুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ধ্বংসাত্মক আদর্শের মোকাবিলা করবেন।

শ্রী ঘোষ আশা করেন, বাংলার জনগণ তাঁদের গৌরবময় ঐতিহ্য অনুযায়ী শুধু যে বর্তমান সমস্যা পার হবেন তাই নয়, তাঁরা পুনরায় বাংলাকে পুরানো মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন।

তিনি স্বীকার করেন যে, গত কয়েকমাসে এমন একটি দিনও ছিল না যে, কোনও ট্র্যাজেডি ঘটেনি। আজ যা ঘটছে তার অধিকাংশই হয়তো জনসাধারণের ক্ষোভের বিকৃত রূপ। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর নতুন নতুন আশা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে দেশের এই অঞ্চলে মানুষের দুর্দশাও অসবে এর চাইতে দুঃখের আর কিছু থাকতে পারে না। জনসংখ্যা বেড়েছে, উদ্বাস্তুরা এসেছেন। আবার সকলেরই দূরদৃষ্টির অভাবে শিল্পেও মন্দা ঘটেছে। বেকার সমস্যা তো বেড়েছেই এমন কি শিক্ষিত ও কুশলী যুবকদের কর্মসংস্থান অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে কিছু তরুণের ধারণা হয়েছে যে, নতুন সমাজ ব্যবস্থা এখনকার সব সমস্যা ও দুর্দশার অবসান ঘটাবে। তাদেরই মতে আবহমানকাল চলে আসা শান্তিপূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান হবে না; কেবলমাত্র হিংসাত্মক বিপ্লব স্বর্ণযুগ আনতে পারে। দেশাত্মবোধ হল অতীত ধারাকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা

মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী ঘোষ সরকারের কিছু সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা উল্লেখে বলেন, আমরা ইতিমধ্যে কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলের পৌর ব্যবস্থাদির উন্নতির কর্মসূচী নিয়েছি। এর মধ্যে রয়েছে রাস্তা, যানবাহন যথা ট্রাম ও বাস, কয়েকটি হাসপাতাল সম্প্রসারণ, যে সব অঞ্চলে জল জমে তার প্রতিকার ইত্যাদি। মোদ্দা কথায় শহরকে আধুনিক করতে চাই, চাই পরিচ্ছন্ন করতে। এছাড়া রয়েছে বস্তি উন্নয়ন। সি এম ডি এ গৃহীত পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানও হবে বহু লোকের। কৃষকের স্বার্থেই ভূমি সংস্কারের কর্মসূচী। পরিকল্পনা রয়েছে বন্ধ কলকারখানা খোলারও। তাই শ্রমিকদের কাছে আবেদন—কলকারখানা খুললেই তাঁরা যেন যথাসম্ভব উৎপাদন বৃদ্ধিতে আত্মনিয়োগ করেন। এখন কলকারখানা বা অফিসে বিক্ষোভ বা সমাবেশের সময় নয়। আসুন সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করি।

অপরূপ
সুগন্ধে ঝরঝরে
অতি সহজে একমাত্র
মাইসোর
স্যাণ্ড্যাল সাবান

মাইসোর স্যাণ্ডাল সাবান নিয়মিত ব্যবহার করলে স্বাভাবিকভাবে গায়ের রঙ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কেননা ওতে আছে আসল চন্দনের তেল। ওই সৌরভের বিলাস আপনার ভালো লাগবে।

গভর্নমেণ্ট সোপ ফ্যাক্টরী
বাঙ্গালোর-১২।
(মহীশূর সরকারের সংস্থা)

কলকাতার চেহারা বদলাতে চলেছে

সি-এম-ডি-এ'র পরিকল্পনামত নানা দিকে কাজ শুরু হয়ে গেছে

- বেশি জল সরবরাহ
- জলনিকাশের সুব্যবস্থা
- ভালো রাস্তাঘাট
- বস্তির উন্নতি

জল সরবরাহ জলনিকাশী ব্যবস্থা ও ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী

ইতিমধ্যেই যে কাজগুলো শুরু হয়েছে ঃ

পলতায় কলকাতা কর্পোরেশনের জল সরবরাহ বৃদ্ধির স্কীম অনুযায়ী ১৯৭১ সালের জুন মাসের মধ্যে জল সরবরাহের দৈনিক পরিমাণ বর্তমানের ৮ কোটি ৪০ লক্ষ গ্যালন থেকে বেড়ে হবে ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ গ্যালন;

ইমার্জেন্সী ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম—প্রথম পর্যায়ে ১৬টি মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার কাজ হবে। এই বছর এই এলাকার অর্ধেক জায়গার ২ লক্ষ লোক উপকৃত হবেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে মিউনিসিপ্যালিটি নেই এমন সব শহর এলাকার ২·৬৭ লক্ষ লোক উপকৃত হবেন।

কলকাতার জলনিকাশের প্রধান প্রধান নালাগুলি ঢেলে সাজানো এবং উন্নতিসাধনের ব্যবস্থা—এতে জল জমার সমস্যা বহুলাংশে দূর হবে;

মহানগরীর অন্তর্গত মানিখালি, খড়দহ, চড়িয়াল পঞ্চান্নগ্রাম আর কোন্নগর—এই পাঁচটি জায়গায় পাঁচটি প্রধান জলনিকাশী পথের উন্নতিসাধন করা হচ্ছে। টালির নালা, কেষ্টপুর খাল, নিউকাট ক্যানেল, সার্কুলার ক্যানেল ইত্যাদি বড় বড় জলনিকাশী খালগুলোর উন্নতিসাধন;

বালিগঞ্জ ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনের জলনিকাশের ক্ষমতা দ্বিগুণ করা হচ্ছে। বর্তমানে ঘণ্টায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ গ্যালন থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ঘণ্টায় ২ কোটি ৮০ লক্ষ গ্যালন।

যে কাজগুলো অচিরে শুরু হবে ঃ

মানিকতলা তপসিয়া-ট্যাংরা জল সরবরাহের বিলিব্যবস্থা হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কস স্কীম গার্ডেনরীচ ওয়াটার ওয়ার্কস এবং পামার বাজার পাম্পিং স্টেশনের সম্প্রসারণ।

উপরোক্ত পরিকল্পনাগুলি কার্যকর করবার দায়িত্ব কলকাতা কর্পোরেশন হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট ইরিগেশন অ্যাণ্ড ওয়াটারওয়েজ ডাইরেকটরেট ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ওয়াটার অ্যাণ্ড স্যানিটেশন অথরিটি ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট এবং ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অর্গানাইজেশনের। ১৯৭০-৭১ সালের জন্যে সি-এম-ডি-এ জল সরবরাহ স্কীমে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা এবং জলনিকাশ ও ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর জন্য ৪ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে।

রাস্তাঘাট ও যানবাহন

রাস্তা মেরামত খাতে সি-এম-ডি-এ পাব্লিক ওয়ার্কস ডাইরেকটরেটকে ১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা, কলকাতা কর্পোরেশনকে ৮০ লক্ষ টাকা, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিকে ৩০ লক্ষ টাকা, হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টকে ৭ লক্ষ টাকা, কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টকে ৪ লক্ষ টাকা এবং কলকাতা ও হাওড়া বাদে মহানগরীভুক্ত অন্যান্য এলাকার বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটিকে ৫০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে। প্রধান প্রধান রাস্তাগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী মানিকতলা মেন রোড (৮৮·৫ লক্ষ টাকা), উল্টাডাঙা মেন রোড (৫৫ লক্ষ টাকা) প্রিন্স আনওয়ার শা রোড (২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা), দেশপ্রাণ শাসমল রোড (২ কোটি ৪ লক্ষ টাকা) আর রাজা সুবোধ মল্লিক রোড (৭১ লক্ষ টাকা)—এই ক'টি রাস্তার কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে। যাতে আরও সুষ্ঠুভাবে যানবাহন চলাচল করতে পারে তার জন্যে চৌরঙ্গী-চিত্তরঞ্জন এভিনিউ সংযোগস্থল, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের উন্নয়ন পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হয়েছে। যানবাহনের ভিড়ে অচলাবস্থা এড়াবার জন্যে বালিগঞ্জ-কসবা ওভারব্রিজ আর চেতলা ওভারব্রিজ তৈরির কাজ অবিলম্বে শুরু হবে। পুরনো লাইন তুলে ফেলে নতুন লাইন বসানো, ট্রামগাড়িগুলো ঢেলে সাজানো এবং ওভারহেড/সাবস্টেশনের সরঞ্জাম বদলি করার জন্যে ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানিকে ৮৮ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনকে বাসের সংখ্যা বাড়াবার জন্যে ১ কোটি টাকা দেওয়া হবে। আশা করা যাচ্ছে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই ৭০টি একতলা ও ২৫টি দোতলা বাস এসে পড়বে।

শহরের আবর্জনা পরিষ্কার ও সরিয়ে ফেলা

১৯৭০-৭১ সালের জন্যে সি-এম-ডি-এ খরচ করবে এ বাবদ ১ কোটি টাকার ওপর। তার মধ্যে ৩৩ লক্ষ টাকা দিয়ে ময়লা ফেলার লরি কেনা হবে হাওড়া এবং বড় বড় কয়েকটি অঞ্চলের জন্যে। বাকি টাকা খরচ হবে ধাপার ময়লাবাহী রেলব্যবস্থার ভালোভাবে পুনর্বিন্যাসের জন্যে এবং কর্পোরেশনের ময়লাবাহী গাড়ির যথেষ্ট সংখ্যায় বাড়াবার জন্যে। কাজ শুরু হয়ে গেছে।

দ্রুতগতিতে বস্তি উন্নয়নের কর্মসূচী

কলকাতা শহর এলাকার মধ্যে আছে ৩০০০ রেজিস্ট্রিকৃত বস্তি আর তাতে বাসিন্দার সংখ্যা ৭ লক্ষ; টালিগঞ্জে আর হাওড়ায় আরও ৩ লক্ষ লোক রেজিস্ট্রি না করা বস্তিতে বাস করে। এদের সকলের জন্যে সি-এম-ডি-এ কয়েক পর্বে বস্তি উন্নয়নের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে: কাসিয়াবাগান চেতলা, বেলেঘাটা আর টালিগঞ্জের সাতটি এলাকা নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে; কলকাতা কর্পোরেশন তার ওপর আংশিকভাবে অর্পিত বস্তি উন্নয়নের কাজ শুরু করেছে; হাওড়ার পিলখানায় কাজ এগোচ্ছে। বস্তি উন্নয়নের কাজের এইটে শুরু বলা চলে; বস্তির অপসারণ আর নবরূপায়ণের সম্পূর্ণ কর্মসূচীও তৈরি হচ্ছে।

আশু ফল পাবার জন্যে সি-এম-ডি-এ আজকের কাজ আজই হাতে নিয়েছে

ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেণ্ট অথরিটি

বন্দে মাতরম্

আনন্দবাজার পত্রিকা

শুক্রবার, ১৬ পৌষ, ১৩৭৭

দিনের বাণী

কিন্তু কি ভোগ সংসারে করবে? কামিনী-কাঞ্চন ভোগ? সে ত ক্ষণিক আনন্দ! এই আছে, এই নাই! প্রায় মেঘ ও বর্ষা লেগে আছে, সূর্য দেখা যায় না! দুঃখের ভাগই বেশী! আর কামিনী-কাঞ্চন মেঘ সূর্যকে দেখতে দেয় না। —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

শোক, পাপ, প্রায়শ্চিত্ত

নির্লজ্জ এবং নিতান্তই আনুষ্ঠানিক যেটুকু কর্তব্য, তাহাই আজ সম্পাদন করিতে বসিয়াছি ঃ নিহত উপাচার্য শ্রীগোপালচন্দ্র সেনের জন্য শোক প্রকাশ। ভাবিতেছি, কোন্ বিশেষণে তাঁহাকে বিভূষিত করিব! শহীদ অথবা গালভরা এবং শুনিতে জমকালো অন্য কিছু? জনচিত্তে প্রতিক্রিয়ারই বা উপযুক্ত ভাষা কী? তাহাকে কি বলিব "শিহরিত", না কি অন্য কোনও আখ্যা দিব? তাহার বেশী কিছু নয়। বাছাই-করা গোটা-কয়েক শব্দ পাইলেই আমাদের ন্যূনতম সাংবাদিক কর্তব্য ফুরাইবে।

বাকী যাঁহারা, তাঁহাদেরও করণীয় খুব বেশী কিছু নয়। দলে দলে শান্তিপ্রিয় ধর্মভীরু নাগরিক শবযাত্রায় যোগ দিলেই যথেষ্ট করা হইয়াছে বলিয়া মনে করিবেন। মালাটালার যেন ঘাটতি না হয়, এবং অর্পিত অর্ঘের একটিও পরদিন প্রকাশিত বিবরণ হইতে যেন বাদ না যায়। তাহার অধিক কিছু না। ধিক্কারের ভাষা একটু মিঠেকড়া হইবে মাত্র—কেননা, ইহার সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যর্থতা, সরকারী সন্ত্রাস, এই সব তো জোড়া দেওয়া চলিবে না।

গ্লানিবোধ কিংবা চিত্তের নিপীড়ন হইতে পদত্যাগ করিবেন না একজনও, না কোনও শিক্ষাব্রতী, না কোনও জননেতা। আত্মহত্যা তো দূরের কথা। যে-বিবেক থাকিলে, ব্যর্থতাবোধ হইতে এবং সব-কিছু অসহ্য হইয়া গেলে, বিদেশে আত্মহত্যা ঘটে, তাহা এ দেশে বিরল। এই অদ্ভুত "পারমিসিভ্" সমাজ সবই সহে। যেমন গোড়ায় সহিয়াছে প্রতিকৃতি আর প্রতিমূর্তির লাঞ্ছনা। প্রতিমূর্তি পরে প্রাণ লইয়া টান পাড়িয়াছে? কিন্তু সে তো পরের প্রাণ। প্রত্যেকেই আমরা পৈতৃক প্রাণটুকু বাঁচাইতে ব্যস্ত আছি। প্রাণের বিনিময়ে সাহস আর সততা, আত্মা আর বিবেককে বিকাইয়া দিয়াছি। আত্মা থাকিলেই তবে তাহাকে হত্যা করার কথা ওঠে।

প্রাণ বাঁচে তো ভালো। কিন্তু বাঁচিবে তো? সব গোবরই ক্রমে ঘুঁটে হইয়া যাইবে—এবং অবশেষে পুড়িবে। সেই সর্বগ্রাসী সর্বনাশী শ্মশানে সকলের জন্য চিতাশয্যাও মিলিবে না। রাষ্ট্রযন্ত্রকে দোষ দেওয়া বৃথা। তাহার যতটুকু সাধ্য, সে করিয়াছে। সংঘবদ্ধ এবং প্রকাশ্য হামলাবাজি ঠেকাইয়াছে। গ্রামাঞ্চল শান্ত, শহরে আর শহরতলিতে ইস্টার-পাড়া বোমা-ম্যাচও কমতির দিকে।

লুক্কায়িত, পলাতক হিংসা এখন অতর্কিতে অন্ধকারে চোরা-গোপ্তা আক্রমণ আর হননের রাস্তা বাছিয়া লইয়াছে। ইহার শিকার সকলেই, আমরা বৃথাই এক-একটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ বলিদান লইয়া মাথা ঘামাই, কারণ খুঁজি। কারণ নাই। বিশেষ বলিয়াও কিছু না। সব লক্ষ্যই আজ একাকার, নির্বিশেষ। শিক্ষা, শিল্প—জীবনের সব ক্ষেত্র হইতে প্রাণের চিহ্ন মুছিয়া যাইতেছে।

ইহার মধ্যে একান্ত বিমূঢ়তা এবং চূড়ান্ত লজ্জাহীনতা ভোটাভুটির মধ্যে বাঁচিবার রসদ মিলিবে বলিয়া চিৎকার করিতেছে। ইহারই মধ্যে চলিয়াছে গাঁটছড়ার খেলা—রাজনৈতিক জোট-বাঁধাবাঁধি। ভোটের মারফৎ কোন্ স্বর্গ আসিবে জানি না। কিন্তু ভোটই যদি ভণ্ডুল হইয়া যায়, তবে ঢাকে যত কাঠিই পড়ুক, সব হিসাবই তো ভণ্ডুল? যদি নির্বাচনের আগে হুঁশিয়ারি দেওয়াল-লিপি পড়ে, তবে গণতন্ত্রপ্রিয় কিন্তু সাবধানী পথিকদের কয়জন ভোটকেন্দ্রের পথে পা বাড়াইবেন? ব্যালটবাক্সের বহ্ন্যুৎসব ঘটিবে কি ঘটিবে না, সে-সব তো পরের কথা।

যাহাকে চূড়ান্ত নির্লজ্জতা বলিয়াছি, তবু তাহার চেঁচামেচি বা মাতামাতি থামিবে না। কেননা, নির্বাচন না হইলে দল যায়। যাদবপুরের ঘটনার পরও মুখর রসনাগুলি, মওকা পাইলেই লকলক করিয়া উঠিবে।। কারণ, আমাদের বাক্-স্বাধীনতা আছে। কারণ, দেশটা তো পোল্যাণ্ড বা চেকোশ্লোভাকিয়া নহে। এখানে সরকারী সন্ত্রাসের কথা অবাধ, অকুণ্ঠ, অনর্গল কণ্ঠে উচ্চারণ করা যায়। প্রশাসককুল অপছন্দ হইলে নিছক ভোটেই তাহাকে দেওয়া যায় বিদায়। অন্তত সেদিন অবধি দেওয়া গিয়াছে। আর দেওয়া যাইবে কি না, বলা শক্ত—যেহেতু একাধিক দলের অস্তিত্ব যে-ব্যবস্থা বরদাস্ত করে না, সেই ব্যবস্থায় বিশ্বাসীরাও এ দেশে যেমন বাক্‌স্বাধীনতার, তেমনই দলবাহুল্যের পুরাপুরি সুবিধা উশুল করিয়া লইয়াছে। বাকীটা পুষাইয়া লইতে চায় যে যেখানে পারে, বাহুবলে।

কিন্তু অস্তিত্বই যেখানে বিপন্ন সেখানে রাজনীতির কথা থাক। দায়িত্ব তো একা রাজনৈতিক কুলের নয়। দায়িত্ব সমগ্র সমাজের—পাপ আমাদের প্রত্যেকের। পাপ ভীরুতায় আর সহিষ্ণুতায়। পাপ প্রশ্রয়ে আর সম্মতিতে। প্রতিদিন সস্তা বুলির উচ্চারণে আর আচরিত মিথ্যাতে। এই পাপ নিরাপদ বুঝিয়া ছোট অন্যায়ের নিন্দা করিয়া বড়োর ব্যাপারে ভয়ে চুপ করিয়া রহিয়াছে; ভরসা আর প্রতিবাদ, দুই-ই সরকারের ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিয়াছে।

আজ অবস্থা সেই পর্যায়ে আসিয়া ঠেকিয়াছে, যখন সেই ভরসা আর নিন্দাবাক্য উচ্চারণে কুলাইবে না। যিনি সামান্য দোকানী এবং কেরানি, তাঁহাকে নিজের বাঁচার রাস্তা নিজেকেই করিতে হইবে। যে-শিক্ষক মাস গেলে মাহিনা চান এবং চান পড়াইতে; যে-ছাত্রগণ সত্যই পড়িতে চান, শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু রাখার দায় তাঁহাদেরই লইতে হইবে। "চলবে না, চলবে না" বলিয়া রাজপথ পরিক্রমা করিলে আর চলিবে না। কেননা, রাষ্ট্রযন্ত্র একটা সীমার পর নিরুপায়, অপিচ বধির—কিছুই শুনিবে না।

শিক্ষার ক্ষেত্রে যাহা সত্য, তাহা সত্য সর্বক্ষেত্রে—শিল্পে, ব্যবসায়ে, পরিবহণে। নতুবা একে একে সবই বন্ধ হইয়া যাইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে জুটিবে না উপাচার্য, মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ, কেননা পুলিসকেই সব-কিছুর নাটের গুরু বলিয়া চালানোর চালাকি আর চামড়া বাঁচাইতে পারিতেছে না। ওই নীতি যে ভ্রান্ত, সেই সত্য উচ্চারণ করার সময় আসিয়াছে। "ভুল করিয়াছি" এই স্বীকৃতিই হইবে প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত।

এখনও তাহার লক্ষণ নাই। এখনও, "শিশুতীর্থ" কবিতায় যেমন আছে, অধিনেতাদের দিকে আঙুল দেখাইয়া কেহ বলি নাই "আমাদের প্রবঞ্চিত করিয়াছ।" করি নাই যখন, তখন নিহত উপাচার্যের জন্য হা-হুতাশ, শোক প্রকাশের অধিকারও আমাদের নাই। মামুলী ভাষায় অতএব তাঁহার আত্মার জন্য শান্তি কামনা করি না। বরং আত্মা বলিয়া কিছু যদি থাকে, তবে সেই অশান্ত আত্মা অভিশাপ দিক—আমাদের সকলকে, আমাদের নিজেকে ঠকানো এবং ভোলানো ভীরুতাকে।

করবৃদ্ধির সমস্যা

আগামী বৎসরের বাজেটের আগেই চিনি, তামাক ও কাপড়ের উপর শুল্কবৃদ্ধির সুপারিশ মানিয়া লওয়া হইয়াছে। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের মুখ্যমন্ত্রীদের কমিটী আগামী দুই-তিন বৎসরের মধ্যেই চিনি, তামাক ও বস্ত্রের উপর অতিরিক্ত শুল্কের পরিমাণ শতকরা ১০·৮ ভাগ বৃদ্ধির সুপারিশ করিয়াছিলেন। যোজনা কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকার সেই সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন। এই কর বৃদ্ধি করিবেন কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি তাহার ভাগ পাইবেন। এই কর বৃদ্ধির জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে জনপ্রিয়তা হারানোর ঝুঁকি লইতে হইতেছে না। কাজেই রাজস্ব বৃদ্ধির এমন সুযোগ তাঁহারা ছাড়িবেন কেন? বর্তমানে এই তিনটি দ্রব্যের ধার্য উৎপাদন-শুল্কের উপর অতিরিক্ত এক-তৃতীয়াংশ দিতে হয়। সুপারিশে এই অতিরিক্ত উৎপাদন-শুল্কের পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ হইতে বাড়াইয়া অর্ধেক করার কথা হইয়াছে।

রাজ্য সরকারগুলির রাজস্ব বাড়ানো নিশ্চয়ই দরকার। কারণ, বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যে কর্মীদের বেতন দিতেই সব টাকা শেষ হইয়া যাইতেছে, উন্নয়ন-কর্মসূচীর জন্য কিছু থাকিতেছে না। কাজেই চিনি, কাপড় ও তামাকের উপর বর্ধিত করের টাকা উন্নয়ন-প্রকল্পে ব্যয় করা হইবে কি না, তাহা রাজ্য সরকারগুলিই বলিতে পারেন। কাপড়ের দাম এমনিতেই এত বাড়িয়াছে যে, তাহা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। তাহার উপর বর্তমানে বস্ত্রশিল্পের অবস্থা খুবই শোচনীয়। তুলার অভাবে কাপড়ের মিলগুলি অচল হইতে বসিয়াছে। গত বৎসরের অক্টোবর হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রতি ক্যাণ্ডি তুলার দাম ১১২৫ টাকা হইতে ১৩৫০ টাকায় বাড়িয়াছে। ওই সময়ে প্রতি ক্যাণ্ডি দিগ্বিজয় তুলার দাম ১৫৭৫ টাকা হইতে ২৪৭৫ টাকা, খান্দেশ তুলা ১৩৫০ টাকা হইতে ২৫২৫ টাকা এবং কল্যাণ তুলা ১২৭৫ টাকা হইতে ২৪০০ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। তুলার এই দামের জন্য কাপড়ের কলগুলি বাজার হইতে তুলা ক্রয় করা বন্ধ করিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে কাপড়ের দাম তো বাড়িবেই। কাপড়ের দাম যত বাড়িবে, বিদেশ হইতে কাপড়ের চোরাই-চালানের সম্ভাবনা ততই বৃদ্ধি পাইবে এবং অপেক্ষাকৃত আর্থিক সামর্থ্যের অধিকারীরা সুতিবস্ত্রের বদলে টেরিকট, টেরিলিন প্রভৃতি ব্যবহারে অভ্যস্ত হইবে।

চিনিশিল্পের অবস্থাও সুবিধার নয়। ক্রমাগত লোকসান দিতেছে বলিয়া উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের কলগুলির জাতীয়করণের কথা উঠিয়াছে। উত্তরপ্রদেশে চিনি শিল্প জাতীয়করণের দাবি একটি বড় রকমের রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। চিনির দামের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কর হিসাবে আদায় করিয়া থাকেন। চিনিশিল্পে সঙ্কটের জন্য ১৯৬৯ সনে চিনির উপর ধার্য করের কিছুটা রেহাইও দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গত এক বৎসরের মধ্যে বাজারে চিনিশিল্পের শেয়ারের দাম শতকরা ২৬ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। তামাকের উপরেও কর বাড়ানো বার্ষিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। এই কর সাধারণ চাষী মজুর ও মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকদের বেশী আঘাত করিতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে বাজেটে নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের উপর কর বসাইয়া পরে প্রত্যাহার করিয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রীদের কমিটীর সুপারিশ কার্যকর না করার জন্যও আমরা একই অনুরোধ জানাইতেছি।

নূতন বছর

বছর শেষ। ইংরাজী পঞ্জিকা অনুযায়ী প্রত্যেকের ঘরে নূতন বছর। এই লগ্নে বারেক পিছনে তাকানো নিয়ম। নিয়ম একবার সামনের দিকেও তাকানো। দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্য ব্যক্তিগত হইতে পারে, জাতিগত হইতে পারে, আবার বিশ্বগত হইতেও কোনও বাধা নাই। কিন্তু ব্যক্তির ক্ষয়ক্ষতি কিংবা লাভ-লোকসান লইয়া এ-যুগে কেহ আর মাথা ঘামাইতে চাহেন না। সে-সব নাকি তুচ্ছ, উপেক্ষণীয় ব্যাপার। সুতরাং, সকলের কথাই হোক। সেখানেও কিন্তু খতিয়ান প্রধানত দুঃখের, যন্ত্রণার। বিশেষত, এই রাজ্যে। দ্বিতীয় পর্যায়ে যুক্তফ্রন্টের শাসনে হঠাৎ ছেদ। ফ্রণ্ট ভাঙিল কে,—সে-প্রশ্ন অবান্তর। ফ্রণ্ট টেঁকে নাই, সত্য এটাই। তাহার পরেও সংকট মেটে নাই। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বরং বাড়িয়াছে। বিশেষত আর্থিক এবং সামাজিক জীবনে। নানা বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও কলিকাতা এখনও সেই কলিকাতাই আছে, বেকারি বর্ধমান, নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য, এবং আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি নৈরাশ্যজনক। শিক্ষাব্যবস্থা বিপর্যস্ত। বিপর্যয় অন্যত্রও। অনেক রক্ত ঝরিয়াছে এবং এখনও ঝরিতেছে। তাহারই মধ্যে ঢাকে কাঠি পড়িয়াছে, খাঁচরেই নাকি নির্বাচনের সম্ভাবনা! গণতন্ত্র না-হয় ফিরিয়া আসল। কিন্তু পশ্চিম-বাংলায় কি আবার সহজ স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ জীবনধারা ফিরিয়া আসিবে?—নূতন বছরে সকলের মনে মনে সম্ভবত ইহাই প্রথম এবং প্রধান প্রশ্ন।

সর্ব-ভারতীয় অঙ্গনটি আরও কুয়াসাচ্ছন্ন। সাতষট্টির সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে-অস্থিরতা দেখা দিয়াছে তাহা এখনও কাটে নাই, বরং সংশয় আরও বাড়িয়াছে। রাজ্য ভাঙা-গড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে নূতনতর খেলা—মন্ত্রিসভা উলটানো। কেরল বাদ দিলে অন্যত্র উত্থান-পতনের ভিত্তি প্রধানত দল কিংবা গোষ্ঠী-বদল। যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন—অতঃপর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'ডান', 'বাম' ভাগ স্পষ্ট হইয়া যাইবে তাঁহাদের আশা এখনও পূর্ণ হয় নাই। "মহাজোট" ইত্যাদির সম্ভাবনা সত্ত্বেও ভারতে রাজনৈতিক চরিত্র এখনও বহু-দলীয়। তাঁহাদের বক্তব্য ও আচরণে পার্থক্যও মোটামুটি আগের মতোই। সাম্প্রদায়িকতা মরে নাই, ভয়াবহ ছায়া ক্রমে কায়া ধরিতেছে। আঞ্চলিকতাও বহাল তবিয়তে। নূতন নূতন রাজ্য-গঠনের পরও কোনও কোনও অঞ্চলে পুরানো মামলার জের চলিতেছে—কোথায় সংহতি?

অশুভ আরও নানা লক্ষণ। খোস খবরও অবশ্যই কিছু কিছু আছে। "সবুজ বিপ্লব" সবুজতর,—গত বছর খাদ্যশস্যের উৎপাদন নাকি সব রেকর্ড ভাঙিয়াছে। জাতীয় আয় বাড়িয়াছে নাকি শতকরা সাড়ে পাঁচ ভাগ। কিন্তু রপ্তানি কমিয়াছে, বেকারি বাড়িয়াছে, দ্রব্যমূল্য বাড়িয়াছে, এবং ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পরও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা নাকি যৎসামান্য। তবে সন্দেহ নাই, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ উপলক্ষে ভারতীয় রাজনীতিতে যে নব-পর্যায়ের শুরু তাহার জের হিসাবে সর্বস্তরে, উত্তেজনা এবং প্রত্যাশা দুই-ই বর্ধমান। বিশেষত, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ এবং রাজন্যভাতা বিলোপ উপলক্ষে বিচার-বিভাগ বনাম প্রশাসনের মধ্যে যে মতভেদ তাহা এক দিকে যেমন গণতন্ত্রকে আশাবাদী করিয়া তুলিয়াছে অন্য দিকে সংবিধানের ভবিষ্যৎকে করিয়া তুলিয়াছে সংশয়াচ্ছন্ন। বিশেষত সেই প্রেক্ষাপটেই নাকি লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন। বলা নিষ্প্রয়োজন, বিগত বর্ষে ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বোধ হয় প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া ওই উপহারটিই,—সমগ্র দেশে লোকসভার জন্য অন্তর্বর্তী নির্বাচন।

আন্তর্জাতিক যে-দুনিয়া সেখানে পরিস্থিতি মোটামুটি অপরিবর্তিত। রুশ-আমেরিকার বোঝাপড়ায় যেমন কোনও সংশয় দেখা দেয় নাই, ঠিক তেমনই রুশ-চীন সম্পর্কেও খুব বড় রকমের কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই। প্রসঙ্গত রুশ-জার্মান এবং জার্মান-পোল্যাণ্ড সন্ধি-চুক্তির কথা উল্লেখযোগ্য। এ দিকে ভিয়েৎনাম এবং কম্বোডিয়ার ঘটনাবলী সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক সামাজিকতায় চীনের আগ্রহ বাড়িয়াছে এবং জাতিপুঞ্জের ভোটাভুটিতে এ কথা স্পষ্ট—বাইরের দুনিয়ায় চীনের মর্যাদাও বাড়িতেছে। অনুপাতে পূর্ব-ইউরোপে রাশিয়া বস্তুত এখনও রীতিমত বিব্রত। ঘরে সমস্যা তাহার—নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী লেখক সোলঝেনৎসিন, বাহিরে—পোল্যাণ্ড। চেকোশ্লোভাকিয়ার পর আবার নূতন ঝঞ্ঝাট। নির্ঝঞ্ঝাট পৃথিবীর কথা হয়তো এখনও ভাবা যায় না। পূবে ভিয়েৎনাম, পশ্চিমে আরব-ইস্রাইল বিরোধ এখনও জীবন্ত। ছাত্রসমাজ হয়তো অপেক্ষাকৃত শান্ত। কিন্তু এখনও সমান প্রকট ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বর্ণবিদ্বেষ ইত্যাদি শত্রুবর্গ। তদুপরি প্রাকৃতিক বিপর্যয় তো আছেই। কোথায়ও ভূমিকম্প, কোথায়ও ঝড় এবং বন্যা। পাকিস্তানে প্রাকৃতিক ঘূর্ণিবাত্যার পরেই রাজনৈতিক ঝড়। শেষোক্ত প্রলয়ের পরিণতি কী, অচিরে তাহা জানা যাইবে। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয় উপলক্ষে নিকট এবং দূরের প্রতিবেশীরা যে-ভাবে সাড়া দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই—বিশ্ব এখনও লক্ষ্যে অটল। চাঁদে পৌঁছাইবার পরও মানুষের নিশানা এই দুনিয়া,—এই মানব জাতি। ভরসা সেখানেই। বিগতবর্ষে, আর-এক স্মরণীয় ঘটনা—জাতিপুঞ্জের রৌপ্য জয়ন্তী উদ্‌যাপন।

যৎকিঞ্চিৎ

জানা গিয়াছে কলিকাতা কর্পোরেশনের এক বিশেষ অধিবেশনের প্রধান কৃত্য ছিল প্রায় চাল্লশটা রাস্তার নাম পরিবর্তন সম্পর্কিত। যে-সব রাস্তার নাম কোন মহান বা বিশিষ্ট ব্যক্তির অথবা কোন স্মরণযোগ্য ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়, সেগুলির সঙ্গে কোন স্বনামধন্য ব্যক্তি বা ঐতিহাসিক কীর্তির নাম যুক্ত হইলে আপত্তির কোন কারণ আছে বলিয়া মনে করি না। প্রস্তাবিত সব নামই সেই ধরনের ছিল বলিয়া মনে করি। এ কথা মনে করিতেও বোধ হয় বাধা নাই যে, নামগুলি সেই ধরনের হইলে সভায় তাহা সহজেই অনুমোদিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণ রাখা

নামের অমর্যাদা

সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কথাটা হইল, কোন মহান ব্যক্তির বা মহৎ কীর্তির সঙ্গে যুক্ত করিলেই সে রাস্তার গৌরব বৃদ্ধি পায় না। তাহার গৌরব বাড়াইতে হইলে রাস্তার উন্নয়নের ও তাহার পরিচ্ছন্নতা রক্ষার দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। নচেৎ কোন মহান বা বিশিষ্ট ব্যক্তির নামে চিহ্নিত রাস্তা যদি চলাচলের 'প্রায় অযোগ্য' অবস্থায় থাকে অথবা তাহা যদি আবর্জনার সমাচ্ছন্ন হয়, তবে তাহাতে প্রকারান্তরে সেই ব্যক্তির অমর্যাদাই করা হয়। কলিকাতা কর্পোরেশন যদি রাস্তার নাম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার উন্নয়নেরও ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলেই এইরূপ পরিবর্তন সার্থক হইবে।

সারদা সংঘের সর্বভারতীয় সম্মেলন

বেগম আনসারি কর্তৃক কটকে উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা

কটক, ৩১ ডিসেম্বর—সামাজিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধগুলি রক্ষার কাজে নারীদের একটি মহান ভূমিকা আছে আর সেই দায়িত্ব কীভাবে পালন করা যাবে, তা তাঁরা শিখতে পারবেন শ্রীসারদা দেবীর জীবন ও বাণী থেকে। —শ্রীসারদা সংঘের দশম নিখিল ভারত সম্মেলনে সকলেই এই দিকটির উপর জোর দেন।

সম্মেলন উদ্বোধন করেন বেগম জোহরা আনসারি (রাজ্যপাল ডঃ আনসারির পত্নী)। প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্যের সাংস্কৃতিক মন্ত্রী শ্রীনিত্যানন্দ মহাপাত্র।

বেগম আনসারি বলেন যে, সেবা ও নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করতে হবে। সেই মনোভাব মেয়েরা কেমন করে নিজেদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারেন, শ্রীসারদা দেবীর আদর্শ থেকেই তা শিক্ষণীয়।

শ্রী মহাপাত্র বলেন যে, নানা কারণে আজকের পুরুষ জাতি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবক্ষয়ে পতিত। তাদের উদ্ধারে নারীদেরই এগিয়ে আসতে হবে। শ্রীসারদা দেবীর দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে নারীদের প্রেরণা দেবে।

অনুষ্ঠানের আরম্ভে বেদমন্ত্র পাঠ করেন শ্রীবিশ্বনাথ রাও। ভাষণ দেন দক্ষিণেশ্বরের সারদামঠের একজন সন্ন্যাসিনী সংঘের সভানেত্রী শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ এবং কটক শাখার সভানেত্রী শ্রীমতী বাসন্তী মহাপাত্র। সর্বভারতীয় সম্পাদিকা শ্রীমতী সুভদ্রা হাকসার। ধন্যবাদ জানান কটক শাখার সম্পাদিকা শ্রীমতী স্নেহময়ী মহাপাত্র। সম্মেলনের শেষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

পূর্ব-পাকিস্তানে দুজন ছাত্র নিহত

করাচি, ৩১ ডিসেম্বর—নির্বাচনের ফলাফলে ও চালের দর হু-হু করে বাড়ার দরুন পূর্ব-পাকিস্তানে হিংসাত্মক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেল।

গতকাল পাবনায় দুজন ছাত্র ছুরিকাঘাতে নিহত হন। এই পাবনাতেই সপ্তাহখানেক আগে নিহত হন আওয়ামী লীগের জনৈক নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য, আহত হন লীগ সমর্থক একজন চিকিৎসক। পাবনায় তারপর সৈন্য তলব করা হয়।

ঢাকা ও চট্টগ্রামে প্রায়ই প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদের মধ্যে মারামারি বাধছে। বাড়ছে সশস্ত্র আক্রমণের সংখ্যা।

আওয়ামী পার্টির (পিকিংপন্থী) প্রবীণ নেতা মৌলানা ভাসানী পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতার দাবিতে শুরু করেছেন ব্যাপক অভিযান। মৌলানার মতে নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তানের আর্থিক সমস্যার কোন সুরাহা হবে না। —পি টি আই

এস এস পি-র তরুণ তুর্কীরা পরাজিত

পুণা, ৩১ ডিসেম্বর—এস এস পি-র সর্ব ভারতীয় সম্মেলনে বর্তমান নেতৃত্বের বিরোধী তরুণ তুর্কীরা মূল প্রস্তাবের উপর অনেকগুলি সংশোধন এনেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেগুলি একটাও গৃহীত হয়নি। তবে নেতৃত্ব তরুণ তুর্কীদের বক্তব্যগুলি খতিয়ে দেখবেন এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে দলের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

দলের পঞ্চম জাতীয় সম্মেলন গতকাল শেষ হয়েছে। তরুণ তুর্কীরা দাবি করেছিলেন, আটক আইন চালু করা এবং ছাত্র ইউনিয়ন সম্পর্কে আইন পাশ করার প্রতিবাদে উত্তর প্রদেশের সংযুক্ত বিধায়ক দল মন্ত্রিসভা থেকে এস এস পি-র মন্ত্রীদের সরিয়ে আনা হোক। —ইউ এন আই

রাজ্য ও রাজনীতি / বরুণ সেনগুপ্ত

পশ্চিম বাংলাকে নিয়ে এখনও খেলা

খুব সাদা বাংলায় যাকে বলা হয় 'খেলা', পশ্চিম বাংলাকে নিয়ে কেন্দ্রের সেই খেলা এখনও চলছে। রাষ্ট্রপতির শাসনের সুরু থেকে পুরোদমে এই খেলা সুরু হয়েছে। রাজ্যপাল পদ নিয়ে খেলা চলেছে, অ্যাডভাইসারদের নিয়োগ, পোর্টফোলিও ও দফতর বণ্টন নিয়ে খেলা চলেছে, আটক আইন নিয়ে খেলা চলেছে, নানা অফিসার নিয়োগ নিয়ে খেলা চলেছে এবং সর্বশেষে এখন নির্বাচন নিয়েও খেলা চলছে।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে প্রধানমন্ত্রী অতি সম্প্রতি যে কথা বলেছেন, সেটাকে 'খেলা' ছাড়া আর কী-ই-বা বলা চলে! তিনি বলেছেন ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়টি আমরা বিচার-বিবেচনা করে দেখছি। এখনও স্পষ্ট কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তবে, পশ্চিম বাংলায় যদি নির্বাচন হয় তাহলে সেটা যাতে যথাসম্ভব অবাধে হয় সেজন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পাঠক একটু স্মরণ করুন, দেখবেন পশ্চিমবঙ্গের নানা বিষয় নিয়েই প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকার এইভাবে 'বিচার-বিবেচনা' করেছেন! ধাওয়ান সাহেবকে রাখা উচিত, না উচিত নয়, সেই বিষয়ে বিচার-বিবেচনা নানাভাবে করেছেন! বি বি ঘোষের হাতে সব দফতর দেওয়া উচিত, না এম এম বসুর কাছে স্বরাষ্ট্র রাখা প্রয়োজন তা নিয়ে বিচার-বিবেচনা চলেছে! আটক আইন দেওয়া যায় কি যায় না তা নিয়েও দীর্ঘকাল বিচার-বিবেচনা করেছেন! এখন নির্বাচন নিয়েও সেই বিচার-বিবেচনা চলছে!

কেন, কী হল প্রধানমন্ত্রীর সেই ঘোষণার "আমি পশ্চিমবঙ্গে শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনবই। এ রাজ্যে শান্তি ও শৃংখলা ফিরে না আসা পর্যন্ত নির্বাচন হবেই না"? তিনি কি পশ্চিমবঙ্গে শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন? যেদিন কলকাতার রাজভবনে প্রধানমন্ত্রী সেই ঘোষণা করেছিলেন—এখন কি পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা তার চেয়ে ভাল? খুনোখুনি, মারামারি, আতঙ্ক এ রাজ্যে কমেছে না বেড়েছে?

সপ্তাহ দুয়েক আগে বলেছিলাম, প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না—যা করছেন সব করছেন নিজের রাজনৈতিক প্রয়োজনে। এখনও তাই চলছে। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হবে, কি হবে না তাও সেই বিচারেই নির্ধারিত হচ্ছে এবং হবে।

আর যদি পশ্চিমবঙ্গের অবস্থার বিবেচনায় এবং শুধু পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজনেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু বিচার-বিবেচনার প্রশ্নই ওঠে না। যদি কেউ মনে করেন মারদাঙ্গা, খুনোখুনি এবং ব্যাপক আতঙ্কের আবহাওয়ার মধ্যেই নির্বাচন হতে পারে তাহলে পশ্চিমবঙ্গে নিশ্চয়ই এখন নির্বাচন হওয়া সম্ভব এবং হওয়া উচিত। তা নিয়ে বিচার-বিবেচনার কী আছে? আবার যদি কেউ মনে করেন খুনোখুনি, দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং ব্যাপক আতঙ্কের আবহাওয়ার মধ্যে ভোটদাতারা কিছুতেই স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন না এবং সেইজন্যই ভোটাভুটি হওয়া উচিত নয়, তাহলে অনায়াসে বলা চলে, পশ্চিমবঙ্গে এখন কিছুতেই ভোটাভুটি হতে পারে না এবং তা হবে না। এক্ষেত্রেও বিচার-বিবেচনার কোনও প্রয়োজন নেই।

*

পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে বৃহত্তর কলকাতায় যে পরিবেশ মাসের পর মাস ধরে সৃষ্টি হয়েছে তা যে দু-চার সপ্তাহের মধ্যে স্বাভাবিক হওয়া সম্ভব নয় সেটা বাচ্চা ছেলেরাও বোঝে। আর, প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সরকার বোঝেন না?

পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে বৃহত্তর কলকাতায় এখন তিনটা জিনিস স্পষ্ট ঃ (১) মানুষ ভীত, আতংকিত এবং ক্লীব। একজন লোককে পাঁচটা ছেলে ধরে খুন করছে দেখলেও হাজার মানুষ ছুটে পালায়। (২) দুষ্কৃতিকারীরা, খুনীরা জানে যে, তারা যে কোনও অপরাধ করে আত্মরক্ষা করতে পারবে। সরকার বা পুলিশ বা জনসাধারণ তাদের কিছুই করতে পারবে না। এবং (৩) সর্বত্র রাজনৈতিক দলের কর্মী ও সক্রিয় সমর্থকদের অবাধ চলাফেরার অধিকার নেই। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ না হলেও বৃহত্তর কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল আজ কতকগুলি রাজনৈতিক 'জোনে' বিভক্ত। যে জোনে বা অঞ্চলে যে দল প্রধান সেই জোনে সেই দল বা তার মিত্রপক্ষ ছাড়া আর কারও প্রকাশ্যে সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করার অধিকার নেই। কুমারটুলি, চণ্ডীতলা, বরানগর, যাদবপুর প্রভৃতি অঞ্চলের কিছু অংশে যেমন সক্রিয় সি পি এম কর্মীর প্রবেশাধিকার নেই; তেমনি টালিগঞ্জ, দমদম, মানিকতলার কতকগুলি অঞ্চল আবার সি পি এম-বিরোধী সব দলের কর্মীর পক্ষে নিরাপদ নয়।

মাসের পর মাস ধরে পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে বৃহত্তর কলকাতায় এই যে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা কিছুতেই দু-চার-পাঁচ মাসে চট করে স্বাভাবিক হতে পারে না। মানুষের মনোবল একবার ভেঙে পড়লে, সরকার ও প্রশাসনের উপর আস্থা একবার চলে গেলে, হামলাকারী সম্পর্কে ভীতি একবার পেয়ে বসলে সহজে তা দূর হয় না, হতে পারে না।

কেউ যদি বলেন, এ অবস্থাতেও পশ্চিমবঙ্গে অনায়াসে নির্বাচন হতে পারে, আমার তাঁর সঙ্গে কোন বিরোধ নেই। যাঁর যেমন মনোবৃত্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গী তিনি তেমন বক্তব্য নিশ্চয়ই রাখতে পারেন। চোখের সামনে হাজার হাজার লোক না খেতে পেয়ে মরছে দেখেও একদল লোক রোজ রাতে প্রচুর অর্থব্যয়ে ও নানা উপকরণ সহ কলকাতার পারক স্ট্রীট ও চৌরঙ্গী-পাড়ায় হুল্লোড় করে বেড়ায়। এক ভাই যখন না খেতে পেয়ে মরে তখন আর এক ভাইকে সপরিবারে সপারিষদে কাপ্তেনী করে বেড়াতেও হামেসাই দেখা যায়। দলের ছোট ছোট ছেলেরা যখন কুকুর-বেড়ালের মত মারামারি করে মরে তখন নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে বহু নেতাকে 'চালাও, আরও চালাও' বলে হুংকার ও হুকুম দিতে দেখা যায়। যাঁর যেমন মনোবৃত্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গী, তিনি সেইভাবে চলেন। নিজ নিজ কাজ ও বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তিও দেন। তেমনি, কেউ যদি মনে করেন বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং পরিবেশে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হওয়া সম্ভব, তাহলে তিনি অনায়াসে তা বলতে পারেন। আবার, যদি কেউ মনে করেন, না, দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে নির্বাচন সম্ভব নয় তাহলে তিনিও নিশ্চয়ই বলতে পারেন, পশ্চিমবঙ্গে এখন কিছুতেই নির্বাচন হতে পারে না।

কিন্তু যদি কেউ এখনও বলেন, ভেবে দেখছি পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন সম্ভব কিনা, তাহলে বলতেই হবে তাঁর নিজস্ব কোনও অভিসন্ধি আছে এবং তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভাল-মন্দের কোনও যোগাযোগ নেই।

*

আরও একটা কথা বলছেন দিল্লির কর্তারা—পশ্চিমবঙ্গে হয়ত শুধু লোকসভার নির্বাচন হবে, বিধানসভার নির্বাচন হবে না।

এটা আরও অদ্ভুত কথা। লোকসভার নির্বাচন যদি হতে পারে, তাহলে বিধানসভার নির্বাচন হতে পারবে না কেন? একই ভোটদাতা, এবং একই রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক পরিবেশ, একই এলাকা, একই ভোটগ্রহণ কেন্দ্র—শুধু আলাদা আলাদা বাক্সের প্রয়োজন। ভোটদাতারা গিয়ে লোকসভার জন্য নির্দিষ্ট বাক্সে 'স্বাধীনভাবে ব্যালটপত্র ফেলতে পারলে' বিধানসভার জন্য নির্দিষ্ট বাক্সে গিয়ে তা ফেলতে পারবেন না কেন?

পশ্চিমবঙ্গে যদি লোকসভার নির্বাচন হতে পারে তাহলে বিধানসভার নির্বাচন না হতে পারার কোনও সংগত কারণ নেই। যদি তা করা হয়, যদি একটা নির্বাচন করে আর একটা বন্ধ রাখা হয় তাহলে বুঝতে হবে কর্তাদের এবং কর্তাদের নিশ্চয়ই অন্য কোনও হিসাব আছে।

যদি প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন করতে চাই না, কারণ পশ্চিমবঙ্গের ভোটদাতারা পশ্চিমবঙ্গ পরিচালনার জন্য উপযুক্ত কোনও সরকার গঠন করতে পারবেন না, তাহলেও না হয় তাঁর একটা বক্তব্য শোনা যেত। বুঝতে পারত লোকে, এই তাঁর যুক্তি, এইজন্যই তিনি এ রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন বন্ধ রাখতে চান।

কিন্তু এ যুক্তিও ধোপে টেঁকে কি?

প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে এই আগাম সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তাঁর আছে কি না। হতে পারে, এবারের নির্বাচনের পরেও পশ্চিমবঙ্গে কোনও সুষ্ঠু, স্থায়ী সরকার হবে না। কিন্তু হবে, কি হবে না সেটা প্রধানমন্ত্রী আগেই স্থির করে দেওয়ার কে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠবে, প্রধানমন্ত্রীর 'সুষ্ঠু ও স্থায়ী' সরকারই বা পশ্চিমবঙ্গের কি ভালটা করেছে? তাঁরা না পেরেছেন এই আট মাসে রাজ্যের খুনোখুনি, মারামারি কমাতে, না পেরেছেন প্রশাসনের অধঃপতন রোধ করতে। যে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ সুরু হওয়ার ঢাক-ঢোল পেটানো হয়েছিল তাও এখন প্রায় শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছে। বরং, সব মিলিয়ে সব দিক দিয়ে দেখতে গেলে রাষ্ট্রপতির শাসন অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর শাসনের আমলে পশ্চিমবঙ্গের অবনতি হয়েছে। এই যাঁর রেকর্ড তিনি কি বলতে পারেন পশ্চিমবঙ্গের ভাল হবে না বলেই আমি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন হতে দেব না?

মুখে তিনি যা-ই বলুন, আসলে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দল পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা এবং বিধানসভার নির্বাচনের জন্য ব্যাপকভাবে প্রস্তুত হচ্ছেন। কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রার্থী ঠিক করা হচ্ছে। দলের পারলামেনটারী বোর্ড সেই প্রার্থী-তালিকা ১০ জানুয়ারি চূড়ান্ত করবেন বলেও ঘোষিত হয়েছে। জোটের কাঠামোও দিল্লিতেই পাকা হয়ে এসেছে। এবং রাজ্যের আইন ও শৃংখলার গোটা পরিস্থিতি জেনেও প্রধানমন্ত্রী এই ব্যবস্থা করেছেন। সারা ভারতে লোকসভার নির্বাচন করতে হলে পশ্চিমবঙ্গেও লোকসভার নির্বাচন করতেই হবে। এবং পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার নির্বাচন করা হলে বিধানসভার নির্বাচন না করা হাস্যকর ব্যাপার।

তবু, তা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী কেন বলছেন, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হবে কি না ভেবে দেখছি? এই 'খেলার' আসল উদ্দেশ্যটাও কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হবে বলে আশা রাখি।

সম্পাদক সমীপেষু

পত্রপ্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য ঃ মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ

পাকিস্তানের সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলাফল আমাদের প্রচণ্ড শিক্ষা দিয়েছে। সেখানে, মুসলিম রাষ্ট্রে, ধর্মীয়-জিগির-তোলা মুসলিম লীগ, জমায়েত, ইসলাম প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দলগুলোকে মুসলমানেরাই কবর দিয়েছে, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানে দলগুলো তো সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন। সাধারণ জনগণের আশা-আকাংক্ষা পূরণের সম্ভাবনা নিয়ে শুরু হয়েছে আওয়ামি ও পিপলস পার্টির জয়যাত্রা।

অথচ ঠিক সেই সময়েই ধর্ম-নিরপেক্ষ ভারতে মুসলিম লীগ, জমায়েত প্রভৃতি দলগুলোর দ্রুত পুনরাবির্ভাব ঘটছে। সেই পুরানো ঘৃণ্য কৌশল—সেই ধর্মীয়-জিগির।

মজার কথা, একদিকে সাড়ম্বরে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সর্বভারতীয় সম্মেলন চলছে, অপরদিকে এই অবাঞ্ছিত দলগুলো সর্বভারতে নতুন নতুন শাখা বিস্তার করে প্রকাশ্যে ও সদর্পে সাম্প্রদায়িক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রতিরোধ তো দূর-অস্ত, প্রগতিশীল ইত্যাদি ধাপ্পার আড়ালে তাদের পৃষ্ঠিসাধন করছেন স্ব স্ব ক্ষুদ্রস্বার্থ পূরণের আশায়।

পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে গরিষ্ঠ জনগণ শিক্ষিত ও রাজনৈতিক সচেতন বলে শোনা যায়, অথচ এই দুই রাজ্যের মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলোতে অবিরাম সাম্প্রদায়িক বিষোদ্গার ও কুৎসিত প্রচার চলছে, বাম-ডান-উদার কোন পন্থী কোন নেতাকেই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করতে দেখি না।

হিংসা যেমন হিংসা আনে, সাম্প্রদায়িকতা তেমন পালটা সাম্প্রদায়িকতারই জন্ম দেয়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি কট্টর মোল্লারা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ধর্মীয়-জিগির তুলে অবাঞ্ছিত কার্যকলাপে গোলযোগের সৃষ্টি করে সরে পড়ে, পালটা প্রতিক্রিয়ায় নিধন ও সর্বনাশ ঘটে সম্পূর্ণ শান্তিপ্রিয় মুসলমানদের। সুতরাং ভারতের কয়েক কোটি শান্তিপ্রিয় অসাম্প্রদায়িক মুসলমানের স্বার্থেই মুসলিম সাম্প্রদায়িক দলগুলোর মূলোৎপাটন একান্ত জরুরী।

বিষবৃক্ষের অঙ্কুরেই বিনাশ শ্রেয়, তাই দলমতনির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা ও জনসাধারণের এ বিষয়ে এখনই তৎপর হওয়া উচিত। —ডঃ জামিন আমেদ, বাঁকুড়া।

রাণাঘাটে ৪ ঘণ্টা হরতাল

স্টাফ রিপোর্টার

সি পি এম-এর প্রাক্তন এম এল এ শ্রীগৌর কুণ্ডুকে লক্ষ্য করে মঙ্গলবার রাত্রে রাণাঘাটে বোমা মারা হয়। বোমায় শ্রী কুণ্ডু বা অন্য কেউ আহত হননি। এই ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার বেলা দুটো থেকে ছটা পর্যন্ত হরতাল পালন করা হয়।

শান্তিভঙ্গের আশংকায় বৃহস্পতিবার রাণাঘাট পৌর এলাকায় দু দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে।

১৯৭০ গত বছর কেমন গেল

বিশেষ প্রতিনিধি

ঠিক এক বছর আগে এই দিনটিতে বাংলাদেশে ভারতবর্ষে বা বিশ্বে কি কি ঘটেছিল মনে করতে পারেন কি? পারলেও করতে চাইবেন না। গত ১৯৭০-কে বাংলার মানুষ স্মৃতি থেকে মুছে দিতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। আবার কেন তাকে মনে করা? আবার কেন ভীত, সন্দিগ্ধ, উত্তেজিত পায়ে শবাগারে ফিরে যেতে বলা? অসহায় চোখে, সন্ত্রস্ত ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে গেল রক্তের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে। রাজনৈতিক হানাহানি আর কুৎসার বিষ ছড়াতে ছড়াতেই এসেছিল ১৯৭০।

পশ্চিম বাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকার থাকবে কি থাকবে না, এই অনিশ্চয়তার মধ্যে দুলতে দুলতে ১৯৭০ প্রথম থমকায় মারচে। ১৬ পদত্যাগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়। পরদিন সারা বাংলা হরতাল। সেদিন খুন হল ৩১ জন, বর্ধমানের সাঁই-বাড়ি আর ত্রিবেণী বীভৎসতার প্রতীক হয়ে উঠল। ১৯ চালু হল রাষ্ট্রপতির শাসন, ৩০ জুলাই বাতিল হল বিধানসভা। এ রাজ্যে নির্বাচন হবে কি হবে না সেটা ১৯৭০-এ জানা যায়নি। ভারতের কয়েকটি রাজ্যেও সরকারের অস্তিত্ব রক্ষা করা দায় হয়ে পড়েছিল গত বছর। পাঞ্জাব, বিহার, উত্তরপ্রদেশ কোয়ালিশন সরকার, রাষ্ট্রপতির শাসনও আবার সরকার গঠন করে অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে কাটিয়েছে। উত্তরপ্রদেশে রাজ্যপালকে পর্যন্ত নির্দেশ দিতে হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগের জন্য। স্বয়ংশাসিত পার্বত্য রাজ্য মেঘালয়ের উদ্বোধন হয় এবং কেরলে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। বিদেশেও নির্বাচন হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সিংহল, ব্রিটেন ও পাকিস্তান। বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়ক দশ বছর পর আবার সিংহলের এবং ব্রিটেনে রক্ষণশীল সরকারের এডোয়ারড হীথ প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। পাকিস্তানের কে হবেন এখনো স্থির হয়নি। শেখ মুজিবর রহমান ছাড়া কেউ বা আর হবেন। নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতীয় আওয়ামী লীগ দলের অবিসম্বাদী নেতা তো তিনিই।

১৯৭০-এ দুই রাষ্ট্রপ্রধানকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে জোর করে—আরজেনটিনার প্রেসিডেনট ও কামবোডিয়ার প্রিন্স সিহানুককে। ফলে কামবোডিয়ায় উত্তর ভিয়েতনামী সেনাদের উপর এমন প্রচণ্ডভাবে মারকিন ট্যাংক ও বিমান আক্রমণ চলে, যার ফলে আমেরিকায় তুমুল ছাত্র বিক্ষোভ ঘটে ও মারকিন সেনা প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করতে হয়। ইজরায়েল ও লেবাননের মধ্যেও যুদ্ধ ঘটেছিল। মজার কথা, মারকিন যুক্তরাষ্ট্রই পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি স্থাপনের জন্য যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয়—ইজরায়েল ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র তা মানতে স্বীকৃত হয়। এই বছর সোভিয়েট-পশ্চিম জারমান অনাক্রমণ চুক্তি হয়েছে। ব্যাপারটা ঠাণ্ডা লড়াই খতম করার পক্ষে খুবই আশাপ্রদ।

একটি মহাদেশে যখন শান্তির সম্ভাবনা বাড়ছে তখন আর এক মহাদেশে কমাবারও চেষ্টা চলেছে ১৯৭০-এ। পাকিস্তানকে ট্যাংক দিয়েছে—সোভিয়েট রাশিয়া—১৫০, চীন—২৫০ এবং যুক্তরাষ্ট্র দেবে ঠিক করেছে—১০০। রাজনীতিতে কে যে কখন কার দোসর হয় বোঝা দুষ্কর। রাশিয়া বলেছে হংকং-এ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যে কমুনিসট চীন বছরে ৬০ কোটি ডলার আয় করে।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট, ১৯৭০-এ দৃষ্টি আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল অন্তত তিনবার—১৪টি ব্যাংক রাষ্ট্রীকরণ আইন অবৈধ, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বৈধ ও প্রাক্তন রাজন্যদের ব্যক্তিগত ভাতা ও সুবিধা বিলোপের জন্য রাষ্ট্রপতির আদেশ অবৈধ ঘোষণা করে। নির্বাচনী মামলায় সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি গিরি। ভারতে এই প্রথম একজন রাষ্ট্রপতি আদালতে সাক্ষ্য দিলেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন চ্যালেনজের মামলাও এই প্রথম হল।

জলে-স্থলে-আকাশে মানুষের অভিযান ১৯৭০-এও অব্যাহত ছিল। থর হেইয়ারডালের নেতৃত্বে প্যাপিরাসের নৌকো রা-২, ৬,১৩০ কিলোমিটার সমুদ্র পাড়ি দেয় মিশর থেকে বারবাদোজ। একটা অসম্ভব ব্যাপার। এই রকম একটি অসম্ভবকে সম্ভব করে এক ব্রিটিশ পর্বতারোহী দল অন্নপূর্ণা—১ (২৬,৫৪৫ ফুট) শৃঙ্গ, দুর্গম ও নতুন পথে জয় করে। নেতা ছিলেন ক্রিস বনিংটন। আমেরিকার তৃতীয় চন্দ্র অভিযান যান্ত্রিক গোলযোগে ব্যর্থ হলেও অ্যাপোলো—১৩-র তিন মহাকাশচারীর চন্দ্রবেলায় প্রত্যাবর্তন, মনোবল ও স্থিতবুদ্ধির নতুন শিখর স্পর্শ করেছে। সয়ুজ-৯-য়ে দুই সোভিয়েট মহাকাশচারীর ১৭ দিনেরও বেশী মহাকাশে অবস্থান, এ বিষয়ে নতুন রেকরড হয়। তবে প্রযুক্তিবিদ্যার আর এক বিস্ময় সোভিয়েটের আরোহীহীন লুনাখোদ এখনো চাঁদে চলাফেরা গবেষণায় ব্যস্ত। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিযানের বড় খবর ছিল, হরগোবিন্দ খোরানা কর্তৃক প্রথম কৃত্রিম জীবকোষের সার্বিক বিশ্লেষণ ঘটানো এবং নোবেল পুরস্কার লাভ।

১৯৭০-এ ব্রাজিল বিশ্ব ফুটবলের জুলে রিমে ট্রফি জয় করে সেটিকে বরাবরের মত রাখার অধিকার পেয়েছে আর ভারত হারিয়েছে এশীয় হকি চ্যাম্পিয়নের মুকুট। কমলজিত সাধুর নাম ভারতের অ্যাথলেটিকস ইতিহাসে বরাবর খোদাই থাকবে, যেহেতু সে প্রথম ভারতীয় মেয়ে এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক অর্জন করল।

*

১৯৭০ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শোক বহন করেছে, অন্যান্য বছরের মতই। কিন্তু ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে পূর্ব বাংলার প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষকে নিশ্চিহ্ন করার মত ঘটনা বছর বছর ঘটে না। তবে বৃষ্টি হলেই জলবন্দী হওয়ার ঘটনা কলকাতা ও শহরতলিতে বছর বছরই ঘটে। ১৯৭০-এ জলবন্দী হয়ে বিপর্যস্ত হয়েছেন ২৫ লক্ষ লোক। বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের নয়টি জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৬০ লক্ষ লোক, নষ্ট হয়েছে ৬৫ কোটি টাকার ফসল। আর একটি বড় বিপর্যয় ঘটে পেরু-তে। ভূমিকম্পে ও ধসে সেখানে মারা গেছেন প্রভূত হাজার মানুষ। পোলানডে বিপর্যয় অন্য রকমের। বুভুক্ষার মানুষের বিক্ষোভ ও গুলিতে মৃত্যুবরণ।

১৯৭০-এ বিশ্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কয়েকজন সাহিত্যিক, রাজনীতিক, সাংবাদিক, বিজ্ঞানীর মৃত্যুতে। মারা গেছেন, বারট্রান্ড রাসেল, জামেল নাসের, দ্যগল, সুকর্ণ, ফরস্টার, মারিয়াক, রামণ; সালাজার, কেরেনস্কি, ফিসার গানথার। আত্মহত্যা করেছেন মিশিমা, বাংলা হারিয়েছে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, লীলা রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে। ১৯৭০-এ জন্মশতবর্ষ পালিত হল লেনিনের, ভারতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও যদুনাথ সরকারের; সার্ধশতবর্ষ পূর্ণ করলেন বিদ্যাসাগর।

১৯৭০-এ কেমন ছিলাম জানাতে এলোমেলো কয়েকটি তথ্য দিচ্ছি। বাংলা বন্ধ হয়েছে তিন দিন। পশ্চিমবঙ্গে চালু হয়েছে ১৯৩১ সালের সন্ত্রাসবাদ দমন আইন ও আটক আইন। কলকাতা জলে ডুবল বছরের মাঝামাঝি। কলকাতার পথ প্রবেশ কর প্রযুক্ত হয়েছে। বহু স্কুলে পরীক্ষা নেওয়া হয়নি। অকটোবর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ ছিল ১৯৫টি কারখানা ফলে বেকার ছিলেন ৭৫ হাজার শ্রমিক। জুন পর্যন্ত বাংলায় কর্মপ্রার্থী সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৩২ হাজার। ভারতে প্রতি সপ্তাহে বেকার সৃষ্টি হচ্ছে এক লক্ষ এবং ১৯৭০ মারচ পর্যন্ত আয়কর ফাঁকি দেওয়া গোপন আয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৫০৫ কোটি টাকা। কৃষিজমির সর্বোচ্চ সীমা পরিবার পিছু ১৫ একর বেঁধে দেওয়া হয়েছে। রেকরড ফসল ভারতে উৎপন্ন হয়েছে—১০ কোটি টন। তারাপুরে ৪০০ মেগাওয়াট পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়েছে। ইতিঃপূর্বে পাড়ে গেছে এবং বছরের শেষে ঘোষিত হয়েছে লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন।

আজ রাজ্য নব কংগ্রেস কর্ম সমিতির জরুরি বৈঠক : বিষয় নির্বাচন

স্টাফ রিপোর্টার

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের (নব) কর্ম সমিতির জরুরী বৈঠক আজ, শুক্রবার ডাকা হয়েছে। আলোচ্য বিষয়—নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন প্রসঙ্গ এবং নির্বাচনী জোট। এই বৈঠক শনিবারও চলতে পারে। বিভিন্ন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি, সম্পাদক এবং ছাত্র ও যুব প্রতিনিধিরা এতে যোগ দিচ্ছেন।

বৃহস্পতিবার রাজ্য নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীবিজয় সিংহ নাহার এই খবর জানান। প্রার্থী মনোনয়ন এবং বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়ার প্রস্তাব নিয়ে নানা জেলার নব কংগ্রেস, যুব ও ছাত্র কর্মীদের মধ্যে মতান্তরের সৃষ্টি হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গটি তোলা হলে শ্রীনাহার বলেন, একেবারেই গালগল্প। কেন না, কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা না করে আমরা এক পাও চলছি না। উত্তরবঙ্গ ছাড়া রাজ্যের আর জেলা কংগ্রেস কমিটির নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাঁরা কেউ আপত্তি করেননি। এমন কি, মেদিনীপুর জেলা থেকেও আপত্তি আসেনি।

কার্যকরী সমিতির বৈঠকেও এ নিয়ে আলোচনা হবে।

প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে তিনি বলেন, নিচের কর্মীরা, যাঁদের বাছাই করবেন, তাঁরাই মনোনয়ন পাবেন। তাঁদের দলে যুবকরা সংখ্যায় বেশী। অতএব, তাঁদের অনেকে মনোনয়ন পাবেন বলে আশা করা যায়। মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে আগে থেকে তাঁরা কিছু বলে দিতে চান না।

তিনি জানান, দশ জানুয়ারির মধ্যে তাঁরা নির্বাচনের প্রাথমিক কাজকর্ম শেষ করে ফেলতে পারবেন বলে আশা করছেন। তারপর দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য দিল্লি যেতে পারেন।

যুব কংগ্রেসের (নব) সভাপতি শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাশ মুন্সী বলেন, নির্বাচনের ব্যাপারে প্রদেশ নেতৃত্ব তাঁদের 'ব্ল্যাংক চেক' দিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা যা বলবেন তা সবচেয়ে আগে বিবেচনা করে দেখা হবে।

সি পি এম রাজ্য কমিটির বৈঠক শুরু

স্টাফ রিপোর্টার

বৃহস্পতিবার কলকাতায় সি পি এম-এর রাজ্য কমিটির বৈঠক শুরু হয়। শনিবার পর্যন্ত চলবে।

এদিন ওই দলের রাজ্য সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত সাংবাদিকদের জানান, তাঁরা ফসল কাটার প্রসঙ্গে আলোচনা করছেন। এ সম্পর্কে সমস্ত জেলার প্রতিনিধিদের বক্তব্য শোনা হবে। নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা তারপর।

বাংলা কংগ্রেস ও নব কংগ্রেসের প্রস্তাবিত জোট সম্পর্কে তিনি বলেন, নির্বাচনের সময় নানা লোকের মনে নানা আশা জাগে। দেখা যাক ভবিষ্যতে কী দাঁড়ায়।

বাংলা কংগ্রেস ও নব কংগ্রেস মিলিত হলে বিধানসভায় একশ' আশি থেকে দুশ'টি আসন পাবে বলে শ্রীসুশীলকুমার ধাড়া যে দাবি করেছেন, সে সম্পর্কে মতামত জানতে চাওয়া হলে প্রমোদবাবু ওই কথা বলেন। এরচেয়ে আর বেশী কিছু এখনই তিনি বলতে চান না।

মহাগুরুনিপাতের পাপ ঘটেছে

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের প্রতি ব্যাকুল আবেদন জানিয়ে বলেছেন : খুনের রাজনীতি, বদলার রাজনীতি বন্ধ করুন।

বিবৃতিতে বলা হয় : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপালচন্দ্র সেন মহাশয় গুপ্ত আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন। একজন নিরীহ বৃদ্ধ শিক্ষাগুরুকে পাঁচজন যুবক মিলে বধ করেছে। মহাগুরু-নিপাতের পাপ ঘটেছে। এ কাপুরুষতার নিন্দার উপযুক্ত ভাষা কোনো সভ্য মানুষের কলমে নেই। ঘটনাটি বিচ্ছিন্ন নয়। বেশ কিছুদিন ধরেই নরহত্যার প্রবণতা এ দেশের এক শ্রেণীর বিভ্রান্ত যুবকদের মধ্যে বেড়ে উঠেছে। এটা ঘটেছে আবার বৈপ্লবিক রাজনীতির নামে। কি করে আমাদের চোখের সামনে আমাদেরই সন্তান এতগুলি তরুণ মনে সমস্ত মূল্যবোধ হারিয়ে গেল। স্নেহ, দয়া, করুণা, বীরত্ব যেসব গুণের দ্বারাই মানবতা পশুত্বের চেয়ে পৃথক তার কোনোটারই অণুমাত্র অবশিষ্ট থাকল না ভাবলে আত্মধিক্কার জন্মে। নিরাপরাধ, নিরস্ত্র, একক একজন মানুষকে পাঁচজনে মিলে বধ করা সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব হীনতার পরিচয়—অথচ এই ঘটনাই ঘটছে বারবার। নারী বৃদ্ধ বালক কোনো মানুষকেই এরা রেহাই দেবে না। যুদ্ধের কোনো নিয়মই এই অপযুদ্ধের সৈনিকরা মানবে না। এবং এদের ধারণা দেশের হিতার্থেই এরা এসব করছে। দরিদ্রের দুঃখ দূর করবে এরা! অন্নের দারিদ্র্যের চেয়ে বিবেকের দারিদ্র্য আরও কত ভয়ানক তা এরা অন্ধ হয়েছে বলেই বুঝছে না। অপমানিত লাঞ্ছিত মানবতা আজ এই দুর্ভাগা বাংলা দেশের সমস্ত শুভ-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হিংসাত্মক কার্যকলাপ সম্বন্ধে নিন্দাবাণী প্রত্যাশা করে।

আমরা রাজনৈতিক দলগুলিকে অনুরোধ জানাই তাঁরা সমবেতভাবে এখনই নিজ নিজ দলের সভ্যদের এই খুনের রাজনীতি, বদলার রাজনীতি বন্ধ করতে আহ্বান জানান এবং এও বলি জনসাধারণেরও সামাজিক দায়িত্ব আছে। তাঁরা যদি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন, আক্রান্ত মানুষের আর্তনাদেও সাহায্য করতে এগিয়ে না আসেন তাহলে এ দেশ সভ্য জগতে ঘৃণিত হবে। এদেশের সংস্কৃতি বলতে কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। রাজ-

নৈতিক পরিণতিও নাৎসী জার্মানীর মতো হতে পারে।

তির্যক

গোয়েন্দা রিপ / জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের

নতুন উপাচার্য নিয়োগ সম্পর্কে সুপারিশ

স্টাফ রিপোর্টার

রেজিস্ট্রার শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হতে পারেন। বুধবার উপাচার্য নিয়োগ কমিটির বৈঠকে শ্রীবসু মল্লিকের নামই সুপারিশ করা হয়েছে বলে প্রকাশ। তবে তিনি রাজি না হলে বিজ্ঞান ফ্যাকালটির ডীন ডঃ অনিলকুমার মজুমদারকে অনুরোধ জানাবার কথা।

গত ৩১ জুলাই অধ্যাপক হেমচন্দ্র গুহ অবসর গ্রহণের ফলে উপাচার্যের পদ শূন্য হয়। ইনজিনিয়ারিং ফ্যাকালটির ডীন অধ্যাপক গোপাল সেনকে অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ করা হয় এবং তাঁকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়। সেই থেকেই নতুন উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে বিভিন্ন মহলে নানা জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে। অস্থায়ী উপাচার্য অধ্যাপক সেনকেই স্থায়ীভাবে নিয়োগের কথাও ওঠে। কিন্তু তিনি লিখিতভাবে তাঁর অসম্মতির কথা জানিয়ে দেন। প্রায় একই সময়ে রেজিস্ট্রার শ্রীপ্রবীর বসু মল্লিকও তাঁর অনিচ্ছার কথা জানিয়ে দেন।

৩১ ডিসেম্বর ছুটির দিন হওয়াতে ৩০ ডিসেম্বর অধ্যাপক সেনের কার্যকালের শেষ দিন ছিল। তাই নতুন উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে ঐদিন উপাচার্য নিয়োগ কমিটির বৈঠক বসে। বৈঠকে শ্রীবসু মল্লিককেই অগ্রাধিকার দিয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু তাঁর অনিচ্ছার কথা চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত তিনি অসম্মত হলে ডঃ মজুমদারকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। কমিটির এই সিদ্ধান্ত ঐদিন লিখিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী আচার্য বিচারপতি শ্রীঅরুণকুমার মুখারজিকে জানিয়ে দেবার কথা, কিন্তু তিনি কলকাতার বাইরে। শনিবার তিনি ফিরে এলে শ্রীবসু মল্লিকের সঙ্গে কথাবার্তা হলে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন।

রেজিস্ট্রার উপাচার্যের কাজ চালিয়ে যাবেন

নতুন উপাচার্য নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত রেজিস্ট্রার শ্রীবসু মল্লিক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে কাজ চালিয়ে যাবেন।

রেজিস্ট্রার শ্রীবসু মল্লিক এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, অস্থায়ী আচার্য বিচারপতি শ্রীমুখারজি ফিরে এলেই নতুন উপাচার্যের নাম ঘোষণা করা হবে।

শ্রীমল্লিক বলেন : সিল করা একখানি খামে সিলেকশন কমিটি উপাচার্য পদে একটি নাম সুপারিশ করে তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি আচার্যকে ওই খামখানি দেখান। আগামী ৪ জানুয়ারি (সোমবার) থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক ক্লাস শুরু হবে।

গোপাল সেন হত্যায় দেশজুড়ে ধিক্কার

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

পর এক গুণমুগ্ধ ব্যক্তি সান্ত্বনা দিতে যান। বৃহস্পতিবার সারাদিন তার কোন বিরতি ঘটেনি। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে যান। অনেকে যান মোমিনপুর মর্গে। সর্বত্রই হাজার হাজার লোক স্বর্গত অধ্যাপক সেনকে শেষবারের মত দর্শনের আশায় ছুটে গিয়েছেন।

খবর পেয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ডঃ ত্রিগুণা সেন দিল্লি থেকে বিমানে চলে আসেন। দমদম বিমানবন্দর থেকে ডঃ সেন সোজা চলে আসেন অধ্যাপক সেনের বাড়িতে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অধ্যাপক সেনের মৃতদেহের সামনে দাঁড়াতেই তাঁর চোখ দুটি ভিজে ওঠে।

ডঃ সেন আমাকে বলেন, 'কাল রাত্রে বেতারে খবরটা শুনে বিশ্বাস হয়নি। বিশ্বাস হয়নি এই জন্যে, যে ব্যক্তি ছাত্রদের এত ভালবাসতেন তাঁর এই পরিণাম কী করে হতে পারে!'

অধ্যাপক সেনের মরদেহ কোথায়, কখন আনা হচ্ছে?—এই খবর জানার জন্য সকাল থেকে আমাদের অফিসে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু লোক টেলিফোন করেন। তাঁর মরদেহ বিশ্ববিদ্যালয়ে আনা হয় বেলা সওয়া একটা নাগাদ। কিন্তু ভিড় জমতে থাকে সকাল নয়টা থেকেই।

বেলা দেড়টা নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অরবিন্দ বিলডিংসের সামনে হাজার হাজার লোক জমে যায়। একটি খাটে ফুল-মালায় সজ্জিত অন্তিম শয্যায় শায়িত অধ্যাপক সেনের মুখখানি তখনও অবিকৃত ছিল। তাঁর মাথার বালিশটা সরিয়ে নিতেই দেখা গেল শুধু রক্তে ভেজা। বাঁ দিকে কানের কাছে ক্ষত চিহ্ন জমাট রক্তে প্রায় ঢাকা।

প্রখ্যাত থেকে যাদবপুরের অতি সাধারণ একজন দোকানিও মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে চোখের জল রোধ করতে পারেননি। অশ্রু সজল চোখে তাঁরা প্রণাম জানিয়েছেন। এই নৈষ্ঠিক শিক্ষাব্রতী ছাত্র দরদী মহান ব্যক্তির উদ্দেশ্যে। আর সঙ্গে সঙ্গে ধিক্কার দিয়েছেন তাঁর আততায়ীদের উদ্দেশে।

অনেককে মন্তব্য করতে শুনেছি, যে ব্যক্তির চাকরির মেয়াদই শেষ হয়ে গিয়েছে তাঁকে খুন করে কি লাভ হল? কেউ কেউ বা মন্তব্য করেছেন, একজন উপাচার্যকে মেরে কি ধরনের বিপ্লব হয় তা বোঝা দুঃসাধ্য।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এবং বাড়ির সামনে অধ্যাপক সেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ভিড় যেমন ভেঙে পড়েছিল, তেমনি ছিল শৃঙ্খলাবোধ। বলা মাত্র সকলে সারিবদ্ধ চলতে শুরু করে। চলমান সারি থেকেই তাঁকে শ্রদ্ধা জানান, পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন।

ইদানীংকালে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যুর পর শোকার্তদের ভিড় দেখেছি। কিন্তু অধ্যাপক সেনকে শেষবারের মত দেখার জন্য যে ভিড় হয়েছিল তা আশাতীত। তবে নিছক ভিড় নয়, সুশৃঙ্খল জনতা। দেড়টা থেকে অধ্যাপক সেনের মৃতদেহের সামনে দিয়ে দর্শনার্থীদের মিছিল শুরু হয়েছিল। বেলা তিনটা নাগাদ যখন শবদেহ অরবিন্দ বিলডিংসের সামনে থেকে তাঁর বাড়ির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন ভিড় যেন দ্বিগুণ হয়ে গেল। সেই পথেই ছিল ঘটনাস্থল। পুকুরের ধারে কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে চাপ চাপ রক্ত সকাল থেকেই পুলিশ ওই জায়গাটা ঘিরে রাখে।

অধ্যাপক সেনের [illegible] বারান্দায় মহিলারা অনেক আগে থেকেই প্রতীক্ষা করছিলেন। শবদেহ সেখানে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় সব নীরবতা ভেঙে গেল। পাগলের মত লুটিয়ে পড়লেন অধ্যাপক সেনের স্ত্রী, দুই মেয়ে, ছেলে, ছোট ভাই এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় বাড়ি বিরাট উদ্যান, বৃক্ষরাজি, বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক, সাধারণ কর্মী, পদস্থ অফিসার ছাত্র সবাই যেন সারাদিন গুমরে গুমরে কাটাচ্ছিল, শেষযাত্রার পূর্ব মুহূর্তে কেউ তার অশ্রুসংবরণ করতে পারলেন না। মনে হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক গোপাল সেন এ'দের সকলের আত্মীয়, সকলেরই অতি আপনজন।

তখন বেলা গড়িয়ে এসেছে, সূর্যের তাপ নিস্তেজ। একটি গাড়িতে তোলা হল অন্তিম শয্যায় শায়িত অতি প্রিয়জনকে। ফুল আর মালার স্তূপে তাঁর দেহ প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে অধ্যাপক সেনের মরদেহে মালা দিয়েছেন শিক্ষা-সচিব শ্রী জে সি সেনগুপ্ত, রাজ্যপালের পক্ষে এ-ডি-সি, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক হেমচন্দ্র গুহ, বর্ধমানের উপাচার্য অধ্যাপক রমারঞ্জন মিত্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভাইস চ্যানসেলর শ্রীহীরেন মজুমদার, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক সমিতির মৃণ্ময় ভট্টাচার্য, প্রতুল লাহিড়ী এবং সৌরীন ভট্টাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংস্থার সভাপতি ডঃ বিমল চন্দ, প্রাক্তন ছাত্রদের পক্ষে শ্রীউদয়ন চ্যাটারজি, আবাসিকদের পক্ষে শ্রী কে সি চ্যাটারজি, কর্মী সংসদের শ্রীবাসুদেব মিত্র, ন্যাশনাল কাউনসিলের শ্রীখগেন চ্যাটারজি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগ।

এছাড়া মালা দেওয়া হয় যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সেনট্রাল টেসটিং ল্যাবরেটারি, স্টেট ব্যাংক কর্মচারী সংস্থা, প্রাচী সিনেমা, করপোরেশনের অ্যাপ্রেনটিস, আবাসিক মহিলা, এন সি সির ন্যাভাল ইউনিট, প্রিনটিং টেকনোলজি, স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব, টু বেঙ্গল এয়ার স্কোয়াড্রন, ইনডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনসটিটিউট প্রভৃতির পক্ষ থেকে।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীকরুণাকেতন সেন এবং কলকাতার মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূর এদিন সকালেই অধ্যাপক সেনের বাড়িতে গিয়ে তাঁর শোকসন্তপ্ত স্ত্রীকে সান্ত্বনা জানিয়ে আসেন।

মেয়র শ্রীশূর কেওড়াতলা শ্মশানে অধ্যাপক সেনের অন্ত্যেষ্টির বিশেষ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

আজ, শুক্রবার সম্বলপুরে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় হকি প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হকি টিমের রওনা হওয়ার কথা ছিল। অধ্যাপক সেনের মৃত্যুতে তা বাতিল করা হয়েছে।

শেষ যাত্রা

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে অধ্যাপক সেনের মৃতদেহ নিয়ে যখন শোক মিছিল শুরু হয় তখন দেখা গেল বাইরে রাস্তার দু ধারে-বাস, লরি, রিকসা, টেমপো জনতা সারি দিয়ে অপেক্ষা করছে। দোতলা বাসের যাত্রীরা জানলা থেকে মুখ বের করে প্রণাম জানাচ্ছেন।

পথ ঘুরে ঘুরে শোক মিছিল গিয়েছে, আর দুপাশে শোকার্ত জনতা শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে দিয়েছেন। কেওড়াতলা শ্মশানে যখন শেষযাত্রা শেষ হল তখন সেখানেও অগণিত লোক।

সেই সহস্র অশ্রুসজল মানুষের চোখের সামনে সব শেষ হয়ে গেল। অন্ত্যেষ্টি পর্ব শেষ। মুখাগ্নি করেন অধ্যাপক সেনের পুত্র শ্রীপ্রসূন সেন।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শোক প্রকাশ

ডঃ গোপাল সেনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য বৃহস্পতিবার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় বেলা দেড়টায় ছুটি হয়ে যায়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররা এক সভায় মিলিত হয়ে ডঃ সেনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই সভায় সভাপতি ছিলেন উপাচার্য শ্রীকরুণাকেতন সেন।

রাজ্য সরকার বিচলিত

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ গোপালচন্দ্র সেনের খুনের ঘটনায় বিচলিত রাজ্য সরকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে চান। এই খুনের কিনারার জন্য পূর্ণাঙ্গ তদন্তও হবে। বৃহস্পতিবার রাজভবনে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে সমস্ত পরিস্থিতি আলোচিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ বন্ধের উপায় **নির্ধারণের জন্য ১০ জানুয়ারির মধ্যে রাজ্যপাল রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কলেজ অধ্যক্ষ এবং সম্ভব হলে প্রধান শিক্ষকদের এক সম্মেলন ডেকেছেন। তিনি নিজে শিক্ষাবিদদের সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তি রক্ষার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে চান।**

প্রকাশ, তাঁদের কাছে তিনি জানতে চাইবেন শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান বিশৃংখল অবস্থার অবসান সম্ভব কী ভাবে। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তা রক্ষার উপায় কী? স্কুল কলেজ খোলাই বা রাখা যাবে কী ভাবে। নিরাপদে ক্লাশ চালানো যায় কী করে?

অধ্যাপক সেনের খুনের ঘটনায় রাজ্য সরকার এতই উদ্বিগ্ন যে রাজ্যপাল এই সম্মেলন ১০ জানুয়ারির মধ্যেই করতে চান। যাতে দেরিতে অন্য কোন কাজে তিনি ব্যস্ত হয়ে না পড়েন। যত বেশি সংখ্যক সম্ভব উপাচার্য অধ্যক্ষ এবং প্রধান শিক্ষক যাতে এই সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারেন শিক্ষা সচিবকে তিনি সেই ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় রাজভবনে রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান উপদেষ্টা এবং অফিসারদের সঙ্গে সমগ্র পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ, মুখ্য সচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্ত স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী বি আর গুপ্ত এবং শিক্ষা সচিব শ্রী জে সি সেনগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে জানা যায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনে পুলিশ যাওয়ার নীতি এবং এজন্য উপাচার্য বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধানের অনুমতির প্রশ্নটিও আবার আলোচিত হতে পারে।

সরকারী একটি সূত্রে এদিন বলা হয়, কিন্তু যে ক্ষেত্রে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য খুন হয়ে যান সেখানে পুলিশ যেতে না পারলে হিংসাত্মক কার্যকলাপের ফলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই বানচাল হয়ে যাবার আশঙ্কা। সুতরাং ভবিষ্যতে শিক্ষাক্ষেত্রে শান্তি রক্ষার জন্য এই সমস্ত পরিস্থিতিই খতিয়ে দেখতে হবে।

সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম প্রতিহত করতে হবে

প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের পর

বিষয়। পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসনে ব্যক্তি সন্ত্রাস, গুপ্তহত্যা প্রভৃতি কার্যকলাপ চূড়ান্তপর্যায়ে পৌঁছেছে। অধ্যাপক সেনের হত্যা তারই এক বহিঃপ্রকাশ। এই ঘটনার প্রতি ধিক্কার জানাবার ভাষা আমাদের নেই। পশ্চিমবঙ্গের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে আবেদন সমস্ত মতামতের ঊর্ধ্বে এসে গুপ্তহত্যা, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রতিহত করার জন্য এগিয়ে আসুন।

মেয়রের বিবৃতির পর অধ্যাপক সেনের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সদস্যরা এক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে পরলোকগতের আত্মার শান্তি কামনা করেন ও সভা মুলতুবি হয়ে যায়।

সি পি এম নেতার নিন্দা

সি পি এম-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বুধবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ গোপাল সেন খুন হওয়ায় তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি রাজ্যপাল ও তাঁর উপদেষ্টাগণকে আততায়ীদের খুঁজে বের করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতির শাসনের আমলে অনেক হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটিত হয়নি। এই ঘটনাটা যেন সেগুলির মত না হয়।

শ্রীদাশগুপ্ত আরও বলেন, কোন কোন রাজনৈতিক দলের কোন কোন নেতা বক্তৃতা দিতে এই ধরনের অপরাধের কার্যকলাপকে বিপথচালিত তরুণদের কাজ বলে চালাবার যে চেষ্টা করছেন তার অন্তর্নিহিত বিপদের প্রতি তাঁরা সমস্ত গণতন্ত্রমনা ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। জনগণ যেন সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে এসে এই সব হত্যাকারী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের শক্ত হাতে দমন করেন।

সিভিল লিবার্টি কাউনসিলের সভাপতি শ্রী এন সি চ্যাটারজি এক বিবৃতিতে উপাচার্য সেনের হত্যাকাণ্ডের গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে কিছুকাল ধরে যে সন্ত্রাসবাদী কাজ ও হত্যাকাণ্ড চলছে এটা তারই চরম পর্যায়ের একটি ঘটনা। রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন না হলে এ অবস্থার পরিবর্তন হবে না।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ফ্যাকালটির ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রণব মুখার্জি অধ্যাপক সেনকে শিক্ষাশহীদ বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার আবহাওয়া সৃষ্টি করে যে ঐতিহাসিক কাজ পরলোকগত উপাচার্য করেগিয়েছেন এজন্য ছাত্রসমাজ চিরদিন তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে শ্রীগৌতম ঘোষ বলেন, আমাদের সমাজে যাঁরা সর্বজনশ্রদ্ধেয় এমন একজন পূজনীয় ব্যক্তির উপর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আঘাত সমাজের সবস্তরের মানুষের উপর আঘাত বলে চিহ্নিত হওয়া উচিত।

উপাচার্য সেনের হত্যাকাণ্ডে গভীর শোক প্রকাশ করে ও দুষ্কৃতকারীর শাস্তি দাবি করে আরও যে সব সংস্থা ও ব্যক্তি বিবৃতি দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন—দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটি, নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সংসদ, পি-এস ইউ পশ্চিমবঙ্গ পলিটেকনিক টিচারস ফেডারেশন হাওড়া জেলা ছাত্র পরিষদ প্রভৃতি।

আট পার্টির সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের বৈঠক

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

একটি জোট গঠন করবেনই। সেজন্য একটি নির্বাচনী ইস্তাহারও রচিত হচ্ছে। শ্রীসুশীল ধাড়া এইদিন ইউ এন আই-এর প্রতিনিধিকে বলেছেন যে এই রকম একটি জোট গঠনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

রাজনৈতিক মহলের খবর, মুলত নব কংগ্রেস, সি পি আই এবং অজয়বাবুর ইচ্ছাতেই আট পার্টির সংগে বাংলা কংগ্রেসের বৈঠক বসার সিদ্ধান্ত হয়েছে। নব কংগ্রেস এই বৈঠকের ব্যাপারে মোটেই বিরস নয়, বরং উৎসাহী।

পরস্পরবিরোধী পোস্টার

দুটি পরস্পর বিরোধী পোস্টার পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যেও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এদিন আগেই পোস্টার পড়েছিল যে, সি পি এম এজেন্ট গোপাল সেনকে খতম কর...... খতম কর। আবার বৃহস্পতিবার যাদবপুর থানার চণ্ডীতলা এলাকাতে সি পি এম এল-এর নামে পোস্টার পড়েছে যে, সি পি এম-ই গোপাল সেনকে হত্যা করে নকশালদের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে।

গুজরাট, উত্তরপ্রদেশের

মুখ্যমন্ত্রীরা এখন বিধানসভার নির্বাচন চান না

গান্ধীনগর, ৩১ ডিসেম্বর—গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহিতেন্দ্র দেশাই আজ এখানে বলেছেন, তিনি রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাব দিচ্ছেন না। দলের সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এখন রাজ্য বিধানসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনায়েক আজ নাগপুরে ঘোষণা করেছেন, লোকসভার সঙ্গে সঙ্গে বিধানসভার নির্বাচনের জন্য মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হবে না।

লখনউয়ের খবর, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী টি এন সিং আজ বলেছেন মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য উত্তর প্রদেশ বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হবে না। তিনি বলেছেন বিধানসভা ভেঙে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। 'আমার সরকার প্রধানমন্ত্রীর সরকারের মত লঘিষ্ঠ নয়।'

মহীশূর মন্ত্রিসভার বৈঠক ২ জানুয়ারি বসছে

মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন্দ্র পাতিল রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দেওয়া এবং অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে আগামী ২ জানুয়ারি তাঁর মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকেছেন।

—পি টি আই, ইউ এন আই

রাজ্যে নির্বাচন সম্পর্কে

ডি এম কে দল ৩ জানুয়ারির বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর—তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম করুণানিধি আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আলোচনা করেন। তিনি নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজগজীবন রামের সঙ্গেও কথা বলেন।

পরে সাংবাদিকদের কাছে শ্রীকরুণানিধি বলেন, **রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দেওয়া এবং লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সঙ্গে রাজ্যেও নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে ৩ জানুয়ারি দলের সাধারণ পরিষদের বৈঠকের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।** —ইউ এন আই

পাক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ১৩

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর—পাকিস্তান ইনটারন্যাশনাল এয়ারলাইনস-এর একটি যাত্রীবাহী ফকার ফ্রেনডশিপ বিমান আজ সকালে শ্রীহট্টের কাছে সমশেরনগরে ভেঙে পড়ে। বিমানটিতে চালক-কর্মী ছাড়া যাত্রী ছিলেন ২৮ জন। নিহতের সংখ্যা ১৩। ১৫ জন কোনরকমে প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। বিমানটি ঢাকা যাচ্ছিল। এই খবর রেডিও পাকিস্তানের।

'বসুমতী' খোলার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আশ্বাস

বসুমতী খোলার বিষয়ে বৃহস্পতিবার রাজভবনে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও তথ্য দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী আই কে গুজরালের সঙ্গে দুটি পৃথক প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। মন্ত্রী মহাশয় বসুমতী খোলার ব্যাপারে সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন বলে প্রতিনিধিদের আশ্বাস দেন এবং এবিষয়ে শীঘ্রই দিল্লিতে সকলকে নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে বলেও তিনি জানান।

মহাজোটের চার নেতার বৈঠক

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর—শ্রীমতী গান্ধীর নব কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য যে 'মহাজোট' গঠনের উদ্যোগ আয়োজন চলছে তারই চারজন শীর্ষ নেতা আজ সন্ধ্যায় আদি কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার বাসভবনে মিলিত হন। প্রায় এক ঘণ্টা আলোচনা করে তাঁরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। আগামীকাল আবার বৈঠক বসার কথা আছে। কাল বি কে ডি নেতা শ্রীচরণ সিং ও এস এস পি নেতা শ্রীরাজনারায়ণের বৈঠকে যোগদানের কথা আছে।

যে চারজন নেতা আজ উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন শ্রীমোরারজি দেশাই, শ্রীমিনু মাসানি (স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান), জনসংঘ সভাপতি শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী ও আদি কংগ্রেস সভাপতি শ্রী এস নিজলিঙ্গাপ্পা।

পি টি আই : শ্রীচরণ সিং বৃহস্পতিবার লখনউয়ে বলেন, "সম্ভাব্য" প্রধানমন্ত্রীর নাম যদি ঘোষণা করা হয় তাহলেই ভারতীয় ক্রান্তি দল, আদি কংগ্রেস, জনসংঘ, স্বতন্ত্র ও এস এস পি জোটে যোগ দেবে।

শ্রীচরণ সিং-এর এই মন্তব্য নিয়ে জনৈক আদি কংগ্রেস নেতা মন্তব্য করেন, "এই ব্যাপারটা বিয়ের আগেই ছেলের নামকরণের মত হবে।"

'৭১ সালে কেন্দ্রে কোয়ালিশান হবে : —বাজপেয়ী

জনসংঘ সভাপতি শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, ১৯৭১ সালে কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার হবে।

আজ এখানে সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীবাজপেয়ী বলেন যে আগামী সংসদীয় নির্বাচনে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা লাভের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস 'ফাঁকা বড়াই'। তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও তামিলনাড়ু এই তিনটি রাজ্যে নব কংগ্রেস দলের কোন জোরই নেই। ওই তিন রাজ্য মিলিয়ে তাদের ৯৮টি আসন আছে। আর উত্তর প্রদেশ, বিহার, গুজরাট, মহীশূর ও ওড়িশায় আছে ২০০টি আসন।

শ্রীবাজপেয়ীর মতে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান হরিয়ানা ও দিল্লির রাজনৈতিক হাওয়া জনসংঘের পক্ষে ভাল।

আনন্দবাজার পত্রিকার
রাজনৈতিক ভাষ্যকার
বরুণ সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের বাইশ মাসের রাজত্বের অনেক গোপন ঘটনা ও তথ্য—যা শুধু লোকলোচনের অন্তরালেই ঘটেছে যে তা-ই নয়, অদ্যাবধি প্রকাশিতও হয়নি—বহু প্রয়াসে সংগ্রহ করে যুক্তফ্রন্টের বাইশ মাসের শাসনের 'এক চাঞ্চল্যকর ইতিহাস লিখেছেন

পালাবদলের পালা

নামে। আশু প্রকাশ্য তাঁর প্রথম বইয়ে। বহু রাজনৈতিক দল এবং বিখ্যাত দেশনেতার এমন বহু গোপন কাহিনী তিনি তাঁর এই চাঞ্চল্যকর ঐতিহাসিক বইয়ে প্রকাশ করেছেন যে, এ বই প্রকাশ মাত্রেই সারা দেশময় তোলপাড় শুরু হয়ে যাবে।

জানুয়ারীর প্রথম দিকে প্রকাশিত হচ্ছে। দাম বারো টাকা

কিনে, চেয়ে, বা ধার করে—যেমন করেই হোক, এ বই আপনাকে পড়তেই হবে। নইলে আপনি এতকাল যে অন্ধকারে ছিলেন চিরকাল সেই অন্ধকারেই থেকে যাবেন।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৭৫ বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা ৯

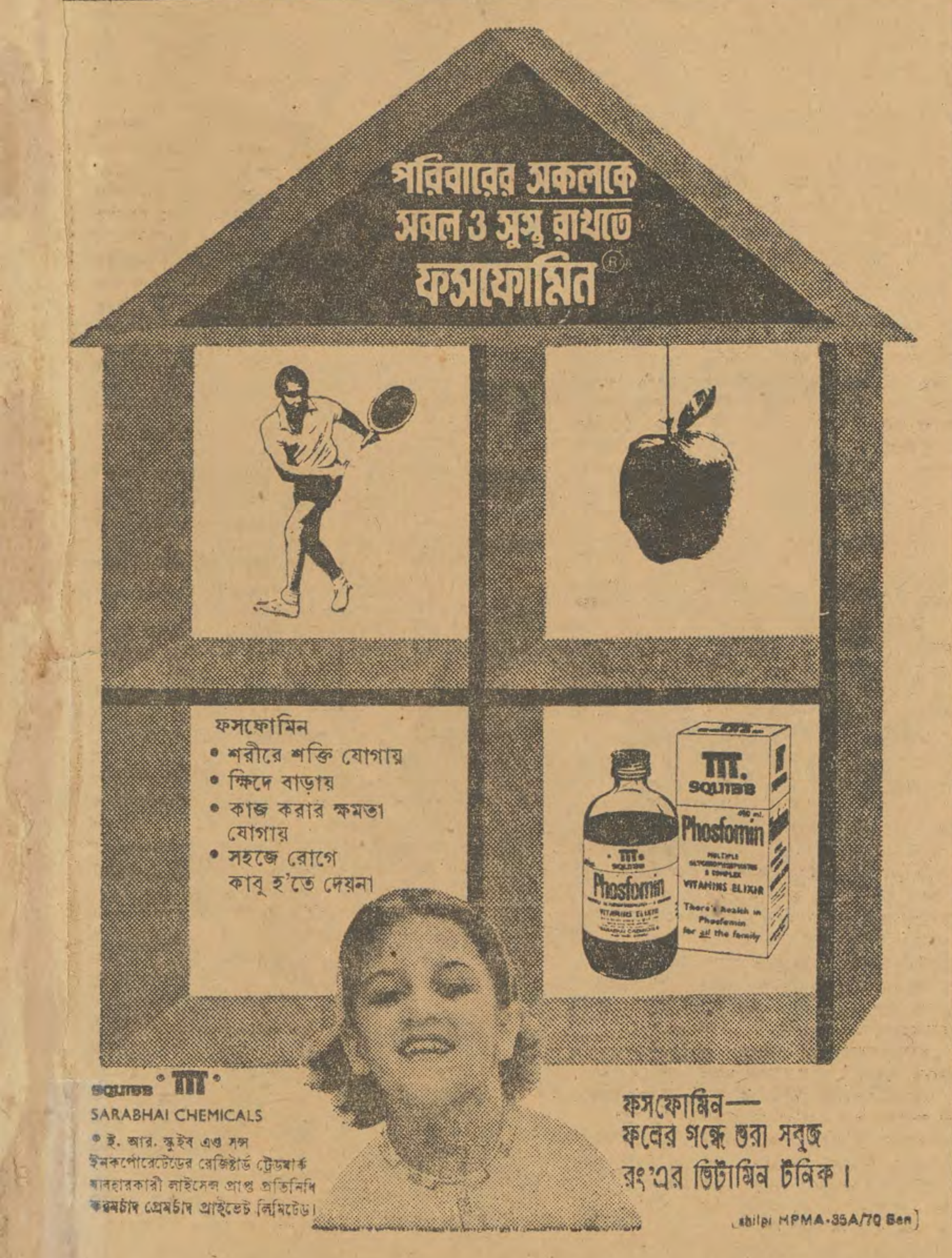

অন্যান্য চিত্রগৃহে

রূমা — বিরাটি ১২দ, ৩দ, ৬দ — রূপসী (৪র্থ সপ্তাহ)

যোগমায়া — হাওড়া ৬৭-২১২৭ ১, ৪, ৬॥ — স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে

জয়া — ৫৭-৩৯৩৬ বাতানুকূল ১ ও ৫-২০ — মেরা নাম জোকার

রূপম — ফোন: ৩৪-৪৩৯৪ ১, ৪ ও ৭টায় — চিত্তরঞ্জন

বিনোদিনী — বাগুইআটি ১, ৪, ৬-৪৫ — ইনসানিয়াৎ

পূর্বাশা — ৪৬-২৩৩২ ১॥, ৪॥, ৭॥ — উমঙ্গ

রাধাশ্রী — (বাতানুকূল) দমদম ৫৭-৩৩০৩ ১॥, ৪॥, ৭॥ — সাচ্চা ঝুটা

জেম — প্রত্যহ বেলা ১১টায় দেবানন্দ ও বৈজয়ন্তীমালা — অমর দীপ

অশোকা — বেহালা ৪৫-৪০১২ ১২, ৩, ৬টা — FRANCONERO TEXAX ADDIO

অলকা — ৬৭-২০২৭ ১॥, ৪॥ ও ৭॥টায় — রূপসী (৪র্থ সপ্তাহ)

নারায়ণী — তাপনিয়ঃ ৫৬-৩৩৩৮ ১-৩০, ৬ — মেরা নাম জোকার

পার্বতী — হাওড়া ৬৪-২৪২১ ১২॥, ৩॥, ৬টা — রূপসী (৪র্থ সপ্তাহ)

সুরশ্রী — ৩৫-৩৮৩৬ ১২, ৩, ৬টা — শিল্পী

উর্বশী শো হাউস — ৫৫-২২৭০ ৩, ৬, ৮-৩০ — SERGEANT RYKER

শ্যামাশ্রী — হাওড়া ৬৭-৩১৫০ ১২, ৩, ৬ — কব্, কিঁউ, আউর কাঁহা

রূপায়ন — সিনেমা ৪৫-২৭৩৬ ২, ৫, ৮ — কব্, কিঁউ, আউর কাঁহা

শ্যামলী — ৬৭-২৩৫৮ ১, ৪, ৭টায় — পদ্মগোলাপ

নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ জানাই

উত্তম-সাবিত্রী অভিনীত

নিশিপদ্ম (A)

বছরের মধুরতম চিত্র

পরিচালনা-অরবিন্দ মুখার্জি
সঙ্গীত-নচিকেতা ঘোষ

সম্মিলিত ৩৩শ সপ্তাহ

শ্রী — প্রাচী — ইন্দিরা
১২, ৩, ৬ — ১॥, ৪॥ ও ৭টা — ৩, ৬, ৯

২য় সপ্তাহে: অন্নপূর্ণা | বারুইপুর শো হাউস
পূর্ণ | ছায়াবাণী | সায়মন্ড টকীজ | কল্পনা
রূপবাণী | বনশ্রী (৩য়) | গোধূলি

গৌরবোজ্জ্বল ষষ্ঠ সপ্তাহ

জিয়ারত গাহে হিন্দ

ক্রাউন — মুক্তি (কামারহাটি)

বিশ্বরূপা — ফোন: ৫৫-৩২৬২ আজ ২॥ ও ৬টা কাল ২॥, ৬

শ্রেষ্ঠাংশে: জয়শ্রী, সবিতাব্রত, সত্য, কণিকা, তরুণ, গোবিন্দ, নিমু এবং শেখর ও অনুপ
বিঃ দ্রঃ—প্রতি শনিবার ২॥টায় অতিরিক্ত শো

রঙমহল — ফোন: ৫৫-১৬১৯
শুভমুক্তি
আজ ২॥টা ও ৬টায়
শনি: ৬টা ● রবি: ২॥ ও ৬টায়
—নতুন হাসির নাটক—
মনোজ মিত্রের
বাবাবদল
॥ পরিচালনা: জহর রায় ॥
শ্রেঃ জহর রায় ॥ হরিধন ॥ অজিত চট্টো ॥ মৃণাল ॥ অমরনাথ ॥ তুষার ॥ মিণ্টু ॥ মানস ॥ ইন্দিরা দে ॥ রত্না ঘোষাল ॥ সাধনা রায়চৌধুরী ও সরযূ দেবী

স্টার থিয়েটার
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
স্থাপিত: ১৮৮৩ ● ফোন: ৫৫-১১৩৯
শর্মিলা
আজ: [ইং নববর্ষ]: ২॥ ও ৬টায়
কাল ৪টায়
পরশু: ২॥ ও ৬টায়
বিঃ দ্রঃ—২রা জানুয়ারী '৭১ হইতে প্রতি শনিবার বেলা ৪টায়

"আপনার ১৯৭১ ভাল কাটুক"
শৌভনিক
আজ ও কাল সন্ধ্যা ৬|৩০টায়
মুক্ত-অঙ্গনে
মলাটের রঙ মুহূর্ত
[প্রাপ্তবয়স্ক দর্শকদের জন্য]
৩-১-৭১—?

রঙ্গনা — বিশ্বরূপার রাস্তায় সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)

নান্দীকার
আজ ২॥ ও ৬টায়
শের আফগান
কাল ৬টায় ● পরশু ২॥টে ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
বৃহস্পতিবার ৬টায় যখন একা
নির্দেশনা: অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

অঙ্গার
আজ ৩ ও ৬॥টায়
শনিবার ৬॥টায়
রবিবার ৩ ও ৬॥টায়
মিনার্ভা থিয়েটার ৫৫-৪৪৮৯

৫ম সঃ — সুক্ষ্ম রসানুভূতিতে অভূতপূর্ব চিত্র......

প্যারাডাইস : প্রিয়া : মিত্রা
২॥, ৫দ, ৯ — ২॥, ৫॥, ৮॥ — ২, ৫, ৮॥
সূর্যঘর (আগরতলা)
মিলনী (বারুইপুর)

—সবার মুখে এক কথা—
শঙ্কর ফেরি
উদয়শঙ্করের বিস্ময়কর সৃষ্টি
আকাদেমি অব্ ফাইন আর্টস
প্রত্যহ: ৩টা ও ৬টা ● অগ্রিম: ১০—৭টা
টিকিট—১৫, ১০, ৭, ৫, ৩, ও ২,
● রণজিতমল কাংকারিয়ার নিবেদন ●

ময়া সিনেমা —সালকিয়া— প্রত্যহ ১২, ৩ ও ৬টায়
CONQUERORS OF THE GOLDEN CITY
(সি ৫৪১৭)

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে
নতুন নাটক
?
পরবর্তী বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করুন

নববর্ষের অনাবিল আনন্দ
ফিরপো হোটেল
আজ ও রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় মিস্ ক্যালকাটা '৭০-এর উপস্থিতিতে ২০ জন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নৃত্য, অর্কেস্ট্রা, বাংলা ও হিন্দী চিত্রের গান, গজল ও ফিরপোর পুরো ক্যাবারে। চা, স্ন্যাকসহ ১৫, টাকা। বুক করুন: ফিরপোজ, অজন্তা (এসপ্লাঃ)।

আজ থেকে
তালাস
সংগীত এস.ডি.বর্মণ গীত মজরুহ
জেম — অজন্তা
(তাপনিয়ঃ) ২, ৫॥, ৮॥ (বেহালা)

সংগীত - সুধীন দাশগুপ্ত
উত্তরা • উজ্জ্বলা • পূরবী
(১২, ৩, ৬॥টা) (২॥, ৫দ, ৮টা)

রূপমন্দির (বেলঘরিয়া) নীলা (ব্যারাকপুর) রাণাঘাট টকীজ (২য়) ভারতী (চাকদহ, ২য়) জয়ন্তী (মেমারী, ২য়) শিবানী (বেগমপুর, ২য়) মেনকা (নালীকুল) রূপশ্রী (জলপাইগুড়ি) ৩রা জানুয়ারী থেকে দীপক (রাউরকেল্লা)

আজ সকাল ১০॥টায় উজ্জ্বলা-য় "ARABES QUE"

জনসম্বর্দ্ধিত ৪র্থ সপ্তাহ!
অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত

সন্ধ্যা রায় • কালী ব্যানার্জী • সমিত ভঞ্জ
কাহিনী-চিত্রনাট্য ও পরিচালনা অজিত গাঙ্গুলী • সুর অনিল বাগচী

রাধা — পূর্ণ ● এলোরা
(২॥, ৫দ, ৮॥) (২॥, ৫দ ৮দ) (১ ৪ ৭)
অলকা (৪র্থ) ॥ পার্বতী (৪র্থ—১২॥, ৩॥, ৬) জয়শ্রী (৪র্থ) ॥ উদয়ন (৪র্থ) কল্যাণী (৪র্থ) ॥ রমা (৪র্থ) ॥ কৈরী (২য়) চিত্রমন্দির (২য়) ॥ রাজকৃষ্ণ (২য়) বাটা সিনেমা (১২, ৩, ৬) শ্রীগৌর (নবদ্বীপ)
পূর্ণতে আজ সকালে—Othelo,
রবি সকালে—Casino Royale (A)

৩০শ সপ্তাহ!

প্রত্যহ : ৩, ৬, ৮-৪৫
মিনার ● বিজলী ● ছবিঘর
রূপমহল (বর্ধমান) ॥ চিত্রভানু (দুর্গাপুর) শ্রীমতী (চিত্তরঞ্জন) ॥ বনশ্রী (বনগাঁ) রূপনারায়ণ (কোলাঘাট) কল্যাণী (বালুরঘাট) অশোক (পাটনা) ॥ লক্ষ্মী (পুরী)

সুরসপ্তক নিবেদিত নৃত্যনাট্য
কচ ও দেবযানী
অংশগ্রহণে — দেবব্রত, কণিকা, সুচিত্রা, অশোকতরু, প্রসূন, গোরা, পূর্ণিমা, নরেশ, অসিত ॥
রবীন্দ্র সদন
রবিবার: ৩রা জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬টায় ॥ রবীন্দ্র সদনে টিকিট ॥
(সি ৫৩৯৫/১)

স্বপন রায় প্রযোজিত
নিশিযাপন
একটি আশ্চর্য সুন্দর কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণের প্রারম্ভিক ঘোষণা।
কাহিনী: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
ভূমিকায়: মাধবী চক্রবর্তী, স্বপন রায়, জহর রায় ও অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পিবৃন্দ।
বিশ্বপরিবেশনা:
স্প্যান ফিল্মস ডিস্ট্রিবিউটরস।
(সি ৫৪২৭)

আজ সকাল ১০॥টা
মুক্ত-অঙ্গনে
অনুভব-এর হাসির নাটক
নিহত নিয়তি ও শুভ প্রস্তাব
নির্দেশনা: দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত/হলে টিকিট

ম্যাক্সমুলার ভবন ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের নিবেদন
ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়রের
নৃত্যের বিচিত্রানুষ্ঠান
স্পিরিট অব দ নিউ ইয়ার
টিকিট: ২৫, ১৫, ১০, ৫, ও ৩, টাকা। প্রাপ্তিস্থান: এম এম বি ১-১-৭১ থেকে অফিস চলা সময়ে।
(৩৫৮৩)

মরশুমের বর্ণাঢ্য চিত্র উপভোগ করুন এবং মনকে আনন্দ উল্লাসে ভরিয়ে তুলুন!

আজ এবং রবিবার ৩ জানুয়ারী
প্রাতঃকালীন শো—"উমঙ্গ"
বেলা ১০-৩০টায় — রক্সী-তে
রক্সী — নাজ — লিবার্টি
৩, ৬, ৯ — ৩, ৬, ৯ — ১২, ৩, ৬
ছায়া - নিউ রয়্যাল - পূর্বাশা (কসবা)
২, ৫, ৮ — ৩, ৬, ৯ — ১-৩০, ৪-৩০, ৭-৩০
চিত্রপুরী - শিবানী - মৃণালিনী
(পিলখানা) (দমদম)
৩, ৬, ৯ — ১-৩০, ৪-৩০, ৭-৩০ — ১, ৪, ৭
অনুরাধা (দুর্গাপুর)
২-৩০, ৫-৩০, ৮-৩০
রূপশ্রী (রাঁচী)
১১-১৫, ২-৩০, ৫-৪৫, ৮-৪৫

বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম
আজ: নূতন প্রদর্শনী
হিন্দীতে: বেলা ১০টা, ১২॥টা ও ৩॥টা
ইংরাজীতে: বেলা ১১টা ও সন্ধ্যা ৬॥টা
বাংলায়: বেলা ২টা, বিকাল ৫টা ও রাত্রি ৮টা

সর্বপ্রথম একত্রে রবীন্দ্র ও নজরুল গীতির
একক অনুষ্ঠান
রবীন্দ্র সদন ১০ই জানুয়ারী সকাল ৯-৩০
অংশ গ্রহণে
অশোকতরু বন্দ্যো
ধীরেন বসু
ভাষ্য: কাজী সব্যসাচী, প্রদীপ ঘোষ ও দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সংগঠনে: সলিল দত্ত
টিকিট: ২, ৩, ও ৫,। রবীন্দ্রসদন বসুশ্রী ও স্টাইলোতে পাওয়া যাচ্ছে।

পূর্ণপ্রেক্ষাগৃহে ৩য় সপ্তাহ!
নববর্ষের নবতম আকর্ষণ......

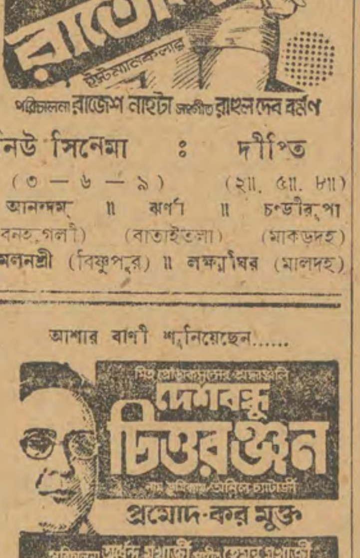

নিউ সিনেমা : দীপ্তি
(৩ — ৬ — ৯) (২॥, ৫॥, ৮॥)
আনন্দম্ ॥ ঝর্ণা ॥ চণ্ডীরূপা
(বনহুগলী) (বাতাইতলা) (মাকড়দহ)
মিলনশ্রী (বিষ্ণুপুর) ॥ লক্ষ্মীঘর (মালদহ)

আশার বাণী শুনিয়েছেন......
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন
প্রমোদ-কর মুক্ত
পরিচালনা অর্দ্ধেন্দু মুখার্জী সঙ্গীত হেমন্ত মুখার্জী
রূপম্ (১, ৪, ৭) নৈহাটী সিনেমা (২য় সপ্তাহ) শ্রীগুরু (নবদ্বীপ, ২য়) মহালক্ষ্মী (চণ্ডীতলা ২য়) প্রমাণিক (রাণাঘাট) ভারতী (চাকদহ) ছায়াবাণী (বারাসত) বাপীরূপা (বেড়াচাঁপা) অমর (আলিপুরদুয়ার) রূপশ্রী (তমলুক) ৩রা থেকে—অপর্ণা (উখরা) লক্ষ্মী (দিনহাটা)

২য় সপ্তাহ! — উর্বশী মাধবী মুখার্জির সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র-চিত্রণ!

সহঃ শিল্পী: তরুণ, সুব্রতা
প্রত্যহ ৩ ৬, ৮-৩০
রূপবাণী : অরুণা : ভারতী
পদ্মশ্রী - যোগমায়া - আনন্দম্
শ্রীমা ও অন্যত্র
● আর ডি বি রিলিজ ●

ওয়ার্নার ব্রাদার্স ও নিউ এম্পায়ার কর্তৃপক্ষের নববর্ষের শুভেচ্ছা ও সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।
নিউ এম্পায়ার — প্রত্যহ দুপুর ১২টায় ৩, ৬ ও ৮-৩০টায়
২৩ সপ্তাহ!!
Blow Hot, Blow Cold
(কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য)

নতুন যুগের নতুন স্বাদের নতুন অনুভূতি নিয়ে আসছে ॥
পরিচালক | অমল দত্তের দুঃসাহসিক ছবি
আবীর রাঙানো
প্রগতি চিত্রম প্রযোজিত ও পরিবেশিত

দ্বিতীয় সপ্তাহ — সকল শ্রেণীর দর্শককে আড়ম্বর, নাটকীয়তা, মনোহর সংগীত ও নয়নাভিরাম নৃত্যে মুগ্ধ করে রেখেছে

জনতা — বসুশ্রী — বীণা — পার্কশো — প্যারামাউণ্ট
২॥, ৫দ, ৯ — ২॥, ৫দ, ৮দ — ১২, ৩, ৬ — ৩, ৬, ৯ — ২॥, ৫॥, ৮॥
পুষ্পশ্রী (১২, ৩॥, ৬॥) — পি-সন — রিজেণ্ট — নিশাত — কল্পনা
সন্ধ্যা — শ্রীকৃষ্ণ (বালী) — স্বপ্না — নিউ সিনেমা (আসানসোল)

২য় সংগীত সংহতি সম্মেলন
সুরেশ সংগীত সংসদ আয়োজিত
রবীন্দ্র সদন ॥ ২২—২৮ জানুয়ারী, ১৯৭১
অংশগ্রহণকারী রাজ্যসমূহ
গুজরাট, গোয়া, মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান
বিশেষ অধিবেশন—সর্বভারতীয়, দক্ষিণ ভারত, রবীন্দ্র ও পশ্চিমবঙ্গ

শিল্পীবৃন্দ (কণ্ঠ):—কৃষ্ণরাও শংকর পণ্ডিত, মাতবাঈ, জয়চাঁদ ভাট, চিন্ময় লাহিড়ী, কিশোরী আমনকর, মুনাবর আলি, ফিরোজ দস্তুর, সংগমেশ্বর গুরব, অপর্ণা চক্রবর্তী, প্রসূন ব্যানার্জী, শান্তিদেব ঘোষ, কণিকা ব্যানার্জী, অশোকতরু ব্যানার্জী, ছবি ব্যানার্জী। (যন্ত্র):—নিখিল ব্যানার্জী, আমজাদ আলি, হালিম জাফর, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, পি ডি যোশী, রহমৎ আলি, লতিফ আহমেদ, রামজী, নির্মলা চক্রবর্তী ॥ (নৃত্য):—গুজরাটের গরবা নৃত্য, রাজস্থানের লোকনৃত্য, কথক নৃত্য—প্রতাপ ও প্রিয়া পাওয়ার এবং ভারতনাট্যম।
অনুসন্ধান অফিস:—১০/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিঃ ৯ ফোন ৩৪-৩৬০৮
সিজন টিকেট—৫০, ৩০, ও ২০,
লেক্স সিগারেট প্রস্তুতকারকদের সৌজন্যে

জাতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি!

আলোকচিত্র: রাধু কর্মকার ● শব্দ: আলাউদ্দীন
মেট্রো (১-৩০, ৬-৩০) লোটাস (১, ৫॥) মেনকা (৯, ১॥, ৬)
দর্পণা (১-৩০, ৬-৩০) গণেশ (২-৩০, ৭)
বঙ্গবাসী (হাওড়া) • পারিজাত (সালকিয়া) • নারায়ণী (আলমবাজার) • চম্পা (বারাকপুর) জয়া (লেক টাউন) • চিত্রা (আসানসোল) • সুরজ (কটক) • রজাক (রাউরকেলা) বীণা (পাটনা) • জওহর (নাথনগর) • বৈদ্যনাথ (মুঙ্গের) জয় হিন্দ (ডেহরী-অন-শোন) • প্রেম (গয়া/আগামীকাল)
এবং ওরিয়েণ্ট (কলিকাতা, ১-১৫, ৫-৪৫)
— নেপচুন রিলিজ —

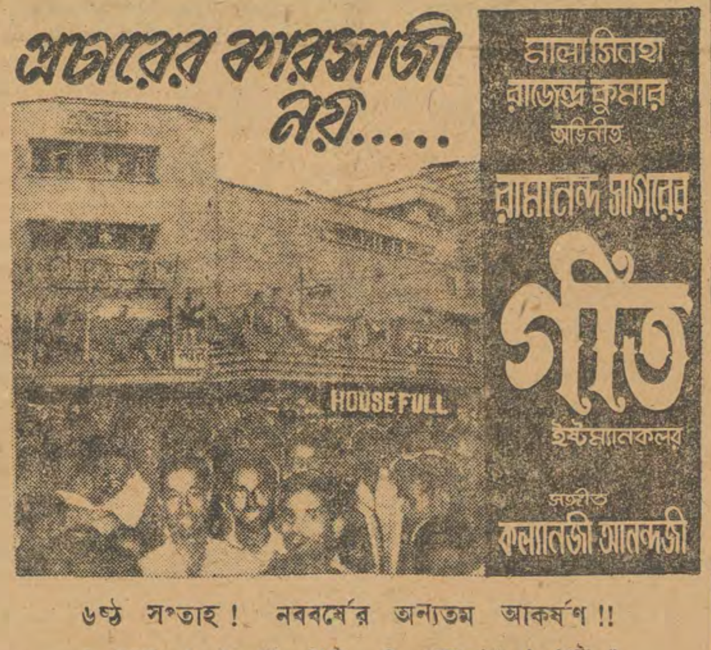

৬ষ্ঠ সপ্তাহ! নববর্ষের অন্যতম আকর্ষণ!!
॥ প্রত্যহ: ২, ৫॥, ৮দটা ● খান্না—১॥, ৫, ৮॥টা ॥
হিন্দ : কৃষ্ণা : খান্না : তসবীরমহল
খাতুনমহল (৬ষ্ঠ) • ইন্দ্রধনু (নৈহাটী, ২য়) • শ্রীদুর্গা (কাঁচরাপাড়া, ৪র্থ) রূপছায়া (বেড়াচাঁপা, ২য়) • শ্রীরামপুর টকীজ (৬ষ্ঠ) • অন্নপূর্ণা (ব্যাণ্ডেল, ৬ষ্ঠ) উদয়ন (কাঁথি, ২য়) • মোহন (বহরমপুর, ৬ষ্ঠ) • অভয় (মধুপুর, ২য়) শুভ্রছায়া (চিরকুণ্ডা) • সুরশ্রী (বাউড়িয়া) • স্বপ্না (আন্দুল) • বনফুল (কৃষ্ণনগর, ৪র্থ) কমলেশ (বালিটিকুরী) • দীপক (উত্তরপাড়া) • অশোক (পাটনা, ৫ম) অপ্সরা (গৌহাটী, ৪র্থ)

নববর্ষের সুসংবাদ!
বর্ণাঢ্য শুভমুক্তি! শুক্রবার ৮ জানুয়ারী
"সম্পূর্ণ রামায়ণ" নির্মাতাদের তৈরী আর একটি বিরাট পৌরাণিক চিত্র!

শুক্রবার, ৮ জানুয়ারী থেকে
কৃষ্ণা (তাপনিয়ঃ) — নিউ সিনেমা — প্রিয়া (তাপনিয়ঃ)
রূপালী — মিত্রা — ছায়া — ইন্টালী এবং শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে!
* বিলিমোরিয়া লালজী রিলিজ *

ময়মনসিংহ সম্মিলনী
ময়মনসিংহ সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক শ্রীস্নেহাংশুকান্ত আচার্য জানান যে, আগামী ১৭ জানুয়ারি রবিবার বেলা ৩ ঘটিকায় আঠারবাড়ী ভবনে (৪২ রূপচাঁদ মুখার্জি লেন, কলকাতা-২৫ ভবানীপুর থানার পিছনে) ময়মনসিংহ জেলার প্রাক্তন অধিবাসী ও শুভানুধ্যায়ীদের এক প্রীতি সম্মেলন হবে। সম্মিলনীর অস্থায়ী অফিস ৮বি বিপিন রোড, কলকাতা-২৬।

জ্যোতি — ফোন: ২৪-১১৩২ প্রত্যহ ৩, ৫-৩০, ৮টায়
নববর্ষের আনন্দ আকর্ষণ!
হাসির হর্‌রা!
বাচ্চাদের নিয়ে উপভোগ করুন
লরেল হার্ডির সেরা ছবি
সন্স অফ দি ডেজার্ট

বিধুশ্রী (গ্রে স্ট্রীট) ২॥, ৫॥, ৮॥
তীর্থ দর্শনের অপূর্ব সুযোগ
সম্পূর্ণ তীর্থ যাত্রা
(সি ৫৪১৬)

আজ!
কালিকায় (২॥, ৫॥, ৮॥)
ইজ্জত
(ইস্টম্যানকলার)
* ধর্মেন্দ্র (প্রথম যুগ্ম ভূমিকায়)
জয়ললিতা : তনুজা

আজ থেকে
মেহবুবের
আন
টেকনিকলর
দিলীপকুমার — নিম্মি
সঙ্গীত: নৌশাদ
রূপালী —প্রত্যহ— ২-৩০, ৫-৩০, ৮-৪৫

প্রিয়া —আজ থেকে— প্রত্যহ ১১-৩০ মিঃ
বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন
THE GREAT RUSSIAN CIRCUS
সঙ্গে অমুকের বক্সিং

পূর্ণশ্রী —প্রত্যহ— ২, ৫-১৫, ৮-৩০টা
দেব আনন্দ - আশা পারেখ - প্রাণ অভিনীত
যব প্যার কিসি সে হোতা হ্যায়
সংগীত: শংকর-জয়কিষণ

ভবানী —প্রত্যহ— ২, ৫, ৮টা
রাজেশ খান্না — ববিতা — নাজিমা
ডোলি (ইস্টম্যান কলর)

৭ম সপ্তাহ!

আলেয়া, নেত্র, নিউ তরুণ
২, ৫, ৮ (৫ম) ১২, ৩, ৬
নিউ লাইট, নিউ সিনেমা, মিলনী

৫৭তম সঃ জনপ্রিয়তায় অদ্বিতীয়
তপন সিংহের সাগিনা মাহাতো
* দিলীপ • সায়রা • অনিল
রিগ্যাল — প্রত্যহ ৩, ৬, ৮দ (দুঃ ১২টায়—খড়্গপুর)
বিচিত্রা (মালদা) • মিলনী (খড়্গপুর) • শ্রীরূপা (কাঁথি)

৭ম গৌরবদীপ্ত সপ্তাহ!
চিরনবীন • চিরআনন্দময় চিত্র

সোসাইটি : গ্রেস : ইন্টালী
২, ৫, ৮ — ২॥, ৫॥, ৮॥ — ২, ৫, ৮
অনুরাধা (গৌহাটী)

আজ তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন হবে না

স্টাফ রিপোর্টার

আজ, শুক্রবার আকাশ পরিষ্কার থাকবে। রাত্রে তাপমাত্রার তেমন কোন পরিবর্তন হবে না।

আলিপুর হাওয়া অফিসের খবরঃ বৃহস্পতিবার কলকাতা ও আশপাশ অঞ্চলে তাপমাত্রা ছিল সর্বোচ্চ ২৫·৩ ডিঃ সেঃ বা ৭৭·৫৪ ডিঃ ফাঃ, সর্বনিম্ন ১০·৩ ডিঃ সেঃ বা ৫০·৫৪ ডিঃ ফাঃ। বাতাসে আদ্রতার পরিমাণ সর্বাধিক শতকরা ৯৮ ভাগ, সর্বাল্প ৩১ ভাগ, বৃষ্টি হয়নি।

পরলোকে পণ্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্ত মীমাংসার সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক—রিডার পণ্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ (৬৫) মঙ্গলবার সকালে তাঁর হাওড়া জেলার আড়গাড় গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত ক্ষেত্রমোহন বিদ্যাবিনোদন একমাত্র সন্তান ছিলেন। ভূতনাথবাবুর পরলোকগমনের খবর পেয়ে তাঁর বহু ছাত্রছাত্রী আড়গাড়িতে এসে মৃতের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান।

ট্রাক চালকগণ অবহিত হউন

আপনার সকল প্রকার নাইলন ও রেয়ন টায়ার (সাইজ ৯·০০-২০ এবং ১০·০০-২০)-এর চাহিদা নিম্নোক্ত সংস্থায় রেজেস্ট্রি করুন ঃ

দি ক্যালকাটা টায়ার ডিলার্স অ্যান্ড রিট্রীডার্স অ্যাসোসিয়েশন

৩, গোখেল রোড

কলিকাতা-২০

রেজেস্ট্রির সময় বেলা ১০-৩০টা হইতে বেলা ১-৩০টা

রেজিস্ট্রেশনের জন্য আপনার রেজিস্ট্রেশন বুক, ট্যাক্স টোকেন এবং রোড পারমিট সঙ্গে আনিবেন।

অনুমোদিত ইউনিয়নের সদস্যাদিগকে স্ব স্ব ইউনিয়ন মারফৎ তাহাদের চাহিদা রেজেস্ট্রি করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। কলিকাতা, হাওড়া, হুগলি, ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টের রেজিস্টার্ড গাড়ি রেজেস্ট্রি করা যাইবে। যে সমস্ত গাড়ি এই সব ডিস্ট্রিক্টে রেজিস্টার্ড নহে তাহাদিগকে রেজেস্ট্রির জন্য স্ব স্ব ইউনিয়ন মারফৎ আসিতে হইবে।

বর্তমানে অ্যাসোসিয়েশন কেবল গাড়ি পিছু দুইটি নাইলন বা ১০৫ লেবেল টায়ার বুক করিবেন। মাল পাওয়া সাপেক্ষে ১১ জানুয়ারি ১৯৭১ তারিখ হইতে বণ্টন শুরু হইবে। (সি ৫৪১২)

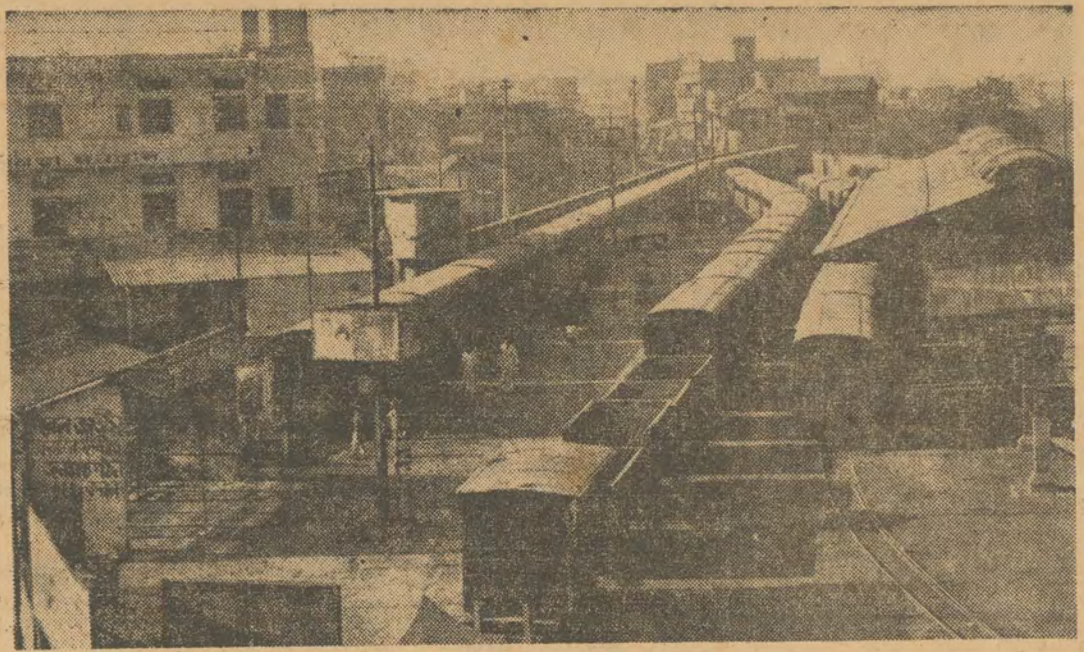

আজ পয়লা জানুয়ারি থেকে হাওড়া-আমতা মারটিন রেল তুলে দেওয়া হল। —নিজস্ব-চিত্র

তিয়াত্তর বছরের যোগসূত্র ছিন্ন ঃ মারটিন রেল উঠে গেল

স্টাফ রিপোর্টার

ইংরাজি উনিশশ একাত্তরের প্রথম দিন আজ, শুক্রবার থেকে হাওড়া-আমতা মারটিন লাইট রেল তুলে দেওয়া হল। ফলে বেকার হলেন দুই হাজার কর্মী।

হাওড়া ও হুগলি জেলার একটা বিরাট অংশের কয়েক লক্ষ মানুষের তেয়াত্তর বছরের যোগসূত্র ছিন্ন হল ওই রেলের সঙ্গে। আর এই রেলকে কেন্দ্র করে এঁকে-বেঁকে চলা ছোট্ট লাইনের দু' পাশে যে সব দোকান-পাট গড়ে উঠেছিল, সে গুলির অস্তিত্বে টান ধরলো।

বন্ধ কেন?

এই ট্রেন বন্ধ করা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ অনেক কারণ দেখিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, এই রেল চালিয়ে উনসত্তর-সত্তর সালে তাঁদের ছুলক্ষ শাতানব্বুই হাজার টাকা লোকসান গিয়েছে। এঁদের মতে রেল-রোড প্রতিযোগিতাই নাকি এর মূল কারণ। মূলত অর্থনৈতিক কারনেই এঁরা এই রেল পথটি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কারণ যাই হোক, এই গুরুত্বপূর্ণ রেল পথটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গ্রামের মানুষ এক অসহায় অবস্থায় পড়েছেন। কর্তৃপক্ষ রেল-রোড প্রতিযোগিতার কথা বলও এই পথে বাসের সংখ্যা খুবই কম। গ্রামাঞ্চলের অনেক মানুষ শহরে কাজ করেন। কাজের জন্য নিত্য তাঁদের শহরে আসতে হয়। রেলে মাসিক টিকিটের ভাড়া ছিল সতর টাকা। এখন কয়েক মাইল পথ পায়ে হেঁটেও শহরে আসতে এঁদের দিনে তিন টাকার মত খরচ পড়ছে।

এই রেলকে জাতীয়করণ করার দাবি অনেক দিনের। সব রাজনৈতিক দলই দিল্লির দরবারে এই দাবি পেশ করেছেন। যুক্তি-তর্ক দিয়ে দিল্লির কর্তাদের বোঝানো হয়েছে সে, এই রেল উঠে গেলে পল্লী হাওড়ার অর্থনীতিতে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে।

এদিকে এই রেল বন্ধ করার বিরুদ্ধে নতুন করে আবার প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। সকলেরই দাবি ঃ এই রেল আবার চালু করা হোক। এ নিয়ে অন্দোলনেও নামছেন বিভিন্ন দল।

রেলযাত্রী সমিতির অনুরোধ

পশ্চিমবঙ্গ রেলযাত্রী সমিতি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী, রেলমন্ত্রী শ্রী নন্দ ও রেলওয়ে বোরডের চেয়ারম্যানকে পাঠানো তারবার্তায় হাওড়া—আমতা এবং হাওড়া—শিয়াখালা লাইটন রেল দুটি পুনরায় চালুর অনুরোধ জানিয়েছেন।

সভা / সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে সূচীত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে]

সর্বোদয় শান্তি পদযাত্রা ঃ সকাল সাড়ে ৭টায় সাউথ সিঁথি-বি টি রোড অঞ্চলে পরিক্রমা শুরু, বিজ্ঞাল ৪টায় ফুলবাগান ময়দানে জনসভা ও সম্বর্ধনা। **পঃ বঃ প্রদেশ কংগ্রেস (নব) ঃ** ৪টায় কুমার সিংহ হলে কার্যনির্বাহক সমিতির জরুরী সভা। **একাডেমী অব ফাইন আরটস ঃ** নতুন গ্যালারীতে ৪টায় চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন। শিল্পী শ্রীগোপাল মিত্র। অধ্যাপক এডিনবরো স্টেট কলেজ ইউ এস এ। প্রদর্শনী ৭ জানুয়ারী পর্যন্ত প্রতিদিন বেলা ৩টা থেকে ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। **সংগীতাচার্য ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী জন্মোৎসব ঃ** আজ ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলীর ৮৮তম জন্মদিবস পালন। সকাল সাড়ে ৫টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা নাম কীর্তন ও হোম যজ্ঞ। সাড়ে ৬টায় আধুনিক ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুষ্ঠান। **আচার্য গিরীশচন্দ্র বসু স্মৃতিপূজা ঃ** সকাল সাড়ে ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী কংগ্রেসের উদ্যোগে বঙ্গবাসী কলেজে গিরীন্দ্রচন্দ্র বসুর মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন। **বিবেকানন্দ ইনসটিটিউশন প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলন ঃ** হাওড়া বিবেকানন্দ ইনসটিটিউশনের প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলন আগামী ১০ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল, কিন্তু অনিবার্য কারণে তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। সম্মেলনের তারিখ পরে যথাসময়ে ঘোষণা করা হবে।

নানা জায়গায় চার জন নিহত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়। রক্তাপ্লুত অবস্থায় তিনি পড়ে যান। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ি থেকে আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধিরা জানাচ্ছেন, এ সম্পর্কে পুলিশ দুজনকে গ্রেফতার করেছে।

জোড়াবাগানে সংঘর্ষ ঃ গুলি

বৃহস্পতিবার সকাল সওয়া আটটায় জোড়াবাগান থানার জোড়াবাগান স্ট্রিটে সি পি এম এবং ফরওয়ারড ব্লকের দু' দল সমর্থকের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষের সময় দুপক্ষ থেকেই প্রচুর বোমা পড়ে। একটি পুলিশ পিকেটও বোমায় আক্রান্ত হলে পুলিশ এক রাউন্ড গুলি চালায়। গুলিতে কেউ আহত হয়নি। বোমার ঘায়ে একজন কিশোর জখম হয়।

হাওড়ায় খুন

আমাদের স্টাফ রিপোরটার জানান, বৃহস্পতিবার হাওড়ায় নিহত সি পি এম কর্মীর নাম শ্রীমধুসূদন পণ্ডিত। বয়স ২৬।

মধ্যমগ্রামের কাছে রক্তাপ্লুত মৃতদেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, এদিন বারাসত থানার মধ্যমগ্রামের উদয়রাজপুরে এক উদ্যানের কাছে একটি রক্তাপ্লুত মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃতদেহের গলায় ছুরিকাঘাতের চিহ্ন ছিল।

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি

যাদবপুর থানার গড়িয়া অঞ্চলের একটি পুকুর থেকে বৃহস্পতিবার সকালে জনৈক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃতের নাম শ্রীপ্রেমাংশু মুখারজি (২৪) বলে জানা গিয়েছে। গলার ক্ষত চিহ্ন আছে।

পুলিশসূত্রে প্রকাশ, শনিবার শ্রীমুখারজিকে যাদবপুরের একটি সিনেমা হলের কাছ থেকে একদল দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে যায়। তিনি বোড়ালের বাসিন্দা এবং একটি কারখানার শ্রমিক বলে জানা যায়। ওই ব্যাপারে কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।

গুলিতে যুবক আহত

নিজস্ব প্রতিনিধি জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বরানগর থানার বনহুগলিতে দুই দলের সংঘর্ষে একজন গুলিতে গুরুতর আহত হন বলে পুলিশী সূত্রে জানা যায়। আহত ব্যক্তিকে আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আহত ব্যক্তির নাম শ্রীমলিন বিশ্বাস (২২)। পুলিশের ধারনা তিনি সি পি এম সমর্থক।

তরুণ ছুরিকাহত

এদিন চীৎপুর থানার পাইকপাড়া থেকে একজন তরুণ ছুরিকাহত হয়ে আর জি কর হাসপাতালে ভরতি হন। আহত তরুণের নাম শ্যামলকুমার রায়। বয়স ১৬।

দুর্গাপুরের বেকার যুবকদের এমপ্লয়মেনট এক্সচেঞ্জ চড়াও

দুর্গাপুর, ৩১ ডিসেম্বর—প্রায় ছয় হাজার বেকার যুবক গতকাল এখানে এম্প্লয়মেনট এক্সচেঞ্জের সামনে সমবেত হয়ে তাঁদের নাম অবিলম্বে তালিকাভুক্ত করার জন্য দাবি জানান। তাঁদের মধ্যে একদল পরে মারমুখী হয়ে ওঠেন, অফিসের উপর চড়াও হন। আসবাবপত্র নষ্ট করে দেন এবং জানালার শার্সি ভেঙে ফেলেন।

এক্সচেঞ্জের একজন কর্মচারী বলেন, ১ জানুয়ারি থেকে এম্প্লয়মেনট এক্সচেঞ্জ বন্ধ করে দেওয়া হবে এই ধরণের গুজব শোনার পরই যুবকরা অবিলম্বে তাঁদের নাম তালিকাভুক্ত করার দাবি নিয়ে আসেন। কিন্তু এটা গুজব ছাড়া আর কিছুই নয়।

পুলিশ পরে হস্তক্ষেপ করে এবং অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আনে।

ইউ এন আই

রায়গঞ্জে পলাতক

তেরজন কয়েদির মধ্যে তিনজন গ্রেফতার

রায়গঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর—পুলিশ ভ্যান থেকে পলাতক ১৩ জন কয়েদির মধ্যে ৩ জনকে পুলিশ সোমবার গ্রেফতার করেছে।

নকশাল নেতা আখতার আলিকে অবশ্য পুলিশ এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি। সোমবার আদালত থেকে ২০ জন কয়েদিকে পুলিশ ভ্যানে নিয়ে যাওয়ার সময় ওই নকশাল নেতাসহ ১৩ জনকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

—ইউ এন আই

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা-৩২

নোটিফিকেশন

৩১-১২-১৯৭০

বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইহার সকল বিভাগ—লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরিসমূহ এবং ওয়ার্কশপসহ—আগামী শনিবার ২রা জানুয়ারি ১৯৭১ তারিখে বন্ধ থাকিবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট বোর্ড/সিলেকসন কমিটির মীটিংসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় সভা আপাততঃ মুলতুবি থাকিবে। কর্মিবৃন্দের বেতন আগামী সোমবার ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৭১ তারিখে দেওয়া হইবে।

পি সি ভি মল্লিক
রেজিস্ট্রার

বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আপনার নববর্ষের অভিনন্দনের সঙ্গে থাকুক রাজস্থান স্টেট লটারির টিকিট
প্রথম পুরস্কার দশ লক্ষ টাকা
খেলার তারিখ ১-১-১৯৭১
টিকিট ১ টাকা

৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৭০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল ৫,০০০ টাকার একটি পুরস্কার টিকিট নং E-237702 প্রত্যেকটি ৫০০ টাকার ৭টি পুরস্কার টিকিট নং E-942961, F-544879, E-186830, G-298273, G-392181, H-076392, C-818780 — অবশিষ্ট সিরিজগুলির উপরোক্ত নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০ টাকার ৫৬টি সান্ত্বনা পুরস্কার

ডিরেক্টর, স্মল সেভিংস অ্যান্ড স্টেট লটারিজ, রাজস্থান, জয়পুর।

মেহতা ট্রেডিং কোম্পানি

ধুন ম্যানশন
অবন্তিকাভাই গোখেল স্ট্রীট
বম্বে—৪

সগর্বে ঘোষণা করছেন যে,

মেসার্স শ্রীভাস্কর অটো এজেন্সিজ

(গ্রাম ঃ YELLOW) (ফোন ঃ ৫৮৮)

পোস্ট বক্স নং ৭২
কাকিনাড়া-১

অন্ধ্রপ্রদেশ-মহীশূর-তামিলনাড়ু কেরল-ওড়িশা-বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের

জন্য

"এম, এ, পি," অটো প্রডাক্টস

এঞ্জিন ভালভ গাইড ও লাইটিং সরঞ্জামাদির
(সমস্ত ট্রাক ও কারের)

ডিস্ট্রিবিউটর্স নিযুক্ত হয়েছেন

এবং

আগের মতই এঁদের আন্তরিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

(৩১০১ এ)

শোক-সংবাদ

শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ শহরের বিখ্যাত আইনজীবী ও দেশকর্মী চন্দ্রবিনোদ দাস বিগত ২১ ডিসেম্বর তাঁর যাদবপুর বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে বয়স হয় ৬৭ তিনি সুকবি ও সুবক্তা হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন এবং কারাবরণ করেন। তিনি সুরমা উপত্যকা কৃষক সভার সভাপতি ছিলেন। দেশভাগের পর তিনি পাকিস্তানে থেকে যান। পাকিস্তান সরকারের আমলে তিনি প্রায় আড়াই বৎসর বিনা বিচারে কারারুদ্ধ ছিলেন। তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র ও ছয় কন্যা রেখে গিয়েছেন।

কলকাতা পুলিশ প্রসিকিউটার সমিতির প্রাক্তন সভাপতি শ্রীবিমলকৃষ্ণ মিত্র (৬০) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শম্ভুলাল কারনানী হাসপাতালে মারা যান। তিনি ব্যাংকশাল কোরটেরও পুলিশ প্রসিকিউটর ছিলেন। তাঁর এক পুত্র, এক কন্যা এবং স্ত্রী বর্তমান।

২৫% লাভ করুন
১২০ এম· এল
সুলেখা
স্পেশ্যাল

ফাউন্টেন পেন কালি
ব্যবহার করলে ৬০ এম·এল-এর চেয়ে অনেক বেশি লাভ হবে। ১২০ এম·এল সুলেখা জেনারেল ব্যবহার ক'রে প্রায় একই সুবিধে পাবেন।

পার্মানেন্ট ঃ ব্লু-ব্ল্যাক ★ রয়েল ব্লু ★ ব্ল্যাক ★ ব্রাউন
ওয়াশেবল ঃ রয়েল ব্লু ★ রেড ★ গ্রীন

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড ● সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২
6W-63/70

শুভ নববর্ষে
কয়ার বিছানো পথে হাঁটুন
১০% ছাড়
পাবেন
কয়ার পক্ষে —
১-১৫ জানুয়ারী

সারা দেশের যে সব কয়ার বোর্ডের শো রুম আছে সেখানে পাবেন চোখজুড়োনো রঙের সমসাময়িক ও প্রচলিত ডিজাইনের রকমারি কয়ার সামগ্রী।
যে কোনো কয়ার বোর্ডের শো রুমে আসুন—মনে রাখবেন, কয়ার পক্ষে নগদ কেনাকাটার ওপর ১০% ছাড় পাবেন।
কয়ারের ডালি ঃ পাপোশ ■ ম্যাটিং ■ মরজ্যাক ■ কারপেট ■ রবারাইজড কয়ার

কয়ার বোর্ড
কোচিন ১৬, ভারত
শো-রুম ঃ ২২ লাউডন স্ট্রীট, কলিকাতা (ফোন নং ৪৪-৫২৮৭)
এখানেও পাওয়া যায় ঃ ইন্ডিয়ান মিলস এজেন্সি, ১৩৪/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
CB 6268

প্রিন্সের রুটী

পুষ্টিকর সুস্বাদু মেসিনে তৈয়ারী
প্রিন্স বেকারী
৬৮, দিলখুসা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৭
ফোন : ৪৪-০৭১৯, ৪৪-৪৭২৯

এখানে পাবেন সবরকম-

চি. চি. ও চি. চি. টায়ার
ব্যাটারী সেন্টার
সেলস ও সার্ভিস
২১, যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ
(সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ নর্থ) কলিকাতা-৬
ফোন ঃ ৫৫-০১২২ ও ৫৫-৭৩২৩
BC-5/70

আপনি নিজেই তাকিয়ে দেখুন
হিণ্ডালিয়াম®
বাসন কী সুন্দর আপনার ঘর উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে।

হিণ্ডালিয়াম এর বাসন-কোসন কিনলে পাবেন—
রুপার ঝলমলে চমক, আর সরুচিপূর্ণ পরিচ্ছন্নতা।
হিণ্ডালিয়াম এর বাসনে রেঁধে যেমনি সুখ, খেয়ে তেমনি আনন্দ।

হিন্দুস্তান অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশন লিঃ

SOBHAGYA HAC-370 BN

নকল থেকে সাবধান
সর্বদা নিম্নোক্ত অনুমোদিত নির্মাতাদের নিকট থেকে জিনিষপত্র কিনবেন।

বেনকো ইঞ্জিনীয়ার্স — ৫, মীরাবাই মার্গ, লখনৌ।
এইচ. এইচ. এণ্টারপ্রাইজেস — সেঞ্চুরী ভবন, ডঃ অ্যানি বেসান্ট রোড, ওরলি, বম্বে-২৫।
JAI জয় ইণ্ডাস্ট্রীজ — ইংলিশিয়া লেন, বারানসী-২।
Juhi জুহি মেটাল ওয়ার্কস — ১২৬, বাসন্তীনগর, জুহি, কানপুর-৩।
এল. মদনলাল (অ্যালুমিনিয়াম) প্রাঃ লিঃ — ৪৬, স্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১।

পদার্থ-বিদ্যায় কৃতিত্ব

বিশ্বভারতীর পদার্থবিদ্যা বিভাগের এম এস-সি পরীক্ষা এবার প্রথম অনুষ্ঠিত হল এবং তাতে শ্রীপ্রাজিত ঘোষ শতকরা ৭৪.৪ নম্বর পেয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেছেন। বি এস-সি পরীক্ষাতেও পদার্থবিদ্যা অনার্সে তিনি প্রথম হয়েছিলেন। তাঁর পিতা শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ঘোষ শান্তি নিকেতনের প্রাক্তন কর্মী।

প্রথম প্রেমের মত স্নিগ্ধ মধুর!

দুজনে যেদিন প্রথমে দেখা, ও বলেছিল, 'ভারী মিষ্টি গন্ধ তো'। আমি বলেছিলাম, 'তানিয়া'। এখন ও আমাকে ডাকে 'তানিয়া' ব'লে। আচ্ছা, তানিয়ার মিষ্টি গন্ধে কি আমাকে ওর ভালো লেগেছিল, না আমাকে ভালোবেসেই তানিয়া ওর এত পছন্দ—কে জানে।

তানিয়া সুরভি

প্রস্তুতকারক : সাহেব সিং'স্

'বিউটি ইজ ইওর বার্থরাইট' পুস্তিকার জন্য এবং আপনার রূপ-চর্চার-নানা সমস্যার উত্তরের জন্য আমাদের 'বিউটি কনসালটেন্টস্', পোস্ট বক্স : ৪৪০, নিউ দিল্লী,—এই ঠিকানায় লিখুন।

Progressive/SS- 2/69

বেতার বার্তা

শুক্রবার—১ জানুয়ারি

১ম অধিঃ—৬-০০ সময় সঙ্কেত, বন্দেমাতরম্; ৬-০৫ সুভাষিত; ৬-১০ সঙ্গীতাঞ্জলি; ৬-৩০ জগন্নাথ ধর—গীটার; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ শাশ্বতবাণী; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ দেশবন্দনা; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ জয়শ্রী ঘোষ—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-০০ লোকগীতি, পরিবেশনা—গৌড়ীয় গীতি সংস্থা; ৮-১৫ স্নিগ্ধা মজুমদার—নজরুলগীতি; ৮-৩০ মীরা বন্দ্যোঃ বন্দ্যোঃ—খেয়াল; ৯-০০ বাংলা সংবাদ; ৯-০৫ রবীন্দ্র-সংগীত; ৯-১৫ আধুনিক ৯-৩০ মীরা বন্দ্যোঃ — ঠুংরি; ৯-৪৫ মীরা গুপ্ত—রবীন্দ্রসংগীত; ১০-০০ দেবিকা দেবী—সেতার; ১০-৩০ দিলীপ চক্রঃ—খেয়াল; ১১-০০ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সঙ্কেত, রবীন্দ্র-সংগীত (রেঃ); ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১-০০ মালবিকা কানন—খেয়াল; ১-৩০ সুগম সংগীত—সুজাতা চক্রঃ ও সমবেত-কণ্ঠে; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ জগন্নাথ ধর—গীটার; ২-০০ গীতিকা; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ উপেন্দ্রনাথ রায়—লোকগীতি; ২-৪৫ জ্যোৎস্না বন্দ্যোঃ—আধুনিক; ৩-০০ রথীন বন্দ্যোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৩-১৫ রমা চট্টোঃ—নজরুলগীতি; ৩-৩০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫-০০ সময় সঙ্কেত, কৃষ্ণা চন্দ্র—খেয়াল; ৫-৩০ রমা চট্টোঃ—শ্যামাসংগীত; ৫-৪৫ রথীন বন্দ্যোঃ—আধুনিক; ৬-০০ জগন্নাথ ধর—গীটার; ৬-০৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং); ৬-১০ মজদুর-মণ্ডলী; ৬-৩০ উপেন্দ্র রায়—লোক-গীতি; ৬-৪০ তরজা; ৭-০০ পল্লী বেতারগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮-০০ নন্দা খুন হলো : বাংলা নাটক, কাহিনী—আশাপূর্ণা দেবী, বেতাররূপ—মধু গুপ্ত; ৮-৫০ মীরা গুপ্ত—অতুলপ্রসাদের গান; ৯-০০ মীরা বন্দ্যোঃ—খেয়াল; ৯-৩০ অনুরোধের আসর (রবীন্দ্রসংগীত); ১০-০০ সংবাদ পরিক্রমা; ১০-০৫ বাংলা সংবাদ; ১০-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা, লোকগীতি : পরিবেশক—গৌড়ীয় গীতি সংস্থা (শরটওয়েভ); ১০-৩০ অনুরোধের আসর (রবীন্দ্রসংগীত); ১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : ১ম অধিঃ—৭-৩০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ৮-০০ হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ হিন্দী শিক্ষা; ৮-৪৫ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১-০০ সময় সঙ্কেত, সং; ১-৪০ ভেনচারস অ্যানড নিউ ভাইব্রেশনস; ২-৩০ মন্থর গতিতে পঠিত ইংরেজী সংবাদ; ৩-০০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৬-০০ ইং সংবাদ; ৬-০৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (ইং)। ৬-১০ দেবিকা দেবী—সেতার; ৬-৩০ শিপ্রা চক্রঃ—ঠুংরি; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭-০০ জ্যোৎস্না বন্দ্যোঃ—আধুনিক; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা (ইং ও বাং), সং; ৭-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ৭-৫০ কৃষ্ণা চন্দ—আধুনিক; ৮-০০ স্নিগ্ধা মজুমদার—শ্যামাসংগীত; ৮-১৫ দিলীপ চক্রঃ—রাগপ্রধান; ৮-৩০ জয়শ্রী ঘোষ—আধুনিক; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান : অবকাশরঞ্জন (দিল্লি থেকে); ৯-৩০ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অনুষ্ঠান; ৯-৪৫ উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুরোধের আসর, সং; ১০-৩৫ দেবিকা দেবী—সেতার; ১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

সুখী জীবন উপভোগ করুন

নবযৌবন, তেজস্বিতা, স্নায়ুপীড়া, অকাল বার্ধক্য, শক্তিহীনতা, স্নায়বিক দুর্বলতা এবং এরূপ অন্যান্য রোগের জন্য অভিজ্ঞ, জীবনীশক্তি বিশেষজ্ঞ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডাঃ জেড. এম. সাহেব, জি সি এস এফ এইচ এম এন্ড আর বি আই এস এম বি-এর সহিত স্বয়ং সাক্ষাৎ করুন। বিশেষত্ব—আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা। ওরিয়েন্টাল ডিস্পেনসারী, রেজিঃ। ১০৩, হ্যারিসন রোড। (গ্রেস সিনেমার পশ্চিমে) ৩৪-১১৫৮. সময়—৯—১২টা, বৈকাল ৫—৮টা। রবিবার বৈকালে বন্ধ।

শতবর্ষ আগে

ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের পক্ষে আনন্দ-সংবাদ

দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় (৯ ফিব্রুয়ারি ১৮৫৩) লিখিত হয়েছে : "মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর নূতন মন্ত্রী এরেল অফ এবরডিন সাহেব যে সকল ব্যক্তিকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে অনেকের এরূপ প্রত্যাশা হইয়াছে যে তিনি সুনিয়মে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। ভারতবর্ষীয় রাজকীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধারণকারি কমিটিতে আরো কয়েকজন উপযুক্ত লোক নিযুক্ত হইবেন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিদিগের বেতন ভোগি সিভিল ও মিলেটরী সংক্রান্ত কর্ম্মকারকদিগের সাক্ষ্য আর অধিক গৃহীত হইবেক না, ভারতবর্ষের প্রজারা কি প্রকার অবস্থায় আছে তাহারদিগের বাক্য দ্বারাই তাহা জানা হইবেক, অতএব বাঙ্গালা ও বোম্বাই নগরের প্রজাদিগের প্রেরিত আবেদন পত্র কমিটির নিকট যথেষ্ট সমাদর পাইবার সম্ভাবনা। ......অতএব গবর্ণমেন্টের চিহ্নিত ভৃত্যগণকে কমিটির গৃহে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহারদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়া এখানকার প্রজাদিগের উক্তি দ্বারা স্বরূপ নির্দ্ধারণের নিয়ম করাই বিচারসিদ্ধ হইতেছে. যেহেতু রোগির মুখে রোগের অবস্থা শ্রবণ না করিলে চিকিৎসকেরা কদাচ রোগ নিরূপণ করিতে পারেন না।"

—কল্পতরু (সংকলিত)

ঊষা পাখা নির্মাণে বিশ্ব রেকারড

জয় ইনজিনিয়ারিং সংস্থা গত ডিসেম্বর মাসে মোট ১ লক্ষ পাখা তৈরি করে এক বিশ্ব রেকরড সৃষ্টি করেছে। সংস্থার কলকাতা, হায়দরাবাদ এবং আগ্রার কারখানায় ওই সব পাখা বানানো হয়। একমাত্র কলকাতা কারখানায় তৈরি ঊষা পাখার পরিমাণ ৭৫ হাজার। পৃথিবীর কোনও একটিমাত্র কারখানায় ওই সময়ে এত বেশি পাখা নির্মাণ এর আগে কখনও হয়নি। সংস্থা শীঘ্রই ঊষা পাখার নতুন একটি মডেল চালু করবেন বলে স্থির করেছেন। উল্লেখযোগ্য, কয়েক মাস আগেও সংস্থার কলকাতা কারখানায় এক নাগাড়ে আট মাস ধর্মঘট চলেছিল।

টায়ার ও টিউবের দাম কমলো

অটোমোটিভ টায়ার ইনডাসট্রি স্বেচ্ছায় লরি, বাস ও ট্রাকটারের টায়ার ও টিউবের খুচরা বিক্রয়ের দাম ১ জানুয়ারি থেকে কমিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গড়পড়তায় টায়ারের দাম ৭ টাকা করে কমবে। ইনডাসট্রির চেয়ারম্যান এক বিবৃতিতে আরও জানান, ক্রেতারা ন্যায্য মূল্যে যাতে প্রয়োজনীয় টায়ার ও টিউব পেতে পারেন সেজন্য বর্তমানে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

কল্পতরু উৎসব

আজ শুক্রবার যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের 'কল্পতরু উৎসব' উপলক্ষে বিভিন্ন সংস্থা এই দিনটি পালন করবেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। **কাশীপুর উদ্যানবাটী**—সারাদিনব্যাপী ধর্মীয় আলোচনা, সংগীত ও কীর্তন। **শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের কল্পতরু উৎসব কমিটি**—বিশিষ্ট ব্যক্তি ও শিল্পীদের উপস্থিতিতে ১ সাধু তারাচরণ রোডে (কালীঘাট) ধর্মীয় আলোচনা, সঙ্গীত। **অহিংস সংঘ (ঢাকুরিয়া)**—ভোরে চণ্ডী পাঠ, বিকেলে মানভঞ্জন পালা কীর্তন ও শ্রীশ্রীসারদামণির 'পঞ্চতপা' গীতি আলেখ্য। **পাঁচালী ভারতী**—সকাল ৮টায় ৩৮ বিডন স্ট্রীটে 'শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মলীলা' পাঁচালী গান। **মহানন্দ মিলন (তারা কুটীর)**—১৩৫ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট : বেলা ১০টায় পূজা, আরতি ও হোম। **নাগ ভবন (৩৮ বিডন স্ট্রীট)**—বিশেষ পূজা ভোগরাগ কীর্তন ও বক্তৃতা। সন্ধ্যার কোন অনুষ্ঠান হবে না।

পরলোকে আনন্দ দে

বিশিষ্ট বিজ্ঞাপনবিদ আনন্দ দে গত ২৯ ডিসেম্বর তাঁর বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। তিনি ইনডিয়ান সোসাইটি অব এডভারটাইজারস-এর কার্যনির্বাহক কমিটির এবং আকাশবাণীর বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির প্রাক্তন সদস্য ছিলেন।

শ্রী দে হিন্দুস্থান টমসন এসোসিয়েটস লিঃর কলকাতা অফিসে তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করেছিলেন। পরে তিনি ন্যাশনাল টোব্যাকো কোম্পানির বিজ্ঞাপন বিভাগে যোগ দেন। কয়েক বৎসর আগে তিনি জি ই সি-র বিজ্ঞাপন ম্যানেজার ও পরে মারকেটিং ডিভিসনে সিনিয়র একজিকিউটিভ হয়েছিলেন।

মৃত্যুকালে আনন্দ দের বয়স হয়েছিল ৩৯। তিনি মাতা, স্ত্রী ও বহু বন্ধু-বান্ধব রেখে গিয়েছেন। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক পরলোকগত আশু দের তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন।

দিনপঞ্জিকা

আজ পঞ্চমী : ইংরাজি নববর্ষ দিবস

দৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

শুক্রবার, ১৬ পৌষ, ১৩৭৭ (১১ পৌষ, ১৮৯২ শক), ১ জানুয়ারি, ১৯৭১, ৩ জেলকদ। পঞ্চমী রাত্রি ঘঃ ৩।৪৩ মিঃ পর্যন্ত। ধনিষ্ঠানক্ষত্র দিবা ঘঃ ৯।৫০ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।২০।৪০ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৪।৫৯।৬ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—মধ্যম পশ্চিমে নাস্তি। ইংরাজি নববর্ষ দিবস। মৃধ্য ও গৌণচান্দ্র পৌষ (শুক্লপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

শুক্রবার, ১৬ পৌষ, ১৩৭৭ (১১ পৌষ, ১৮৯২ শক), ১ জানুয়ারি, ১৯৭১, ৩ জেলকদ। চতুর্থী দিবা ঘঃ ৯।৪০।৩০ সেঃ পর্যন্ত। ধনিষ্ঠানক্ষত্র দিবা ঘঃ ১।২৬।৭ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।২১।৫৩ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৪।৫৭।৩০ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি চন্দ্রদ্বাদশোদোষ তিথ্যমৃতযোগমাত্র। নিউ ইয়ার্সডে। কাশীপুর উদ্যানবাটি ও দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে কল্পতরু উৎসব আরম্ভ। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র পৌষ (শুক্লপক্ষ)।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা জোয়ার আরম্ভ	রাত্রি জোয়ার আরম্ভ	দিবা ভাঁটা আরম্ভ	রাত্রি ভাঁটা আরম্ভ
শুক্রবার	১-৫১	২-৯	৬-১৭	৬-১২

নদীয়া জেলায় ইউ বি আই-এর ৮টি নতুন শাখা খোলা হয়েছে

নদীয়া জেলার সঙ্গে ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার সম্পর্ক ১৯৪২ সাল থেকে। ওই বছর ইউ বি আই-এর শরিক বেঙ্গল সেনট্রল ব্যাঙ্ক (অধুনালুপ্ত) কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপে দুটি শাখা খোলেন। ১৯৬৯ সালে ইউ বি আই-এর পক্ষ থেকে আরও দুটি শাখা শান্তিপুর ও রাণাঘাটে খোলা হয়। এরপর ১৯৬৯ সালের জুলাইয়ে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর ওই জেলায় নতুন নতুন শাখা খুলে ব্যাঙ্কের কাজ প্রসারিত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত নদীয়ায় আরও ৮টি শাখা খোলায় শাখার মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২। এর মধ্যে ৭টি আধা শহরে ও ৫টি গ্রামাঞ্চলে। ৮টি শাখা এমন জায়গায় খোলা হয়েছে যেখানে আগে ব্যাঙ্কের কোনরূপ কাজকর্মই হ'ত না।

ল কলেজ জিমন্যাসিয়াম

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ল' কলেজের জিমন্যাসিয়ামের পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন শেষ হয়েছে। এই নির্বাচনে বিরাজমোহন দত্ত ও মহম্মদ মহসীন আলি যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

এস এম বসুর পারলৌকিক ক্রিয়া

স্যার এস এম বসুর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বসু জানান তাঁর পিতৃদেবের আদ্যশ্রাদ্ধ আজ, ১ জানুয়ারি ২২।১ বালীগঞ্জ সারকুলার রোডস্থ বাসভবনে স্বর্গত বসুর পূর্ব নির্দেশমত অনাড়ম্বরভাবে অনুষ্ঠিত হবে। শ্রী বসু সমব্যথীদেরও সংবাদপত্র মারফৎ কৃতজ্ঞতা জানান।

আধুনিক ও আরামদায়ক

সর্বোদয় গেঞ্জী ও জাঙ্গিয়া

Sarvoday সর্বোদয় হোসিয়ারী ওয়ার্কস ১৯, রূপচাঁদ রায় স্ট্রীট কলিকাতা-৭ • ফোনঃ ৩৩-০৯১৪

বোকারো স্টীল লিমিটেড

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

বোকারো স্টীল সিটি

বোকারো স্টীল সিটিতে সেক্টর-২/এ'তে প্রাইমারি স্কুল নির্মাণ কাজের জন্য টেন্ডার নোটিস নং বিএসএল/এসই(টি)/১৩/৭০-৭১।

উপরোক্ত কাজের জন্য টেন্ডারের কাগজপত্র বিক্রয়ের তারিখ ৬-১-১৯৭১ পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। টেন্ডার ৭-১-১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং সেইদিন খোলা হইবে। অন্যান্য শর্ত অপরিবর্তিত থাকিবে।

ডিএভিপি—৮৩৭(১১৬)/৭০

অতুলনীয় রক্ত পরিষ্কারক ও স্বাস্থ্য বৰ্দ্ধক

শান্তিরস সালসা

ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং ২০৭ক, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৭ ৩১/২, ধৰ্ম্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

(৩১৫৮এ)

ক্যালকাটা টেলিফোনস

নোটিস

'৪৬' এক্সচেঞ্জের কাজের চাপ কমাইবার জন্য নিম্নলিখিত এলাকা-মধ্যস্থ টেলিফোন সংযোগ '৪৬' এক্সচেঞ্জ হইতে '৪৭' এক্সচেঞ্জে স্থানান্তরিত হইবে। এই স্থানান্তরণ ২, জানুয়ারী, ১৯৭১ তারিখ, শনিবার বেলা ৩টায় কার্যকর হইবে।

যে যে এলাকার টেলিফোন সংযোগ স্থানান্তরিত হইবে

কালী টেম্পল রোড, টালির নালা, রাসবিহারী এভিনিউ, প্রতাপাদিত্য রোড, রাণী ভবানী রোড এবং এস. পি. মুখার্জি রোড দ্বারা পরিবেষ্টিত এলাকা।

যে যে এলাকার টেলিফোন সংযোগ স্থানান্তরিত হইবে, সেই সকল এলাকামধ্যস্থ টেলিফোনের পরিবর্তিত নম্বর ডাইরেক্টরী ইনকুয়ারী ('১৯৭') সার্ভিস হইতে পাওয়া যাইবে।

পরিবর্তিত টেলিফোন নম্বরের বিস্তারিত বিবরণও ২ জানুয়ারী, ১৯৭১ তারিখের সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হইবে।

(৩৩৩৮/১)

নববর্ষের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

শীতের শাল, আলোয়ান, সোয়েটার, কম্বল, উলেন, টেরিউল, টেরিকটন শার্টিং সুটিং ও তৈয়ারী পোষাক

বিবাহের বেনারসী ও জোড়

বস্ত্র ও পোষাকের অনন্যসাধারণ বিপণি

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩নং মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার : কলিকাতা—৭ ফোন : ৩৩-২৩০৩

SKIN-4

ব্যবহারে হাজা, পোড়া ঘা, কাটা ঘা সারে।

প্রস্তুতকারক :— রামকানাই ফার্মাসিউটিক্যাল, আগরতলা

স্থানীয় বিক্রেতা :—এম, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ; রামকানাই মেডিক্যাল স্টোর্স; দেজ মেডিক্যাল স্টোর্স; জয়ার ফার্মেসী, কলিকাতা এবং জয় ফার্মেসী, যাদবপুর।

অধিক ফসলের জন্য

ইউরিয়া, এ্যামোনিয়া, পটাশ, বোনমিল, ১২ : ১২ : ১২, ৮ : ৮ : ৮ "গ্রো মোর" প্রভৃতি

যাবতীয় সার ব্যবহার করুন

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সার পরিবেশক

দেওয়ান ব্রাদার্স এণ্ড কোং

১৪/২, ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

গ্রাম : CHEMIFERT • ফোন : ২২-১০২৯ এবং শ্রীরামপুর ২০৫

সারা পশ্চিম বঙ্গে আমাদের সার পরিবহন করেন

বিশ্বস্ত পরিবহন প্রতিষ্ঠান

রায় ব্রাদার্স

১৭এ, কবিতীর্থ সরণী, কলিকাতা-২৩ :: ফোন : ৪৫-৬১১৫

ক্রম্পটন টিউব লাইটে বিজলী খরচ কম হয় আর চলেও বছরের পর বছর!

ক্রম্পটন ব্যবহার করুন!

Crompton Greaves LIMITED

CG-75 BN

ডি, বি, চ্যারিটিজ ফান্ড

৩০-১২-৭০ তারিখে ৭১তম খেলার ফলাফল

পুরস্কার	টিকিট নং	টাকা	
১ম	BF 4744	১,৫০,০০০	(কাউণ্টারফয়েল পাওয়া যায়নি)
২য়	DF 5188	১৫,০০০	কে, এ, কুটিকাদন, লাইটুমুখরা, মেঘালয়
৩য়	AR 6240	৫,০০০	(কাউণ্টারফয়েল পাওয়া যায়নি)
৪র্থ	BE 7523	২,৫০০	(কাউণ্টারফয়েল পাওয়া যায়নি)

প্রতিটি ১,০০০, টাকার পুরস্কার

AC 8635 BC 8635 CC 8635 DC 8635 EC 8635

PRIZES OF RS. 500/- EACH

AM 6986 BM 6986 CM 6986 DM 6986 EM 6986

PRIZES OF RS. 200/- EACH

AH 2455 BH 2455 CH 2455 DH 2455 EH 2455 AU 8388 BU 8388 CU 8388 DU 8388 EU 8388

PRIZES OF RS. 100/- EACH

AQ 8845 BQ 8845 CQ 8845 DQ 8845 EQ 8845 AP 7814 BP 7814 CP 7814 DP 7814 EP 7814 AC 4644 BC 4644 CC 4644 DC 4644 EC 4644 AP 9019 BP 9019 CP 9019 DP 9019 EP 9019 AT6254 BT 6254 CT 6254 DT 6254 ET 6254

PRIZES OF RS. 50/- EACH

AV 9614 BV 9614 CV 9614 DV 9614 EV 9614 AU 9573 BU 9573 CU 9573 DU 9573 EU 9573 AS 9695 BS 9695 CS 9695 DS 9695 ES 9695 AP 8854 BP 8854 CP 8854 DP 8854 EP 8854 AB 6151 BB 6151 CB 6151 DB 6151 EB 6151 AA4013 BA 4013 CA 4013 DA 4013 EA 4013 AA 7653 BA 7653 CA 7653 DA 7653 EA 7653 AB 7991 BB 7991 CB 7991 DB 7991 EB 7991 AR 6143 BR 6143 CR 6143 DR 6143 ER 6143 AE 4168 BE 4168 CE 4168 DE 4168 EE 4168

PRIZES OF RS. 25/- EACH

AE 1031 BE 1031 CE 1031 DE 1031 EE 1031 AU 2567 BU 3567 CU 2567 DU 2567 EU 2567 AR 3035 BR 3035 CR 3035 DR 3035 ER 3035 AT 3056 BT 3056 CT 3056 DT 3056 ET 3056 AT 3909 BT 3909 CT 3909 DT 3909 ET 3909 AC 3739 BC 3739 CC 3739 DC 3739 EC 3739 AP 4371 BP 4371 CP 4371 DP 4371 EP 4371 AS 5189 BS 5189 CS 5189 DS 5189 ES 5189 AD 5207 BD 5207 CD 5207 DD 5207 ED 5207 AR 6121 BR 6121 CR 6121 DR 6121 ER 6121 AV 6306 BV 6306 CV 6306 DV 6306 EV 6306 AP 6364 BP 6364 CP 6364 DP 6364 EP 6364 AS 6481 BS 6481 CS 6481 DS 6481 ES 6481 AH 7280 BH 7280 CH 7280 DH 7280 EH 7280 AQ 7657 BQ 7657 CQ 7657 DQ 7657 EQ 7657 AG 8294 BG 8294 CG 8294 DG 8294 EG 8294 AU 8646 BU 8646 CU 8646 DU 8646 EU 8646 AG 8785 BG 8785 CG 8785 DG 8785 EG 8785 AD 9126 BD 9126 CD 9126 DD 9126 ED 9126 AQ 9489 BQ 9489 CQ 9489 DQ 9489 EQ 9489

PRIZES OF RS. 20/- EACH

AI 1086 BI 1086 CI 1086 DI 1086 EI 1086 AP 1221 BP 1221 CP 1221 DP 1221 EP 1221 AD 2013 BD 2013 CD 2013 DD2013 ED 2013 AS 2015 BS 2015 CS 2015 DS 2015 ES 2015 AN 2375 BN 2375 CN 2375 DN 2375 EN 2375 AB 2417 BB2417 CB 2417 DB 2417 EB 2417 AA 2696 BA 2696 CA 2696 DA 2696 EA 2696 AV 2649 BV 2649 CV 2649 DV 2649 EV 2649 AS 2783 BS 2783 CS 2783 DS 2783 ES 2783 AB 3127 BB 3127 CB 3127 DB 3127 EB 3127 AB 3267 BB 3267 CB 3267 DB 3267 EB 3267 AV 3467 BV 3467 CV 3467 DV 3467 EV 3467 AM 3571 BM 3571 CM 3571 DM 3571 EM 3571 AU 4217 BU 4217 CU 4217 DU 4217 EU 4217 AV 4255 BV 4255 CV 4255 DV 4255 EV 4255 AV 4357 BV 4357 CV 4357 DV 4357 EV 4357 AD 4575 BD 4575 CD 4575 DD 4575 ED 4575 AM 4631 BM 4631 CM 4631 DM 4631 EM 4631 AS 4774 BS 4774 CS 4774 DS 4774 ES 4774 AM 4809 BM 4809 CM 4809 DM 4809 EM 4809 AE 4849 BE 4849 CE 4849 DE 4849 EE 4849 AV 4885 BV 4885 CV 4885 DV 4885 EV 4885 AV 5117 BV 5117 CV 5117 DV 5117 EV5117 AQ 5180 BQ 5180 CQ 5180 DQ 5180 EQ 5180 AV 5551 BV 5551 CV 5551 DV 5551 EV 5551 AF 5814 BF 5814 CF 5814 DF 5814 EF 5814 AF 5890 BF 5890 CF 5890 DF 5890 EF 5890 AE 5946 BE 5946 CE 5946 DE 5946 EE 5946 AI 6063 BI 6063 CI 6063 DI 6063 EI 6063 AG 6076 BG 6076 CG 6076 DG 6076 EG 6076 AI 6190 BI 6190 CI 6190 DI 6190 EI 6190 AD 6249 BD 6249 CD 6249 DD 6249 ED 6249 AR 6413 BR 6413 CR 6413 DR 6413 ER 6413 AV 6584 BV 6584 CV 6584 DV 6584 EV 6584 AA 6651 BA 6651 CA 6651 DA 6651 EA 6651 AV 6790 BV 6790 CV 6790 DV 6790 EV 6790 AQ 6791 BQ 6791 CQ 6791 DQ 6791 EQ 6791 AS 7007 BS 7007 CS 7007 DS 7007 ES 7007 AQ 7224 BQ 7224 CQ 7224 DQ 7224 EQ 7224 AD 7360 BD 7360 CD 7360 DD 7360 ED 7360 AB 7384 BB 7384 CB 7384 DB 7384 EB 7384 AE 7451 BE 7451 CE 7451 DE 7451 EE 7451 AN 7614 BN 7614 CN 7614 DN 7614 EN 7614 AU 7735 BU 7735 CU 7735 DU 7735 EU 7735 AQ 7762 BQ 7762 CQ 7762 DQ 7762 EQ 7762 AK 8178 BK 8178 CK 8178 DK 8178 EK 8178 AV 8420 BV 8420 CV 8420 DV 8420 EV 8420 AV 8529 BV 8529 CV 8529 DV 8529 EV 8529 AP 8689 BP 8689 CP 8689 DP 8689 EP 8689 AF 8740 BF 8740 CF 8740 DF 8740 EF 8740 AL 8803 BL 8803 CL 8803 DL 8803 EL 8803 AD 8837 BD 8837 CD 8837 DD 8837 ED 8837 AP 9102 BP 9102 CP 9102 DP 9102 EP 9102 AK 9664 BK 9664 CK 9664 DK 9664 EK 9664 AV 9745 BV 9745 CV 9745 DV 9745 EV 9745 AD 9754 BD 9754 CD 9754 DD 9754 ED 9754 AA 9764 BA 9764 CA 9764 DA 9764 EA 9764 AV 9883 BV 9883 CV 9883 DV 9883 EV 9883 AT 9922 BT 9922 CT 9922 DT 9922 ET 9922 AS 9994 BS 9994 CS 9994 DS 9994 ES 9994

৩০-১২-৭০ তারিখের খেলার শ্রেষ্ঠ বিক্রেতাগণ

বি. এন. ধর—১৪৭।১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

বি. দেবী—সোননগর, পোঃ গয়া।

টি. টি. অগস্টাইন—৮—২৯৬, মিউনিসিপ্যাল জং. চাঙ্গানাচেরী পোঃ, জেলা কোট্টায়াম।

এস. পাল—১৩।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯।

এই তালিকায় কোন ভুল, ছাড় ও অন্যান্য ক্লারিকাল বা প্রেসের ত্রুটি থাকলে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হচ্ছে। সরকারী পরীক্ষিত রেকর্ড সংবাদের চূড়ান্ত উৎস এবং তদনুযায়ী অনারারী সেক্রেটারীর সিদ্ধান্ত হবে চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক।

অনিয়মিত বিমান চলাচলের জন্য টিকিট বিক্রেতাদের যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার জন্য আমরা দুঃখিত।

পরবর্তী খেলা (৭২তম) ১৪-৫-৭১

প্রথম পুরস্কার — টাঃ ১,৫০,০০০

এবং শত শত অন্যান্য নগদ পুরস্কার, তাছাড়া বহু সান্ত্বনা পুরস্কার

দ্রষ্টব্য : (১) সংগ্রাহকদের সকল প্রিপেড টিকিটের কাউণ্টার ফয়েল ফেরত দিবার জন্য স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে বিক্রেতাদের নাম ও ঠিকানা প্রকাশ ও তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ জ্ঞাপনে আমাদের সাহায্য করা হবে।

(২) প্রত্যেক সংগ্রাহককে প্রত্যেক কাউণ্টার ফয়েলের ও টিকিটের উল্টো দিকে নিজের ব্যক্তিগত রবার স্ট্যাম্প চিহ্নিত করে দিতে জানানো হচ্ছে।

অনারারী সেক্রেটারী

ডি, বি, চ্যারিটিজ ফাণ্ড

১৫, পর্তুগীজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১

ক্রোমলাইট (ইণ্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ

বিখ্যাত স্টীল ফোল্ডিং ফার্নিচার প্রস্তুতকারক

হাওড়া-৭

নোটিস

৩০-১২-১৯৭০ তারিখে কনসিলিয়েশন অফিসারের সমক্ষে সম্মত মীমাংসার শর্তানুসারে ৩৮।৩৯ জয়বিবি রোড, ঘুষুড়ি, হাওড়া ঠিকানায় অবস্থিত আমাদের ফ্যাক্টরি ও অফিস ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭০ তারিখে খুলিবে ও ৪-১-৭১ তারিখ হইতে উৎপাদন শুরু হইবে।

রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হইবে। যে সকল কর্মী ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে ডিউটি শুরু করিতে অপারগ হইবেন তাঁহারা তাঁহাদের চাকরি হারাইবেন এবং আর কিছু না জানাইয়া এবং/বা তাঁহাদিগকে আর নোটিস না দিয়া কর্মী তালিকা হইতে তাঁহাদের নাম কাটিয়া দেওয়া হইবে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের পক্ষে

(৩৬৫০ এ)

রাজ জ্যোতিষী

বিশ্ববিখ্যাত শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ ও তান্ত্রিক, জ্যোতিষশাস্ত্রে গভর্নমেণ্ট উপাধিপ্রাপ্ত মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডঃ শ্রীহরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী, জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষশাস্ত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং হস্ত, কপাল রেখা, করকোষ্ঠী নির্মাণে ও নির্ভুল কোষ্ঠী বিচারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রশ্ন গণনায় সিদ্ধহস্ত। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান নির্ণয়ে অদ্বিতীয়।

যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়া এবং শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা দুর্ভাগ্যের ও কুপিত গ্রহের প্রতিকার এবং জটিল মামলা মোকদ্দমায় জয়লাভে সহায়তা করিতে তাঁহার ক্ষমতা অনন্যসাধারণ। ভারত, পাকিস্তান, বর্মা, সিংহল, ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, আফ্রিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের বহু বিশিষ্ট মনীষিবৃন্দ পণ্ডিত মহাশয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া অযাচিত সহস্র সহস্র প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

মহাশক্তিসম্পন্ন কয়েকটি জাগ্রত কবচ : তন্ত্রমতে প্রত্যেকটি কবচের পুরশ্চরণাদি কার্য সুসম্পন্ন হয় বলিয়াই কবচগুলি সদ্য ফলপ্রদ।

শান্তি কবচ :—পরীক্ষায় পাশ, মানসিক ও পারিবারিক ক্লেশ, আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রভৃতি সর্বদুর্গতিনাশক। সাধারণ—৫, ; বিশেষ—২০,।

বগলা কবচ :—মামলায় জয়লাভ, রাজকৃপালাভ, ধন ও সম্মান বৃদ্ধি, ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ও সর্বকার্যে যশস্বী হয়। সাধারণ—১২, ; বিশেষ—৪৫,।

আকর্ষণী কবচ :—শত্রুকে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ করিতে এবং অভীষ্টজনকে বশীভূত করিতে ইহার ক্ষমতা অপরিসীম। সাধারণ—১২, ; বিশেষ—৫০,।

পণ্ডিত মহাশয়ের লিখিত হস্তরেখা বিচারের এবং জ্যোতিষী বিদ্যার সহজ ও সরল বাংলা ও ইংরাজী বই পড়ে নিজেই হাত দেখিতে এবং কোষ্ঠী নির্মাণ ও বিচার করিতে পারিবেন।

১। সামুদ্রিক রত্ন (বাংলা) ২য় সংস্করণ—৬, ; ২। জুয়েল অব্ পামিস্ট্রী (ইংরাজী) ২য় সংস্করণ—১০, ; ৩। এ গাইড টু এস্ট্রোলজি (ইংরাজী)—১১,। সাক্ষাৎ করুন অথবা লিখুন :—হাউস অব এস্ট্রোলজি, ৪৫এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬ (হাজরা পার্কের পূর্বে), ফোন : ৪৭-৪৬৯৩।

নববর্ষে ভাগ্যদেবতা
স্বাগত জানাচ্ছে

আমাদের বিক্রিত টিকিটের হার অনুসারে বহু উল্লেখযোগ্য পুরস্কার এ পর্যন্ত উঠেছে। কিন্তু ঘটা ক'রে জানানোর গুরুত্ব আছে বলে মনে করি নাই।

গত নভেম্বর ও ১১ই ডিসেম্বরের মধ্যে আমাদের এজেন্সীর উল্লেখযোগ্য পুরস্কার : শহীদ-স্মরণীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং বিহার ও পাঞ্জাবের তৃতীয় পুরস্কার।

এজেন্টদিগকে আকর্ষণীয় কমিশনের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

এম রায়
(অল ইণ্ডিয়া লটারী ডিষ্ট্রিবিউটর)
১/১ আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯, শিয়ালদহ
ফোন:— ৩৫-০১৮৭

উঁচুদরের মিস্ত্রীরা ফরমাইকা ডেকোরেটিভ ল্যামিনেটের সুন্দর বাহার আর আন্তর্জাতিক গুণের জন্যই এটিকে অনুমোদন করেন। তাঁরা বলেন, "সেরা কাজের জন্য ফরমাইকা ল্যামিনেট ব্যবহার করুন"।

পৃথিবী-বিখ্যাত ফরমাইকা ডেকোরেটিভ ল্যামিনেট আসবাবের ওপরকার আবরণী হিসেবে আসবাবপত্রকে দেখতে আরো ভালো ও সুন্দর ক'রে তোলে। টেবিল, ডেস্ক, শেলফ ও কাউন্টারের ওপর এবং কাবার্ড, ক্যাবিনেট ও প্যানেলিংয়ের জন্য ব্যবহার করুন। সহজেই পরিষ্কার হয়। তাপ সইতে পারে। আঁচড় বা দাগ পড়তে দেয় না। বছরের পর বছর নতুনের মতনই দেখায়। একমাত্র ফরমাইকাতে আছে ম্যাটে ও গ্লসে দু'য়েতেই রঙ ও প্যাটার্নের বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক রকমারি—যে কোন সময় পছন্দ করবার মত নানা বৈচিত্র্য পাবেন!

প্রত্যেক শীটের ওপর যে ট্রেড মার্ক ছাপ রয়েছে ওটাই আপনার গ্যারান্টী যে ওটা ফরমাইকা ডেকোরেটিভ ল্যামিনেট—অন্য কোন ব্র্যাণ্ড নয়। ওই ট্রেড মার্ক ছাপ অবশ্য ধুলেই উঠে যাবে।

বিনামূল্যে ফরমাইকা ল্যামিনেট বিষয়ে পুরো রঙীন পুস্তিকার জন্য পত্র লিখুন :

ডিপার্টমেণ্ট T-31।
ফরমাইকা ইণ্ডিয়া লিমিটেড, পোঃ আঃ বক্স ৬৪, পুণা-১।

ভারতে ও অন্য ১২০টি দেশে ফরমাইকা ডেকোরেটিভ ল্যামিনেট একইমাত্র।

FORMICA
decorative laminate

*ফরমাইকা ফরমাইকা ইণ্টারন্যাশন্যাল লিমিটেড-এর রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক এবং ভারতে ফরমাইকা ইণ্ডিয়া লিমিটেড উহার লাইসেন্স-প্রাপ্ত ব্যবহারকারী।

টেবল টেনিসের তালিকা

জগন্নাথ ও কেটির প্রথম স্থান

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর—১৯৭০ সালে টেবল টেনিস বাছাই-এর নাম পর্যায় তালিকায় রেলের জি জগন্নাথ পুরুষ বিভাগ এবং মহিলা বিভাগে মহারাষ্ট্রের কেটি চারজম্যান প্রথম স্থান লাভ করেছেন।

দলগত বাছাই তালিকায় দুই বিভাগেই মহারাষ্ট্রের নাম প্রথম। নীচে ক্রমপর্যায় তালিকা দেওয়া হল :—

পুরুষ বিভাগ : (১) জি জগন্নাথ (রেল), (২) মীরকাশিম, (৩) দীপক ওয়াধেরা (দিল্লি), (৪) ভি এম মার্চেন্ট (মহারাষ্ট্র), (৫) সুভাষ কুলকারণী (মহারাষ্ট্র) (৬) দিলীপরাজ সাকসেনা (অন্ধ্র), (৭) কে জয়ন্ত (মহীশূর), (৮) বি সাইকুমার (মহীশূর), (৯) ডি ডি লাঘানী (মহারাষ্ট্র), (১০) এন ডি অশোক (অন্ধ্র) ও এস এ মেহতা (মহারাষ্ট্র)।

মহিলা বিভাগ : (১) কেটি চারজম্যান (মহারাষ্ট্র), (২) উষা সুন্দররাজ (মহীশূর), (৩) রূপা মুখারজি (বাংলা), (৪) শৈলজা সালোখী (মহারাষ্ট্র), (৫) আর্সামন নিয়ামত (অন্ধ্র প্রদেশ) ও গীতা নাদকারনী (মহারাষ্ট্র)।

বালক বিভাগ : (১) আর এস বালাচন্দন (কেরল), (২) এ টি এম আয়া (অন্ধ্র প্রদেশ), (৩) অতুল পারিখ (মহারাষ্ট্র), (৪) আর শেখর তামিলনাড়ু) (৫) বিলাস নারাসাপুরে (মহারাষ্ট্র), (৬) পিটার ডি সুজা (হিমাচল প্রদেশ), (৭) জি মল্লিক (বাংলা), কে হামিদ (মহীশূর)।

বালিকা বিভাগ : (১) নন্দিনী কুলকারনী (মহারাষ্ট্র), নায়ের মোল্লা (মহারাষ্ট্র)।

দলগত পুরুষ বিভাগ : (১) মহারাষ্ট্র, (২) অন্ধ্র, (৩) মহীশূর, (৪) দিল্লি, (৫) রেল, (৬) বাংলা, (৭) তামিলনাড়ু, (৮) উত্তর প্রদেশ, মহিলা বিভাগ : (১) মহারাষ্ট্র (২) বাংলা, (৩) মহীশূর, (৪) অন্ধ্র প্রদেশ, (৫) তামিলনাড়ু, (৬) দিল্লি। জুনিয়র : (১) তামিলনাড়ু, (২) মহারাষ্ট্র, (৩) অন্ধ্র (৪) বাংলা, (৫) কেরল, (৬) দিল্লি, (৭) আসাম। —পি টি আই

রাজ্য অ্যাথলেটিকস

ছোটদের রেকরডের ছড়াছড়ি, বড়রা মান-এর নীচে

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে রাজ্য অ্যাথলেটিক চাম্পিয়নশিপের শেষ দিনে আরও ৫টি বিষয়ে রেকরড হওয়ায় তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে মোট ২৩টি বিষয়ে নতুন রেকরড হয়। প্রায় সব রেকরডই হয়েছে জুনিয়র ইভেনটে। বড়রা রীতিমত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। কেউ মান অতিক্রম করতে পারেন নি।

পুরুষ বিভাগে মোহনবাগান, মহিলা বিভাগে ইসটারন রেল এ এ এবং বালক বিভাগে ২৪ পরগণা দলগত চাম্পিয়নশিপ পেয়েছে। মোহনবাগানের জি আর প্যাটেল ১১ পয়েনট পেয়ে ব্যক্তিগত চাম্পিয়নশিপের অধিকারী হয়েছেন। মহিলা বিভাগে যুগ্ম চাম্পিয়নশিপ পেয়েছেন ইসটারন রেলের কিস্করী দাস ও রূপা চ্যাটারজি। তারা দুজনই ১৫ পয়েনট করে পেয়েছেন।

পি ব্যানারজি (২৪ পরগণা) ১৬ বছরের নীচে বালক বিভাগে সট পুটে রেকরড ১১·৬৯ মিটার।

বিশ্বনাথ ব্যানারজি (সিটি) ১৬ বছরের নীচে বালক বিভাগে ৩০০ মিটার দৌড়ে রেকরড ৩৮·৬ সেঃ।

২৪ পরগণা ১৬ বছরের নীচে বালক বিভাগে ৪×১০০ রিলেতে রেকরড ৪৬·৫ সেঃ।

আর কে ঘোষ (হাওড়া) ১৪ বছরের নীচে বালক বিভাগে হাই জামপে রেকরড ১·৬৫ মিটার।

সন্ধ্যা মজুমদার (সিটি) ১৪ বছরের নীচে বালিকা বিভাগে লং জামপে রেকরড ৪·৩৯ মিটার।

বৃষ্টির জন্য টেসট খেলা হয়নি

মেলবোরন, ৩১ ডিসেম্বর—আজ ইংলনড—অসট্রেলিয়ার তৃতীয় টেসট ক্রিকেট খেলা বৃষ্টির জন্য অনুষ্ঠিত হয়নি। সকালে ইংলনড অধিনায়ক রে ইলিংওয়ারথ টসে জয়লাভ করে অসট্রেলিয়াকে ব্যাটিং দেন। কিন্তু খেলা আরম্ভের নির্ধারিত সময়ের দু' মিনিট আগে প্রবল বর্ষণ সুরু হওয়ায় খেলা আরম্ভ হয় না। চা-পানের ২৫ মিনিট পূর্বে আমপায়াররা প্রথম দিনের খেলাটি পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করেন। রয়টার

শুক্রবারের ক্রিকেট খেলা

প্রথম ডিভিসন লীগ : খিদিরপুর : হাওড়া ইউনিয়ন, মহমেডান স্পোরটিং : হোয়াইট বরডার; এরিয়ান : ইয়ংবেঙ্গল, তপন মেমোরিয়াল : রাজস্থান; সালকিয়া : গ্রীয়ার; হাওড়া স্পোরটিং : দক্ষিণ কলকাতা; মিলন সমিতি : পোরট কমিশনারস; টাউন : তালতলা; একসেলশিয়ারস : ইউনিয়ন স্পোরটিং; বি এন আর : এলবারট;

স্কুল ক্রিকেট টেসট

ভারতীয় দল এগিয়ে আছে

কটক, ৩১ ডিসেম্বর—চতুর্থ স্কুল ক্রিকেট টেসটের দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় স্কুলের অসমাপ্ত প্রথম ইনিংস ২২২ রানে শেষ হবার পর ইংলিশ স্কুল দলের প্রথম ইনিংস ১৫৫ রানে শেষ হয়ে যায়। তারপর দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ভারতীয় স্কুল দল ২ উইকেটে ৪৫ রান করে।

এর অর্থ ভারতীয় স্কুল এখন ১১২ রানে এগিয়ে আছে। খেলার আর একদিন বাকি। যদি শেষ দিন ভারতীয় স্কুল দল দ্রুত আর কিছু রান করে ইংলিশ স্কুল দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে দিতে পারে তবে এ টেসটে জয়ের সম্ভবনা আছে।

দ্বিতীয় দিন সবসুদ্ধ ১৪টি উইকেট পড়েছে। ভারতীয় দলের দুই ইনিংসে দুটি করে, ইংলিশ স্কুলের এক ইনিংসে ১০টি।

ভারতীয় স্কুল দল—প্রথম ইনিংস ২২২ (এইচ কে সাহা ৭৬, পি ওবেরয় নট আউট ৪৪; পি বসু ২৬ রানে ৪ উইকেট)।

ইংলিশ স্কুল দল—প্রথম ইনিংস ১৫৫ (জে আর টি বারকলে ৪৮, এ বুচার ১৭; অনিল মাথুর ৩০ রানে ৪ উইকেট, পি ওবেরয় ৩৩ রানে ২ উইকেট, এস সোম ৩৩ রানে ২ উইকেট)।

ভারতীয় স্কুল দল— দ্বিতীয় ইনিংস (২ উইঃ) ৪৫ (জি এম রাজ ২৫) —পি টি আই

ইউ ব্যানারজি ও এস কে ব্যানারজির সেনচুরি

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার ময়দানে লীগ ও প্রীতি ক্রিকেট খেলায় দুইজন ব্যাটসম্যান সেনচুরি করেন এবং একজন অল্পের জন্য সেনচুরি লাভে বঞ্চিত হন।

লীগে এলবারট স্পোরটিংয়ের ইউ ব্যানারজি ১০২ রান করে সেনচুরি করেন বালীগঞ্জ ইউনাইটেড দলের বিরুদ্ধে। প্রীতি খেলায় ক্যালকাটা ক্লাবের এস কে ব্যানারজি ১২৩ রান করেন মহঃ স্পোরটিংয়ের বিরুদ্ধে। স্পোরটিং ইউনিয়নের এন রায় ৯৮ রান করে আউট হয়ে যান।

ব্যায়ামচর্চা পত্রিকার বার্ষিক উৎসব

১লা জানুয়ারি বিকাল ৫টায় ভারত সভা হলে ব্যায়াম-চর্চা পত্রিকার ৮ম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বাংলার বিশিষ্ট ব্যায়ামবিদগণ জিমন্যাসটিকস ব্যায়াম, যোগব্যায়াম দেখাবেন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হবে।

WANTED
HOME AGENTS

মাসিক ৭৫০, টাকা বা ভাল কমিশনে শাল, শাড়ী, স্যুট লেংথ, রেডিমেড পোষাকের অর্ডার সংগ্রহ করুন।

অনভিজ্ঞ ও বেকারদের পক্ষে শেষ সুবর্ণ সুযোগ। বিনামূল্যে শর্তাদি ও নমুনার জন্য লিখুন।

HIND AGENCIES (18)
4k, Kolhapur Road, Delhi-7.

শুক্রবার থেকে ইডেনে পূর্বাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলের দলীপ ট্রফির খেলা

শুক্রবার থেকে ইডেনে পূর্বাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলের মধ্যে দলীপ ট্রফির তিনদিনব্যাপী সেমিফাইনাল খেলা শুরু হচ্ছে। দলগত শক্তির বিচারে পূর্বাঞ্চল ব্যাট ও বলে উত্তরাঞ্চল থেকে কিছু বেশী শক্তিশালী। তবে দলের ফাসট বোলার সুব্রত গুহ হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় এই খেলায় যোগদান করতে পারবেন না। বিহারের এস সাংভিকে সুব্রতের শূন্য স্থান পূরণের জন্য দলে আনা হলেও সুব্রতের অনুপস্থিতি পূর্বাঞ্চলকে কিছুটা দুর্বল করবে।

বিষেন সিং বেদীর নেতৃত্বে উত্তরাঞ্চল দলটি তরুণ ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া হবে। অশোক গান্ডোত্র, আকাশলাল, হায়দার আলি ও বিনয় লাম্বা প্রমুখ ব্যাটসম্যানেরা একদিকে দলের রানকে তুলে নেবার পথে যেমন সচেষ্ট হবেন, অন্যদিকে মদনলাল, রবীন্দ্র চাড্ডা, মহীন্দর অমরনাথ প্রমুখেরা বিপক্ষের রান ওঠার পথে বাধা সৃষ্টি করবেন। এছাড়া এবারের রনজি ট্রফিতে ৩২টি উইকেটের অধিকারী রেলওয়েজের দীপঙ্কর ও বেদীর আক্রমণও পূর্বাঞ্চলের ব্যাটসম্যানদের উদ্বিগ্ন করবে। উত্তরাঞ্চল দল কোন এগার জন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত হবে সেটা দলনায়ক বেদী খেলার আগে ঠিক করবেন বলে জানান।

খেলার সময় নির্দিষ্ট হয়েছে ১০টা

খেলার সময় নির্দিষ্ট হয়েছে ১০টা থেকে ১২টা। ১২টা থেকে ১২-৪০ মধ্যাহ্নভোজের বিরতি। ১২-৪০ থেকে ২-৪০। ২-৪০ থেকে ৩টা চা পানের বিরতি। ৩টা থেকে ৪-৩০।

১ থেকে ৩ জানুয়ারি প্রত্যহই অল ইনডিয়া রেডিও ইংরেজী ও বাংলায় ধারাবিবরণী প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। ধারাবিবরণী সকাল ১০টা থেকে ১২ এবং ৩টা থেকে ৪-৩০ কলকাতা 'বি'তে শোনা যাবে। ইংরেজীতে ধারা-বিবরণী দেবেন স্মারজিৎ সিং ও দারীন্দর সিং এবং বাংলায় ধারা-বিবরণী দেবেন পুষ্পেন সরকার ও প্রেমাংশু চ্যাটারজি।

নীচে দুই দলের খেলোয়াড়দের নাম দেওয়া হল।

পূর্বাঞ্চল দল : রমেশ সাকসেনা (অধিনায়ক), আনন্দ শুক্লা, দলজিৎ সিং, অম্বর রায়, শ্যামসুন্দর মিত্র, প্রকাশ পোদ্দার, দিলীপ যোশী, গোপাল বসু, এস সাংভি, বিমল জাড়েজা ও এ ঘটক। অতিরিক্ত—অরুণ চৌধুরী ও আর জিজিবয়।

উত্তরাঞ্চল দল : বিষেন সিং বেদী (অধিনায়ক), সুরীন্দর অমরনাথ, মহীন্দর অমরনাথ, অশোক গান্ডোত্র, বিনয় লাম্বা, আকাশলাল, ইন্দ্রজিৎ সিং, হায়দার আলি, দীপঙ্কর সরকার, রবীন্দ্র চাড্ডা, মদনলাল, রৌফ, অশ্বিনী মারওয়া, অনুপ সিং সত্তোয়ার।

আমপায়ার : এন ভি নগেন্দ্র (মহীশূর) ও রাজা[illegible]।

eXcel CALCULATORS

কেমিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল শিল্পে প্রয়োজনীয় স্লাইড টেবল, ডেটা চার্ট-টেবল কনভার্সন-এর জন্য খোঁজ করুন :

এক্সেল প্রসেস
প্রাইভেট লিমিটেড
২২ডি, এস এ ব্রেলভি রোড
বম্বে-১
ফোন : ২৫৯১৮১—৫৭৩৩২৭
শাখা : ১০বি, ইডেন হস্পিটাল রোড
কলিকাতা-১২, ফোন : ৩৪৬৫৯৩

জাতীয় ভলিবল

মহীশূরের মাঠ ত্যাগ

গৌহাটি, ৩১ ডিসেম্বর—পরিবর্ত খেলোয়াড়ের অংশ গ্রহণের প্রশ্নে আপত্তি তুলে মহীশূর আজ চতুর্থ গেমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করায় দিল্লিকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। দুই দল একটি করে গেম নেবার পর তৃতীয় গেমে দিল্লি যখন ১৪—১১ পয়েনটে এগিয়ে তখন মহীশূর পরিবর্ত খেলোয়াড়ের প্রশ্নে আপত্তি তোলে। ওই গেমে অবশ্য দিল্লি ১৫—১১ পয়েনটে জেতে। কিন্তু পরের গেমে মহীশূর তর্কাতর্কির মধ্যে কোরট ছেড়ে চলে যায়।

আগামী কাল পানজাব, সার্ভিসেস, অন্ধ্র ও উত্তরপ্রদেশের মধ্যে সুপার লীগের খেলা হবে। —ইউ এন আই

কলকাতা রেসের অশ্বঘোষণা

অশ্বঘোষ

১ম বাজী ॥ প্রিন্সেস আলেকজান্দ্রা, রোমান স্টার

২য় বাজী ॥ ব্রাইট জেম, সান চাপল্ড (ফ্লুক : মিঃ গ্রুক)

৩য় বাজী ॥ জেমস বণ্ড, দি কমেডিয়ান

৪র্থ বাজী ॥ দি ফোর্নেশিয়াল, গে টাইম

৫ম বাজী ॥ স্টেপটো টবোর্ড (ফ্লুক : পশুপতি)

৬ষ্ঠ বাজী ॥ হলি ডে, দি সেনেটার

৭ম বাজী ॥ বাটন হোল, মাইটি এ্যাবট (ফ্লুক : গ্যালোপার)

আজকের পক্ষীরাজ
জেমসবণ্ড

রেস আরম্ভ বেলা ১-১৫ মিনিটে।

অ্যালপাইন ডেয়ারি

কামনা করেন তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের সুখী ও সমৃদ্ধশালী

নববর্ষ

অ্যালপাইন ডেয়ারি
ন্যাশানাল টোব্যাকো বিল্ডিং
১ এবং ২ ওল্ড কোর্ট হাউস কর্নার
কলকাতা-১

আমরা আমাদের অগণিত ক্রেতা-বিক্রেতা ও পৃষ্ঠপোষকদের
শুভ নববর্ষের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি—

নিউ ফেমাস রবার ইণ্ডাস্ট্রীজ

৪১, চাউলপট্টি রোড, কলিকাতা-১০, ফোন : ৩৫-৭৪৩৭
একমাত্র স্বত্বাধিকারী : শ্রী আর জি দাশ

(সকল রকম রবারের জিনিষ তৈয়ারী করা হয়)

(৩৫৯৪ এ)

পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ

৩১-১২-৭০ তারিখে অনুষ্ঠিত দৈনিক খেলার ফলাফল

একটি প্রথম পুরস্কার – ৬,০০০ টাকা
টিকিট নং N-001271

প্রত্যেকটি ৫০ টাকার ২০টি পুরস্কার

1. G-086501	2. G-064934	3. L-063309	4. H-052749
5. H-031739	6. K-098124	7. O-080810	8. K-051394
9. F-022312	10. O-033120	11. E-094682	12. C-027647
13. E-053568	14. B-046985	15. L-057669	16. B-057416
17. O-004735	18. H-066138	19. B-026494	20. G-093806

দ্রষ্টব্য : এই ডিরেকটরেট টিকিট নং কোনরূপ ভুল ছাপা হওয়ার জন্য দায়ী হইবেন না।
টিকিট সংখ্যা সীমিত—এজেণ্টগণ সত্বর হউন।

ডিরেক্টর, পাঞ্জাব স্টেট লটারীজ, চণ্ডীগড়

নববর্ষের উপহার—চমৎকার ক্যালেণ্ডার।

* ক্রেতাদের জন্য সীমিত নূতন ক্যালেণ্ডার দেওয়া হইবে। *

১৯৭০ সালে আপনাদের সকলের আশীর্বাদে আমরা আমাদের সহৃদয় ক্রেতাদের প্রথম পুরস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া সান্ত্বনা পুরস্কার পর্যন্ত অগণিত পুরস্কার দিতে পারিয়াছি। প্রতি মাসেই আমাদের কাউণ্টারে বিক্রীত টিকিটে অসংখ্য পুরস্কার উঠেছে ও উঠছে।

এস· সরকার
(লটারী টিকেট বিক্রেতা)
খুচরা ও পাইকারী

স্টল : স্টার থিয়েটার-এর পাশে হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং-এর সামনে
হেড অফিস : ৩২/এ, প্যারীমোহন সুর লেন, কলিকাতা-৬

(২৯৩৩ এ)

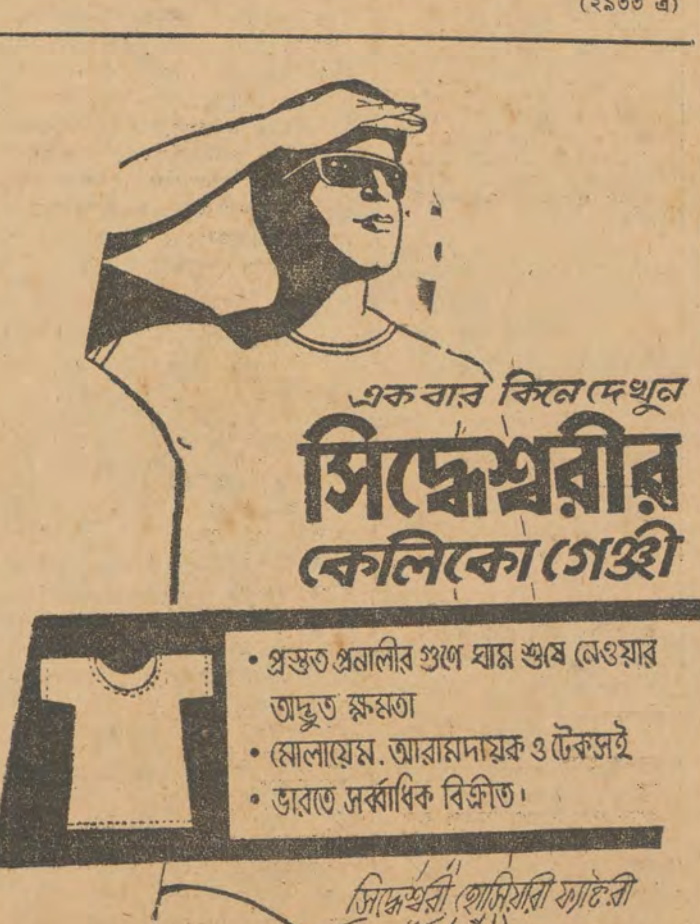

ভিক্স কাশির বড়ি মুখে রাখুন-এর ওষুধের গুণ আপনি নিজেই অনুভব করতে পারবেন! আর দেখুন কত শিগ্‌গীর আরাম পান। প্রত্যেকটি বড়িতে আছে ভিক্স ভেপোরাবের ছটি আরামদায়ক উপকরণ।

বড়ি চুষে দেখুন-
দ্রুত কাশির উপশম হবে।

যখনই চান—খেয়ে চটপট আরাম পাবার জন্যে ৪টি বড়ির একটি ছোট প্যাকেট সর্ব্বদা কাছে রাখুন।

দ্রুত কাশি উপশমের বড়ি

লিনটাস-VKS. 1-105 BG

বেনারসী ও সিল্কের জন্য
বেনারসী কুঠী
গড়িয়াহাট জং· কলি· ফোন: ৪৬-৭৪৭৭

নির্বাক ভারতীয় ছবি

ইউ-এস-আই-এস এবং ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসায়েটিজ-আয়োজিত পক্ষকালব্যাপী নির্বাক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রথম দিকে যে-ছবিগুলি দেখানো হল, তার বেশ কয়েকটি ভারতীয়। যেমন ফালকের "হরিশচন্দ্র", হিমাংশু রায়-প্রযোজিত "এ থ্রো অব ডাইস", "দ্য লাইট অব এশিয়া" (দুটি ছবিরই পরিচালক ফ্রানজ এসটেন)। এ-ছাড়া দেখানো হয়েছে ফালকে-কৃত "কালীয় দমন", 'কৃষ্ণ' 'হনুমান', 'কংস, 'মহাকাল, প্রভৃতি পৌরাণিক চিত্রের কিছু কিছু অংশ।

সরলা রায় হল-এ অনুষ্ঠিত নির্বাক চিত্রের উৎসবে (যার শুরু ২৩ ডিসেম্বর) ৮৩ বছর বয়সের এক ভদ্রলোককে এ-পর্যন্ত প্রতিদিন দেখা গিয়েছে। তিনি শ্রীচারু রায়—"এ থ্রো অব ডাইস" এবং "দ্য লাইট অব এশিয়া" চিত্রের প্রধান অভিনেতা। শ্রীরায় দ্বিতীয় চিত্রটির শিল্প-নির্দেশকও ছিলেন।

একটি মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল। চুম্বন-দৃশ্য ভারতীয় চিত্রে চলতে পারে কি পারে না তা-ই নিয়ে প্রায়ই তো বাকবিতণ্ডা হয়। খোসলা কমিটির রায় চুম্বনের কিছু অনুকূলে গেলেও সমস্যার সমাধান হতে চাইছে না। এখনও চলছে সেই "ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না" অনুজ্ঞা।

এই উৎসবে প্রদর্শিত, ১৯৩০ সনের "এ থ্রো অব ডাইস" চিত্রে কিন্তু একটি চুম্বন-দৃশ্য রয়েছে। নায়িকা সীতা দেবীর (আসল নাম রেনি স্মিথ) ওষ্ঠাধরে নায়ক চারু রায় চুম্বন-রত এই দৃশ্য ক্লোজ-আপ-এ উপস্থাপিত।

ছবিটি দেখবার পর অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছে: ওই ছবি দেখে তখনকার নাগরিকদের কি পাইকারি হারে চরিত্র খারাপ হয়ে গিয়েছিল?

"শপথ নিলাম" চিত্রে সমিত ভঞ্জ, দিলীপ রায়

জয়-জয়ন্তী

এম-কে-জি'র জয়জয়ন্তী চিত্রটি উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা সিনেমার পরবর্তী আকর্ষণ। শ্রীসুনীল বসু মল্লিক ছবিটির পরিচালক। প্রধান দুই চরিত্রের রূপকার: উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন। পাঁচ কিশোর-কিশোরীর ভূমিকায় দেখা যাবে সুচেতা, মধুমিতা, সম্রাট, পাপিয়া ও টিঙ্কুকে। অন্য কয়েকটি চরিত্রে আছেন: চন্দ্রাবতী, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়, পঙ্কজ।

নবরাগ

শ্রীগিরীন্দ্র সিংহ প্রযোজিত নবরাগ মিনার-বিজলী-ছবিঘর চেনের পরবর্তী আকর্ষণ। শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন শ্রীবিজয় বসু। প্রধান কয়েকটি চরিত্রের রূপকার: উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন, বিকাশ রায়, বিজন ভট্টাচার্য, জহর রায়, নিমু ভৌমিক, মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফরিয়াদ

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে ফরিয়াদ (চিত্রনাট্য: সমরেশ বসু) চিত্রের শুটিং নিয়মিত চলছে। পরিচালনা করছেন শ্রীবিজয় বসু। ছবির নায়িকা সুচিত্রা সেন। দুটি বিশিষ্ট চরিত্রের শিল্পী: উৎপল দত্ত, পার্থ মুখোপাধ্যায়। নচিকেতা ঘোষ ছবিটির সুরকার।

পৌষতত্ত্বে
কাশ্মীরী শাল
ও
লেডিজ উলেন কোট এর
নূতনতম ডিজাইনগুলি
১০% রিবেটে
এবং
ছোটদের উলেন পোষাক
বিশেষ কমমূল্যে
কেবলমাত্র নিম্নঠিকানায় কিনুন
(১) হরলালকা
টেক্সটাইলস
গড়িয়াহাট মোড়
এবং
(২) রামরিকদাস
হরলালকা এণ্ড সন্স,
ভবানীপুর

স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে

(সারদা চিত্রমন্দির)

কুয়াশা আর মেঘে ঘেরা দার্জিলিঙ শহরে দিনের পর দিন শুটিং করে আলোচ্য চিত্রটি তুলতে পরিচালক শ্রীপীযূষ বসু এবং তাঁর কলাকুশলীরা নিঃসন্দেহে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করেছেন। শ্রীদিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ক্যামেরাকে ধন্যবাদ, ছবিটির দৃশ্যাংশে ওই পরিশ্রম ও ধৈর্যের সুফল পাওয়া গিয়েছে। রঙিন হলে তো কথাই ছিল না, কিন্তু সাদা-কালোতেও দার্জিলিঙের রহস্যময় রূপ ও শোভার আবেদন কি কম? এই পটভূমিতে অভিমানী নায়িকার (মাধবী চক্রবর্তী) মুখখানিও অতি সুন্দর দেখিয়েছে, প্রাণোচ্ছল অন্য তরুণ-তরুণীদেরও।

এইটুকু নির্দ্বিধায় প্রশংসা করবার মত। চিত্রটির নাট্যাংশ অবান্তর, অকিঞ্চিৎকর; তার রূপায়ণে রসের সংযোগই বা ঘটল কতটুকু? দেখে দুঃখের সঙ্গে মনে হয়, বাংলা সিনেমার বয়স বাড়ছে, তবু সে বয়স্ক হতে পারছে না। কিন্তু তরল ভাবাবেগই যেখানে তার উপজীব্য, জীবনের গতি এবং দ্বন্দ্বও সেখানে সরল, সেখানে সে নিরর্থক গাম্ভীর্যের মুখোস পরে থাকে কেন?

স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে চিত্রের গল্পাংশের (রচনা: কালকূট) প্রধান ব্যাপারটা হল স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ বা ভুলবোঝাবুঝি। স্বামী চব্বিশ ঘণ্টা কর্মব্যস্ত অথবা তার কাজের চিন্তায় ব্যাপৃত; স্ত্রী উপেক্ষিত। উভয়ের মধ্যে প্রায়শ অভিমান আর বিরক্তির প্রকাশ, কথাকাটাকাটি, পরে সাময়িক বিচ্ছেদ। বহু-ব্যবহৃত এই থিম নিয়ে নিশ্চয়ই আজও বিশ্বাস্য, আকর্ষক নাটক তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু ফ্ল্যাশ-ব্যাক পর্যায়ে ওই দম্পতির দৈনন্দিন সম্পর্ক যেভাবে দেখানো হয়েছে তা একদিকে যেমন জীবনের স্পর্শ রহিত, অন্যদিকে তেমনই অতি-সরলীকৃত। আর সব ব্যাপারটা যে সাজানো সে-কথা বলা-ই বাহুল্য।

স্ত্রী, সুমিতা, একমাত্র সন্তান কাকলিকে নিয়ে দার্জিলিঙে চলে এসেছে মনের ভার লাঘব করবার জন্য। দেখা গেল, সে সুন্দর, সাজানো একটি বাংলোয় উঠেছে। ভাল। ধরে নিলাম, তার নিজস্ব অর্থ, বিত্ত প্রচুর। অথচ, ট্রেনে থার্ড ক্লাস কামরায় তাকে দেখা গিয়েছিল। কেন, ঈশ্বর জানেন।

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

সুমিতা দার্জিলিঙে স্বল্প-পরিচিত এক লেখককে (ট্রেনের কামরায় তাঁর সঙ্গে আলাপ) তার দুঃখের কাহিনী শোনাল। লেখক গদগদ স্বরে বললেন কিছু জ্ঞানের কথা। তার পর এক দিন ওখানে দেখা গেল সেই কর্মবীর, ইনজিনিয়ার স্বামীকে। ইতিমধ্যে তার কর্মজীবনে বিরাট সাফল্য এসেছে। (সে নাকি এমন এক মেশিন উদ্ভাবন করে ফেলেছে, যা নিয়ে শুধু এ দেশে নয়, বিলাত-আমেরিকাতেও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ছবির নায়ক এতও পারে!) এবার স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন। কতকটা হিন্দী ছবির ধরনে সেটা দেখানো হয়েছে। তবে একটা পার্থক্য আছে। বোমবাই চিত্রে এই ধরনের চরম দৃশ্যপর্যায়ে কিছু তাৎক্ষণিক উত্তেজনার ব্যাপার থাকে, এখানে তার সামান্য আভাসমাত্র পাওয়া যায়।

প্রকৃত বোমবাই ঘরানার কাজও অবশ্য ছবিতে অংশত আছে। যেমন ট্রেনের কামরায় এবং পরে দার্জিলিঙের পথে পথে তরুণ-তরুণীদের হৈ-হুল্লোড়, গান ইত্যাদি। পৌনঃপুনিকতার ঝোঁক না থাকলে, দৃশ্যগুলি আরও উপভোগ্য হত। বস্তুত, পুনরাবৃত্তির সুর ছবির সব ব্যাপারেই; ক্রমাগত একই ধরনের কাণ্ড আর একই ধরনের সংলাপ। নায়িকা অসুখী আর তার সহযাত্রীরা আনন্দে মশগুল—এই বৈপরীত্যের ব্যাপারটা আমাদের বার বার বোঝানো হয়েছে। আপাত-রুক্ষ বৃদ্ধের সমস্যার কথাও। তবে শেষ পর্যন্ত সকলের সমস্যা সহজেই মিটল আর ইচ্ছা পূর্ণ হল দেখে অনেকে স্বস্তি বোধ করবেন। সবচেয়ে খুশী সম্ভবত এ-ছবির লেখক-চরিত্র, যিনি সব-কিছুর সাক্ষী। তাঁর নেপালী পরিচারিকার কান্নায় কিছু জটিলতার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল; পরে লেখকের একটি সান্ত্বনা-বাক্যেই দেখা গেল, মেঘ অপসৃত।

ছবিটির দৃশ্যগঠনের কাজ বেশ ভাল। প্রথম ফ্ল্যাশব্যাক দৃশ্যপর্যায়ের অবতারণাও। নায়ক-নায়িকার দাম্পত্য বিরোধের কিছু কিছু অংশের উপস্থাপনাও সুচিন্তিত বলা যায়। ফোটোগ্রাফি যে অনবদ্য, সে-কথাও তো আগেই বলেছি।

অভিনয় প্রসঙ্গে সবিস্তারে বলবার কিছু নেই। নায়িকার ভূমিকায় মাধবী চক্রবর্তীর কয়েকটি অভিব্যক্তি সুন্দর। স্বরূপ দত্ত তাঁর অভিনেয় চরিত্রের কাছাকাছি আসতে পেরেছেন বলে মনে হল না। চিত্রনাট্যের দাবি অনুযায়ী ভাল অভিনয় করেছেন তরুণকুমার (আপাত-রুক্ষ-মেজাজ বৃদ্ধ), দিলীপ রায় (সংবেদনশীল, অতিশয় সহৃদয় লেখক)। সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শিখা ভট্টাচার্য জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গা বসু—এ'রা সকলেই সীমিত পরিসরের মধ্যে স-প্রাণ। ভাল লাগে শিশুশিল্পী রিতুকেও।

শৈলেশ রায়ের আবহ-সংগীত মামুলি। গানগুলি সম্পর্কেও সেই কথা। তিনটি গানই সিনেমার সাধারণ ছক অনুযায়ী ব্যবহৃত। আধুনিক গান যাঁদের প্রিয়, তাঁদের অবশ্য এগুলি ভাল লাগতে পারে।

জ্বালা

এই ছবিতে মধুবালা শেষবারের মত অভিনয় করেছেন। আলোচ্য রঙিন চিত্রটি এই কারণেই দর্শককে আকর্ষণ করবে।

কল্পিত একটি রাজকাহিনী চিত্রটিতে পরিবেশিত। রাজ্যের যত অনাচার, অধর্ম, তার মূলে কুচক্রী রণমন্ত্রী। তাঁর হাতের পুতুল, রাজা থাকেন রঙমহলে। সুরা আর সুন্দরী যুবতীদের নিয়ে সেই রঙমহল। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, নির্বোধ, অলস রাজার ব্যবহারে মর্মান্তিক দুঃখ পায় রাজার সহোদরা জ্বালাকুমারী। সে জানত, পাপের প্রতিফল একদিন পেতেই হবে। রণমন্ত্রীর অন্যায়ের প্রতিকার করতে যে বীর যুবক একদিন এগিয়ে এল, জ্বালাকুমারী মনে মনে তাকে বরণ করে নিতে দ্বিধা করেনি। কীভাবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হল তা-ই নিয়ে এই রূপকথার পরিণতি।

প্রজা-উৎপীড়ন, অত্যাচার-অবিচার এবং এ-সবের পাশাপাশি বীর-রসাত্মক নানা কাণ্ড ছবিতে আছে। বাঘ, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদির সমাবেশও দেখবার মত। অর্থাৎ সারকাস দেখার মজাও ছবিতে পাওয়া যাবে। তেমনই সাড়ম্বর আয়োজন নাচ-গানের। বস্তুত, কথায় কথায় নাচ; আর প্রতি নৃত্যদৃশ্যে রঙ আর রূপের বাহার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। শঙ্কর-জয়কিষণের সুর-আরোপিত গানগুলি শুনতে বেশ। বাগেশ্রীতে অংশত নিবদ্ধ একটি গান তো অনবদ্য! এ-সবের তুলনায় গল্পের টান কম। সে যেন

"জ্বালা" ছবির নায়িকা মধুবালা

কোনওক্রমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে চলেছে। তার গতিপথ মসৃণ নয়। অবয়বেও বিশৃঙ্খলার চিহ্ন স্পষ্ট। এই ত্রুটি সম্পর্কে পরিচালক এম ভি রমন সম্ভবত সচেতন ছিলেন। সেই কারণেই বুঝি তিনি জোর দিয়েছেন প্রমোদ-উপাদানের উপর।

দুর্বল চিত্রনাট্যে মধুবালা (জ্বালা কুমারী) অভিনয়ের সুযোগ সামান্যই পেয়েছেন। মাত্র অল্প কয়েকটি দৃশ্যে তাঁকে দেখা গেল। যাই হোক, তার মধ্যে একটি দৃশ্যে সেই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীকে (হায়, তিনি আর নেই!) আমরা চিনে নিতে পেরেছি। সেখানে তাঁর চাহনিতে দুঃখ, ঘৃণা, ক্রোধ একই সঙ্গে অভিব্যক্ত। নায়ক সুনীল দত্ত বীররসের ব্যাপারটা ভালই ফুটিয়েছেন। অন্য চরিত্র-শিল্পীদের মধ্যে সোহরাব মোদি, ডেভিড, প্রাণ, উল্হাস ও ললিতা পাওয়ারের নাম উল্লেখযোগ্য।

"মেরা নাম জোকার" চিত্রে রাবিয়াংকা

উমঙ্গ

(গুরু দত্ত ফিল্মস কমবাইন)

প্রহসনধর্মী এই হিন্দী চিত্রের ঘটনা-কাণ্ডে মজা প্রচুর। কী ঘটছে তার চেয়েও বেশী মজার বিষয় এখানে হল কীভাবে কাণ্ডগুলো ঘটছে।

এমনিতে বেশির ভাগ বোমবাই ফিলমের বেলায় যেমন হয়, এই উমঙ্গ (হৃদয় বাসনা) চিত্রের কুশীলবদেরও তেমনই এদেশের কোনও সমাজভুক্ত মানুষ হিসাবে প্রায়শ সনাক্ত করা কঠিন। যুবক-যুবতীরা 'পপ' গান গাইছে, টুইসট নাচ নেচে চলেছে, হই-হুল্লোড় করছে বিদেশী ধরনে; আবার "দাবি" আদায়ের জন্য তারা করছে সত্যাগ্রহ এবং অনশনও। অন্য দিকে রক্ষণশীলতার যিনি প্রচণ্ড ভক্ত, আধুনিক কায়দা-কানুন যাঁর পছন্দ নয়, সেই রুক্ষপ্রকৃতি রায়সাহেবের সামনেই তাঁর মেয়ে দিব্যি সুইমিং কসটিউম পরে সুইমিং পুলে সাঁতার কাটছে। আসলে সবই উদ্ভট। সেই সঙ্গে কিন্তু আকর্ষকও। পরিচালক শ্রীআত্মারাম যুক্তি-সঙ্গতির ধার ধারেননি ঠিকই, তবে প্রহসন-চিত্রে সেটা দোষাবহ নয়। আর যেহেতু তাৎক্ষনিক উপভোগ্যতার ব্যাপার প্রায় আগাগোড়াই রয়েছে, ছবিটি অতএব প্রমোদ-অভিলাষী দর্শকদের খুশীই করবে।

গল্পের বিষয়টা রায়সাহেবের একখণ্ড জমি নিয়ে, যে-জমিতে কলেজের কিছু ছাত্র-ছাত্রী মিলে একটি ক্লাব বানিয়ে ফেলেছে। রায়সাহেবের চোখে এটা জবর-দখল এবং আইনের সাহায্যে তিনি এর প্রতিকার করতে চান। ছেলেমেয়েরা পিছু হটবে না কিছুতেই। ইতিমধ্যে রায়-সাহেবের একমাত্র কন্যা আশা ওই দলের সঙ্গে ভিড়ে যাবার সমস্যা বাড়িয়ে তুলেছে। শুধু তাই নয়, উক্ত ক্লাবের নেতৃস্থানীয় সতীশকে সে আবার [illegible] বাহুল্য, ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠল। কীভাবে তার বিস্তার এবং সমাধান, তাই নিয়েই চিত্রনাট্যের মজা।

ছবিটির বেশ কিছু অংশ স্টুডিওর বাইরে তোলা হয়েছে। গল্পের পরিমণ্ডল এবং সেইসঙ্গে নাট্যকৌতূহল রচনার কাজ নিপুণ। পরিচালক একের পর এক আকর্ষক পরিস্থিতি গড়ে তুলেছেন এবং লক্ষ্য রেখেছেন যাতে ছবির গতি নিস্তেজ হয়ে না পড়ে। সংলাপও মোটামুটি সরস। সব মিলিয়ে ছবির হালকা মেজাজটা ভালই লাগে। এর মধ্যে পরিচালক যে হঠাৎ অতিরিক্ত ভাবাবেগের আশ্রয় নিয়ে ছন্দোপতন ঘটাননি (যে-গণ্ডগোল অধিকাংশ অকিঞ্চিৎকর হিন্দী চিত্রে দেখা যায়) তার জন্যই তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া চলে।

ছবিটির তরুণ পাত্র-পাত্রীদের ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই নবাগত। এঁদের কাজ স্বচ্ছন্দ, স-প্রাণ। বিশেষ প্রশংসা প্রাপ্য অর্চনা (নায়িকা), সতীশ (নায়ক), সুবাস, আসরানি, মীনা, সুধা ও আকাশ দীপের। পুরনো শিল্পীদের মধ্যে আছেন: রেহমান (রায়সাহেব), কামিনী কৌশল, ডেভিড, নাদিরা, কেষ্ট মুখার্জি, বেলা বোস প্রভৃতি।

শঙ্কর-জয়কিষণের সুর-সংযোজিত গানগুলি ছন্দ-প্রধান। সুরের মাধুর্য কেন সেখানে যুক্ত হল না, জানি না। হলে কি কৌতুকের মহাভারত অশুদ্ধ হত?

• কিংকোর আর্নিকা হেয়ার অয়েল
• আল্‌ফাল্‌ফা টনিক
• ক্যাসিনা সিরাপ
• কিংস হোমোটোন
• ইউট্রোটোন্
প্রস্তুতকারক:
কিং এণ্ড কোং
৯০/৬এ, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭
ল্যাবরেটরী:
২০বি, পার্শী বাগান লেন কলিকাতা-৯
GRACE/K/31/70

"মেরা নাম জোকার"

এ-সপ্তাহের একমাত্র দেশী ছবি মেরা নাম জোকার।

প্রযোজক-পরিচালক রাজ কাপুরের টেকনিকালার হিন্দী চিত্র মেরা নাম জোকার গতকাল, ৩১ ডিসেমবর, মেট্রো ও ওরিয়েনট-সহ বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। কে এ আব্বাস-কৃত কাহিনী অবলম্বনে আর-কে ফিলমসের এই ছবিটি নির্মিত। সুদীর্ঘ দৃশ্যবহুল চিত্রটি তিন পর্যায়ে বিস্তৃত। প্রথম অংশে অভিনয় করেছেন: মনোজকুমার, সিমি, অচলা সচদেব, ঋষি কাপুর (রাজ কাপুরের ছেলে); দ্বিতীয় অংশে আছেন: ধর্মেন্দ্র, রুশ ব্যালেরিনা রাবিয়াংকা, দারা সিং; তৃতীয় এবং শেষ পর্বের প্রধান দুই শিল্পী: পদ্মিনী ও রাজেন্দ্র কাপুর। আর রাজ কাপুর রয়েছেন নাম-ভূমিকায়। রুশ সারকাস-শিল্পীদের কিছু খেলা ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ। সংগীত পরিচালনা করেছেন শঙ্করজয়কিষণ।

ধন্যি মেয়ে

শ্রী প্রোডাকশনসের কৌতুকচিত্র ধন্যি মেয়ে-র কাজ অনেকখানি এগিয়েছে। পরিচালনা করছেন শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। ফুটবল-ম্যাচের একটি দৃশ্য এ ছবির অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

উচ্চাঙ্গের
গেঞ্জী
ও জাঙ্গিয়া
বাপী
অনন্ত
এরিকা
এফ-শো
Bapi রেজিঃ
বাপী, ইণ্টারলক্
এবং জাঙ্গিয়া
হিন্দুস্থান টেক্সটাইল
কলিকাতা-৫

জলযোগের কেক·পেষ্ট্রী
ফোন ৪৫ ৪৫৭৫

দেশ
৩৮ বর্ষ
সংখ্যা ৯

॥ প্রবন্ধ ও রম্যরচনা ॥

একটি কবিতা ও সিংহরাজ ॥ সোমনাথ রায়
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত "ভারতসংগীত" কবিতাটি ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশকালে শাসক মহলে ও জনগণের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা।

এই বিস্ফোরণ: আমার চোখে ॥ অশোককুমার চক্রবর্তী
লেখক একজন ছাত্র। ছাত্র-সমাজের সাম্প্রতিক বিক্ষোভ ও যন্ত্রণার উৎসটি কোথায় তা জানাবার চেষ্টা করেছেন আলোচ্য প্রবন্ধে।

বাঙালী পল্টনের স্বপ্ন ও জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনী ॥ অমল মুখোপাধ্যায়
বাঙালী জাতির ভাগ্যে অ-সামরিকতার অপবাদ কেন এবং যে আশা নিয়ে জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনী গঠিত হয়েছিল, তার বর্তমান অবস্থা কী—সে সম্পর্কে আলোচনা।

রসিকেষু ॥ চণ্ডী লাহিড়ী
সুইজারল্যাণ্ডের "প্যাভিলিয়ন দ্য হিউমার"-এ আন্তর্জাতিক কার্টুন শিল্পের যে প্রদর্শনী এতাবৎ হয়ে আসছে, সে সম্পর্কে তথ্য-পূর্ণ আলোচনা।

ইংরেজী গীতাঞ্জলি ও ডবলু বি য়েটস ॥ সৌরীন্দ্র মিত্র
ডায়েরীর ছেঁড়া পাতা ॥ ফাদার দ্যতিয়েন
বাংলার লোকসংস্কৃতি ॥ রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
ব্যাংককের জয়ধ্বনিতে মিউনিখের প্রস্তুতি ॥ চিরঞ্জীব

॥ গল্প ॥

গোয়েন্দা কাহিনী ॥ বারীন্দ্রনাথ দাশ
গল্পকার হিসাবে বারীন্দ্রনাথ দাশের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। আলোচ্য গল্পটি আপাতপঠনে সহজ সরল মনে হলেও এর অন্তর্নিহিত জীবনবোধ রীতিমত বিস্ময়কর।

॥ উপন্যাস ॥

রত্ন ও শ্রীমতী ॥ অন্নদাশংকর রায়
উজ্জ্বল উদ্ধার ॥ প্রতিভা বসু

॥ স্মৃতিকথা ॥

ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা ॥ শিবরাম চক্রবর্তী

॥ কবিতা ॥

মৃত্যুর নিয়ম ॥ আনন্দ বাগচী
সংলাপ আয়নার সামনে ॥ ফণিভূষণ আচার্য
হবি ॥ আবু কায়সার
ঘুরন্ত মঞ্চে ॥ প্রতিমা ঘোষ
বুড়ো বাবাকে ॥ অরুণেশ ঘোষ

॥ নিয়মিত বিভাগ ॥

সম্পাদকীয় ॥ ব্যঙ্গচিত্র ॥ রূপদর্শীর সংবাদ ভাষ্য ॥ দৃশ্যপট ॥ বৈদেশিকী ॥ চিত্র প্রদর্শনী ॥ বিশ্ববিজ্ঞান ॥ ঘরে বাইরে ॥ ভারতের অর্থনীতি ॥ আলোচনা ॥ গানের আসর ॥ পুস্তক পরিচয় ॥ খেলার মাঠে ॥ টেবল টেনিসের আইন-কানুন ॥ অরণ্যদেব ॥ রংগজগৎ ॥ সাপ্তাহিক সংবাদ

দাম: ৫০ পয়সা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট। কলকাতা ১

"রানুর প্রথম ভাগ" চিত্রে মঞ্জু মুখোপাধ্যায়, রুনু মুখোপাধ্যায়

বিদেশী ছবি

এ-সপ্তাহের একটি নতুন বিদেশী ছবি দ্য আউট-অব-টাউনারস্। ছবিটি দেখানো হচ্ছে মিনারভা সিনেমায়।

আমেরিকার একটি ছোট শহরের ব্যবসায়ী জরজ কেলারম্যান (জ্যাক লেমন) তার কোমপানির উচ্চপদে নিযুক্ত হয়েছে এবং তাকে বদলি করা হয়েছে নিউ ইয়রকে। এই পদোন্নতি তথা নিউ ইয়রক শহরে বদলি কেলার-ম্যানের পক্ষে যেন একটি বহুদিনের স্বপ্ন, বাস্তবে পরিণত। স্ত্রীকে (স্যানডি ডেনিস) নিয়ে প্রমোদ-নগর নিউ ইয়রকে কীভাবে দিন কাটাবে সেই কল্পনার জাল বুনে চলেছে কেলারম্যান। ওদের বিমান তখন নিউ ইয়রক অভিমুখে। আলোচ্য দিনটির শুরু এই রকম।

কেলারম্যানের সুখ-স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের ঘটনাগুলো কিন্তু সঙ্গতি রাখল না। পথে একের পর এক ছোট ছোট বিপর্যয়। অতিকষ্টে যখন ওরা পৃথিবীর সেরা শহরে এসে পৌঁছল, তখনও ওদের যন্ত্রণাভোগের অনেকখানি বাকি। শহরে ধর্মঘট, রাস্তায় আবর্জনা, হোটেলে থাকবার জায়গা নেই, ওদের জন্য খাদ্যও না। তদুপরি ওদের টাকাও গেল চোরের পকেটে। দুঃস্বপ্নের মত ওরা সেনট্রাল পারকে গাছের নীচে রাত্রি কাটাল।

নতুন কাজের দায়িত্বটা কেলারম্যান অবশ্য যথাসময়ে পেল। নিউ ইয়রক স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরেও এল একদিন। কিন্তু নিউ ইয়রক কি সত্যিই স্বপ্ন-শহর? কেলারম্যান ভেবে দেখল, হ্যাঁ, তাই; তবে স্বপ্নটা দূর থেকে দেখাই ভাল।

আকর্ষক, সুনির্মিত কমেডি চিত্র, পরিচালনা করেছেন আরথার হিলার। জ্যাক লেমন এবং স্যানডি ডেনিসের অভিনয় চমৎকার।

* * *

জ্যোতি সিনেমায় দেখানো হচ্ছে সনস্ অব দ্য ডেজারট। লরেল-হারডির পুরনো ছবি। দেখে সেই পুরনো হাসির দিনকে কিছুক্ষণের জন্য ফিরে পাওয়া যাবে।

রানুর প্রথম ভাগ, চিঠি

শ্রীনবেন্দু চট্টোপাধ্যায় রানুর প্রথম ভাগ চিত্রের কাজ শেষ করেছেন। শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ওই নামের গল্প অবলম্বনে শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের পরি-চালনায় ছবিটি নির্মিত। এখন তিনি অপেরাধর্মী একটি চিত্রনির্মাণে ব্রতী। নাম: চিঠি। ছবিটির প্রথম পর্যায়ের শুটিং স্টুডিওর বাইরে কিছুদিন আগে করা হয়েছে। আভ্যন্তর দৃশ্য গ্রহণ করা হচ্ছে টেকনিশিয়ানস স্টুডিওতে। মনীষা আর্ট ইনটারন্যাশনালের এই চিত্রের বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন: সমিত ভঞ্জ, সন্ধ্যা রায়, রবি ঘোষ, উৎপল দত্ত, কণিকা মজুমদার।

সর্বভারতীয় সংগীত সম্মেলন

সর্বভারতীয় সংগীত সমাজ আয়োজিত সংগীত সম্মেলন আগামী ১১—১৬ জানুয়ারি কলামন্দিরে অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে গান গাইবেন: সরাফত হোসেন, চিন্ময় লাহিড়ী, গাঙ্গুবাঈ হাঙ্গল, সরস্বতী-বাঈ রানে, নিতাইদাস সান্যাল, শিপ্রা বসু, বিজয় চক্রবর্তী, আরতি বাগচী, কুমকুম ভট্টাচার্য, কাজল চক্রবর্তী, লীলা মজুমদার। অন্য শিল্পীদের মধ্যে আছেন (যন্ত্রে:) আমজাদ আলি, বিস-মিল্লা খাঁ, ভি জি যোগ, কল্যাণী রায়, মণিমালা নাগ, সুব্রত রায়চৌধুরী, বিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভুবনেশ্বর মিশ্র; (নৃত্যে): শ্রীলেখা মুখোপাধ্যায়, কুমকুম দাস।

লোকায়নের নাট্যোৎসব

লোকায়ন সংস্থা আগামী ১৮-২০ জানুয়ারি অবন-মহলে একটি নাট্যোৎ-সবের আয়োজন করেছেন। প্রথম দু-দিন অরুণ রায়ের পরিচালনায় অভিনীত হবে মোহিত চ্যাটারজির যথাক্রমে দ্বীপের রাজা ও গন্ধরাজের হাততালি। তৃতীয় দিন রবীন্দ্রনাথের শ্যামা নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হবে। পরিচালনা করবেন শক্তি নাগ। প্রতিদিন সন্ধ্যা সাতটায় অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে।

অর্চনা

সাহা ফিলমসের প্রথম উদ্যম অর্চনা। শ্রীসুখেন দাসের চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করবেন শ্রীপীযূষ গঙ্গোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব শ্রীঅজয় দাসের।

১ সারঙ ২ মলহার ৩ কামোদ II ৪ বাহার ৫ কেদার ৬ কামোদ
৭ মেঘ ৮ বসন্ত ৯ কল্যাণ ১০ ললিত
স্টেবিলাইজড্ ব্যাটারী এলিমিনেটর।
সারা বিশ্বে, মূল্যের চেয়ে উৎকর্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখে টেলিফাঙ্কেন
টেলিফাঙ্কেন ইণ্ডিয়া লিঃ

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক — শ্রীঅশোককুমার সরকার